NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আজ যা আমার কালকেও তা আমার থাকবে তো?

হাসরাসকাণ্ডে জমা পড়ল প্রথম তদন্ত রিপোর্ট ৭

কলকাতা ১০ জুলাই ২০২৪ ২৫ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.7.2024, Vol.18, Issue No. 31 8 Pages, Price 3.00

১০ দিনের মধ্যে বাজারদর নিয়ন্ত্রণের কড়া বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃষিপণ্যের বাজারদর নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য দশ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শাকসবজির গত বছরের দামের সঙ্গে এবছরের দামের তুলনামুলক পার্থক্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী আলু, পেঁয়াজ-সহ বিভিন্ন সবজির দাম গতবছরের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য বাজার দর নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্কফোর্স, পুলিশ এবং অন্যান্য বিভাগকে সক্রিয় হতে বলেছেন।

শাকসবজি, আনাজের অগ্নি মূল্যে হাত পুড়ছে আম জনতার। কৃষিপণ্যের দামবৃদ্ধি রুখতে মঙ্গলবার নবান্নে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে সারা দেশ জুড়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। মানুষের হেঁসেলে টান পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এটা দেখার কথা। অথচ তারা চোখ বন্ধ করে রয়েছে। যেভাবেই হোক বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আলু পেঁয়াজ, শাকসবজির দাম বাড়ার জন্য তাপপ্রবাহে ফসল নষ্ট হওয়ার তত্ত্ব খারিজ করে দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন,এক শ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগী দুষ্টচক্র কৃত্রিমভাবে বাজারদর বাড়িয়ে দিচ্ছে। কৃষকেরা দাম পাচ্ছে না। অথচ তারাই মুনাফা লুটছে। নাসিকের পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করে রাজ্যের চাষিদের উৎপাদিত সুখ সাগর পেঁয়াজ সরাসরি কিনে নিয়ে সুফল বাংলা স্টলের পাশাপাশি খোলাবাজারে সরবরাহ করতে তিনি কৃষি বিপণন দপ্তরকে নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে, হিমঘরে সঞ্চিত থাকা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু ২৫ শতাংশ রেখে বাকিটা ধাপে ধাপে বাজারে ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের চাহিদা পূরণের আগে রাজ্যের আলু-পেঁয়াজ প্রতিবেশী রাজ্য বা দেশে পাঠানো যাবে না বলেও স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য সীমান্তে নজরদারি চালানো হবে। বাজার কমিটিগুলিকে সতর্ক করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন অতিরিক্ত মুনাফা লুটতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। পুলিশ, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, আইবি, টাস্কফোর্স সবাই মিলে লক্ষ্য রাখবে কালোবাজারি রুখতে। বাজার নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্কফোর্স প্রতি সপ্তাহে বৈঠক করবে। বাজার দর কতটা কমানো গেল সে বিষয়ে সাত দিন অন্তর অন্তর তারা মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেবে।

পেঁয়াজ ব্যবসায়ীদের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এরাজ্যের উৎপাদিত পেঁয়াজ চলে যাচ্ছে প্রতিবেশী বাংলাদেশে। অথচ রাজ্যবাসীকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে নাসিকের পেঁয়াজ। কারণ, নাসিক থেকে বেশি দাম দিয়ে পেঁয়াজ কিনে আনছেন রাজ্যের ব্যবসায়ীরা। মঙ্গলবার নবান্নে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে ডাকা বৈঠক থেকে এ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবজির আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে এদিন নবান্নে বৈঠক ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই রাজ্যের পেঁয়াজ ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'আপনারা নাসিক থেকে কিনলে কি বেশি কমিশন পান? কেন নিজের রাজ্যের চাষিদের কাছ থেকে পেঁয়াজ কিনছেন না?' পরামর্শের সুরে তিনি বলেন, নাসিক থেকে পেঁয়াজ আনা বন্ধ করুন। আমাদের রাজ্যে 'সুখসাগর' পেঁয়াজ তৈরি হয়। সেটা যথেষ্ট উন্নতমানেরও। ইতিমধ্যে পেঁয়াজ চাষিদের জন্য রাজ্যে চার হাজার পেঁয়াজের গোলাও তৈরি করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'আমার রাজ্য থেকে পেঁয়াজ বাইরে বাংলাদেশে চলে যাবে, সে যাক, আপত্তি নেই কিন্তু আমাদের চাহিদা মেটানোর পরে তবে তো যাবে। এগুলো দেখা হচ্ছে না কেন কৃষি দপ্তর কী করছে?' অবিলম্বে সীমান্তে নজরদারি চালানোর নির্দেশও দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

হিমঘরের আলু বের করার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হিমঘরে প্রচুর পরিমাণ আলু মজুদ রয়েছে। তাও আলুর দামে হাতে ছেঁকা লাগছে এম জনতার। মঙ্গলবার নবান্নের বৈঠক থেকে এনিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকার আলু চাষিদের বিমার আওতায় এনেছে। হিমঘরে ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু সঞ্চিত আছে। তাও কেন বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে আলুর দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন। দিয়েছেন কড়া দাওয়াই। বাজারে যোগান বাড়াতে হিম ঘর থেকে সিংহভাগ আলু বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে নবান্নের অনুমতি ছাড়া ভিন্ন রাজ্যের আলু রপ্তানির উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছেন। তিনি বলেন, 'বাংলা শষ্য বিমা প্রকল্পে ১ কোটি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে আমরা সাহায্য করেছি, ৩১৩১ কোটি টাকা এতে খরচ হয়েছে। আলুকে শস্য বিমার আওতায় আনা হয়েছে, তারপরও কেন দাম বাড়ছে? আগেরবারও নতুন আলু আসার পর পুরনো আলু পড়ে ছিল। কোল্ড স্টোরেজে এখনও পড়ে ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু। তাহলে এত দাম কী করে? আলু বাইরে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে না তো? বড় ব্যবসায়ীরা আলু আটকে রাখছে কোল্ড স্টোরেজে। বাজারে আলুর স্টেডি দাম রাখতে হবে যাতে মানুষ বাঁচে।'

ইউক্রেন নিয়ে নৈশাহারে পুতিনকে 'পরামর্শ' মোদির

সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান নমোকে, রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বেও বড় বার্তা

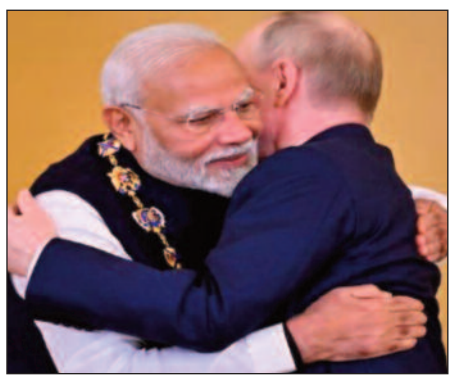

মস্কো, ৯ জুলাই: ভ্লাদিমির পুতিন নিজের বাড়িতে নৈশাহারের আয়োজন করেছিলেন নরেন্দ্র মোদির জন্য। সেখানে গিয়েই ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি কিছু পরামর্শ দিয়ে এলেন রুশ প্রেসিডেন্টকে। সূত্রের খবর, নৈশাহারের টেবিলে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে কথা হয়েছে। পুতিনকে মোদি বুঝিয়েছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না।

রাশিয়ার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান সম্মানিত করা হয়েছে তাঁকে। নমোকে অর্ডার অফ সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্য অ্যাপোস্টল প্রদান করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই সম্মানকে সমগ্র ভারতবাসীকে উৎসর্গ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

দু'দিনের সফরে রাশিয়ার মস্কোয় গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেখানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনাও হয়েছে মোদির। তবে সোমবার তাঁকে নিজের বাড়িতে ব্যক্তিগত ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পুতিন। সূত্রের খবর, সেখানেই পুতিনকে মোদি জানান, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাতিষ্ঠানিক চুক্তিকে ভারত সম্মান করে। প্রাদেশিক ঐক্য এবং সার্বভৌমত্বেও বিশ্বাস করে ভারত। সেই ভাবনা থেকেই তিনি মনে করেন, যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

তবে শুধু ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ থামানো নয়, নৈশাহারে ভারত-রাশিয়ার সাম্প্রতিক জটিলতা নিয়েও কথা হয়েছে বলে জানিয়েছে ওই জাতীয় স্তরের সংবাদমাধ্যম।

এদিকে, মঙ্গলবার প্রবাসী ভারতীয়দের সামনে বক্তব্য রাখার সময় তাঁর মুখে উঠে এল ভারত-রাশিয়া 'দোস্তির' প্রসঙ্গ। সেই সঙ্গে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে আত্মনির্ভর ভারত- নানা বিষয়েই নিজের বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর পরনে ছিল কুর্তা-পাজামা। গলায় ঝুলছিল লাল স্কার্ফ।

মোদিকে বলতে শোনা যায়, 'রাশিয়ায় শীতকালে যতই তাপমাত্রা মাইনাসে নেমে যাক, ভারত-রাশিয়া দোস্তি সবসময়ই প্লাস-এ থাকে। তা সবসময়ই উষ্ণতায় ভরপুর। পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্মানের উপরে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। রাশিয়া শব্দটা শুনলেই প্রথম যে কথাটা মনে পড়ে তা হল প্রত্যেক ভারতীয়র সুখ-দুঃখের সাথী।' এমনকী 'সর পে টোপি রুশি, ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানি' গানটির উল্লেখও করেন তিনি।

সেই সঙ্গে নবগঠিত তৃতীয় মোদি সরকার প্রসঙ্গ তুলে মোদি মনে করিয়ে দেন, ৬০ বছর পরে পর পর তিনবার কেন্দ্রে একই সরকার নির্বাচিত হয়েছে। তাঁকে বলতে শোনা যায়, '২০১৪ সালের আগে হতাশার গভীরতায় ডুবে ছিলাম আমরা। আজ দেশ আত্মনির্ভর। এবং এটাই ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।' টি২০ বিশ্বকাপ নিয়েও এদিন মন্তব্য করেন মোদি। তাঁর কথায়, 'আপনারা সকলেই নিশ্চয়ই টি২০ বিশ্বকাপ জয় উদযাপন করেছেন! সকলেই নিশ্চয়ই গর্বিত। আজকের ভারতীয় তরুণরা শেষ বল পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়।'

প্রসঙ্গত, সোমবার মস্কো পৌঁছতেই রাজকীয় অভ্যর্থনা পান মোদি। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার প্রথম উপ প্রধানমন্ত্রী ডেনিস মনতুরভ। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দেন। পরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের বাসভবনে নৈশভোজ সারেন মোদি। পুতিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া মাত্রই, দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেন। হাসিমুখে করমর্দন করেই চলে যান নৈশভোজে। মঙ্গলবারই অস্ট্রিয়া উড়ে যান মোদি।

তোপ জেলেনস্কির

কিয়েভ, ৯ জুলাই: ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে প্রথমবার রাশিয়া সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সফরকে তোপ দাগলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁর মতে, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নেতা দুনিয়ার সবচেয়ে নৃশংস খুনিকে জড়িয়ে ধরেছেন- এমন দৃশ্য খুবই হতাশাজনক। উল্লেখ্য, গত মাসেই জি-৭ সম্মেলনে মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল জেলেনস্কির। রাশিয়ায় পৌঁছেই প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে বৈঠক সেরেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বাসভবনে পৌঁছে যান মোদি। দেখা হওয়া মাত্রই দুজন দু-জনকে জড়িয়ে ধরেন। সেই ছবি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। ওই ছবি দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। এক্স হ্যান্ডেলে জেলেনস্কি লেখেন, 'শান্তিস্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে, তার মধ্যেই বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নেতা জড়িয়ে ধরেছেন বিশ্বের সবচেয়ে নৃশংস খুনিকে। এমন আচরণ বিশ্বশান্তির পক্ষে অত্যন্ত হতাশাজনক।' উল্লেখ্য, মোদির সফর চলাকালীনই ইউক্রেনের একটি শিশু হাসপাতালে মিসাইল হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। অন্তত ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আজ ৪ কেন্দ্রে উপনির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিধানসভা কেন্দ্র-সহ আজ উপনির্বাচন হবে দেশের মোট সাতটি রাজ্যের ১৩টি বিধানসভা আসনে। আজ এই ১৩ কেন্দ্রেই উপনির্বাচন হবে। ভোটগণনা হবে ১৩ জুলাই। উপনির্বাচন হবে বাংলার চারটি কেন্দ্র; নদিয়ার রানাঘাট দক্ষিণ, উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, কলকাতার মানিকতলা এবং উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে। এর মধ্যে মানিকতলায় বিধায়ক সাধন পাণ্ডের মৃত্যুর কারণে উপনির্বাচন হচ্ছে। রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ এবং বাগদায় ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে জয়ী তিন বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, মুকুটমণি অধিকারী ও বিশ্বজিৎ দাস পদত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিয়ে লোকসভায় প্রার্থী হওয়ায় আবার ভোট।

৭০ কোম্পানি বাহিনী, সব বুথে ওয়েবকাস্টিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: মানিকতলা, বাগদা, রায়গঞ্জ এবং রানাঘাট দক্ষিণ এই চার কেন্দ্রে সকাল ৭টা থেকে হবে ভোটগ্রহণ। শান্তিতে ভোট করানোর স্বার্থে এই চার কেন্দ্রে ৭০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রতিটি বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রথমে ঠিক ছিল ৫৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। গত শনিবার বাড়িয়ে আধা সেনার সংখ্যা করা হয়েছে ৭০ কোম্পানি। সবচেয়ে বেশি ২০ কোম্পানি বাহিনী উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা কেন্দ্রে। বরাদ্দ ১৬ কোম্পানির সঙ্গে চার কোম্পানি সীমান্ত রক্ষী বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। রানাঘাটে প্রথমে ১৫ কোম্পানি বাহিনী নিয়োগ করার কথা জানানো হয়েছিল। সেখানে ইন্দো তিব্বত পুলিশের আরও চার কোম্পানি পাঠানোয় মোট আধা সেনার সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১৯ কোম্পানি। রায়গঞ্জে প্রাথমিকভাবে বরাদ্দ ১২ কোম্পানির সঙ্গে যোগ দিচ্ছে আরও চার কোম্পানি সিআরপিএফ। মানিকতলা কেন্দ্রে বাড়তি তিন কোম্পানি সীমা সুরক্ষা বল পাঠানোর সিদ্ধান্ত হওয়ায় সেখানে মোট বাহিনী থাকছে ১৫ কোম্পানি।

পদের টোপ: কুণালকে ফোন কল্যাণ চৌবের

অডিয়ো রেকর্ডিং প্রকাশ, অস্বীকার বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিধানসভা উপনির্বাচনের তিন দিন আগে তাঁকে বিজেপির তরফে 'অন্তর্ঘাতের প্রস্তাব' দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কুণালের আনা এই অভিযোগ যদিও সরাসরি অস্বীকার করেছেন কল্যাণ। তবে একই সঙ্গে তিনি মেনেও নিয়েছেন যে, কুণালের প্রকাশ করা অডিয়ো রেকর্ডিংয়ের কণ্ঠস্বর তাঁরই। কুণালকে তিনি ফোন করেছিলেন। কিন্তু যে রেকর্ডিং প্রকাশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ নয় আংশিক। মঙ্গলবার একটি সাংবাদিক বৈঠক করে কুণাল বলেন, 'গত ৭ জুলাই রাত সাড়ে ১১টার সময় আমাকে ফোন করেছিলেন মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী কল্যাণ চৌবে। তিনি আমাকে প্রস্তাব দেন, তাঁর হয়ে কাজ করলে রাজ্য বা জাতীয় স্তরে খেলার জগতে বড় পদ দেবেন।' ওই টেলিফোনিক কথোপকথনের একটি প্রামাণ্য অডিয়ো রেকর্ডিংও প্রকাশ করে তৃণমূল নেতা কুণাল বলেন, 'ভোটের প্রচারে পিছিয়ে রয়েছেন বুঝে বিজেপির প্রার্থী প্রলোভন দেখাচ্ছেন জয়ের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূলকে। প্রস্তাব দিচ্ছেন দলের সঙ্গে বেইমানি করার। এটাই বিজেপি। এমনই ওদের নোংরা মানসিকতা।' কুণালের প্রকাশ করা অডিয়ো আংশিক সত্য বলে দাবি করেন কল্যাণ। কল্যাণের এই বক্তব্যের অনতিবিলম্বেই অবশ্য কুণাল পাল্টা বলেন, 'উনি বলেছেন আংশিক রেকর্ডিং। আমিও বলছি আংশিক। তবে কল্যাণ যদি চান, তবে ফোনের রিং বাজা থেকে ফোন রাখা পর্যন্ত রেকর্ডিং প্রকাশ করে দেব। যে রেকর্ডিংয়ের শেষে ক্ষমা চাইতেও শোনা গিয়েছে ওঁকে। বলুন কবে প্রকাশ করব?'

উল্লেখ্য, বুধবার মানিকতলা, বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ এবং রায়গঞ্জে ভোট। কুণালকে মানিকতলায় ভোট সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফে। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানিকতলার ভোটের যে 'টিম' তৈরি করে দিয়েছেন, তারই আহ্বায়ক কুণাল। আর কল্যাণ হলেন মানিকতলার বিজেপির প্রার্থী। কুণালের অভিযোগ, তিনি তৃণমূলের আহ্বায়ক জেনেও কল্যাণ ভোটে তাঁর সাহায্য চেয়ে ফোন করেছিলেন গত রবিবার। কুণালের কথায়, 'বিজেপির প্রার্থী কল্যাণ চৌবের সঙ্গে আমার ময়দানসূত্রে পূর্ব পরিচয়। কল্যাণ এ-ও জানেন আমি আহ্বায়ক। দলকে জেতাতে নেমেছি। তার পরেও তিনি আমাকে অনুরোধ করেন তাঁকে সাহায্য করার জন্য।'

কুণাল এই অভিযোগ এনে বলেছেন, ''যদি ধরে নিই গণতান্ত্রিক পরিবারের সৌজন্যের খাতিরে উনি প্রতিপক্ষের কাছে সাহায্য চাইছেন, তবে আমার কিছু বলার ছিল না। উনিও সেটাই করতে পারতেন। কিন্তু এর পরে উনি বললেন, ওঁর হয়ে কাজ করলে ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজ্য বা কেন্দ্রে বড় পদে নিয়ে যাবেন। এতো ঘুষ!'

এর পরেই ওই কল্যাণের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের অডিয়ো রেকর্ডিং প্রকাশ করে কুণাল বলেন, 'মোহনবাগান সহ-সভাপতিকে ঘুষের কথা বলবেন, আর আমি নাচতে নাচতে যাব? অফার বাতিল করে দিয়েছি।' যদিও কুণালের ওই সাংবাদিক বৈঠকের পরে কল্যাণ বলেন, তিনি কোনওরকম ঘুষের প্রস্তাব দেননি। ওই রেকর্ডিং এডিট করে তাঁর বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে। কুণালের আনা ওই অভিযোগের এক ঘণ্টা পরেই একটি পাল্টা সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন বিজেপির মাণিকতলা প্রার্থী তথা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট কল্যাণ। সেখানেই কুণালের ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ উড়িয়ে কল্যাণ বলেন, 'আমি এক জন প্রার্থী হিসাবে সবার কাছেই গিয়েছি। তাঁদের কাছে সাহায্য চেয়েছি। ওঁকেও সে ভাবেই ফোন করেছিলাম। কিন্তু কোনও ঘুষের প্রস্তাব দিইনি। বরং উনিই এক সপ্তাহ আগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। জানিয়েছিলেন তিনি বিজেপির নেতৃত্বের সঙ্গে বসতে চান। এর আগে উনি বহুবার আমার বাড়িতে এসেছেন। ২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দিতেও চেয়েছিলেন। সেই সূত্রেই আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলি। কারণ যিনি আমার দলেই আসার কথা ভাবছেন, তাঁর কাছে আমি সাহায্য চাইতে পারি বলে মনে হয়েছিল।'

ওএমআর শিট: হাইকোর্টে বিস্ফোরক তথ্য শিক্ষা পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৭-র টেট দুর্নীতি মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টে বিস্ফোরক তথ্য পেশ করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। যা দেখে বিস্মিত বিচারপতি। ওএমআর শিট ধ্বংস করেছেন মানিক ভট্টাচার্য!

প্রাথমিকের ওএমআর নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল আগেই। সেই মামলায় মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ওএমআর শিট নষ্ট হয়েছে। পর্ষদের বোর্ড সদস্যদের কোনও পরামর্শ ছাড়াই এটা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছিল মানিক ভট্টাচার্যের অনুমোদনে। তিনি নিজে এই কাজ করিয়েছেন। আইনজীবী আরও জানান, মানিক ভট্টাচার্য বোর্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখতেন। তাই এটা যখন করেছেন বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের জানানো হয়নি।

এই কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার। ওই সময়ের আসল 'মিটিং রেজিলিউশন' কপি আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। আগামী শুক্রবার মামলার পরবর্তী শুনানি। যদিও পর্ষদের আইনজীবীর দাবি, বোর্ড কোনও রেজিলিউশন সেই সময় নেয়নি।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছতে মরিয়া কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এবার ওএমআর শিটের খোঁজে সাদার্ন অ্যাভিনিউতে হানা দেয় সিবিআই। তদন্তকারীদের সঙ্গে ছিল কম্পিউটার ও সাইবার বিশেষজ্ঞ। শোনা যাচ্ছে, কোনওভাবে যদি ওএমআর শিটের তথ্য পাওয়া যায়, সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে।

রেকর্ড বৃষ্টিতে বানভাসি মুম্বই, জারি লাল সতর্কতা

মুম্বই, ৯ জুলাই: তীব্র দাবদাহের পর শুরু হয়েছে প্রবল বৃষ্টি। আর সেই দুর্যোগের জেরে বিপর্যস্ত মুম্বই। রেকর্ড বৃষ্টিতে কার্যত জলের নিচে বাণিজ্য নগরী। সোমের পর মঙ্গলবারেও অব্যাহত বৃষ্টি। মুম্বই, থানে, নভি মুম্বই, পনভেল, রত্নগিরি-সিন্ধুদুর্গ অঞ্চলে 'লাল সতর্কতা' জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। ফলে বাড়ছে উদ্বেগ। ১২ জুলাই পর্যন্ত দুর্যোগ চলবে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা।

এই পরিস্থিতিতে মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজ এলাকায় শর্ট সার্কিট হয়ে এক ৭২ বছরের বৃদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন। এদিকে পালঘরে ১৮ মাসের একটি শিশুর বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। সোমের পর মঙ্গলেও বন্ধ রয়েছে সমস্ত সরকারি, বেসরকারি স্কুল ও কলেজ। মুম্বই শহরের লাইফ লাইন হিসেবে ধরা হয় লোকাল ট্রেনকে। সেখানেও বেহাল অবস্থা। জানা যাচ্ছে, ওর্লি, বানতারা ভবন, কুর্লা ইস্ট, কিং সার্কেল এলাকা, দাদর, বিদ্যাবিহার এলাকায় জলের নিচে চলে গিয়েছে রেল লাইন। ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ট্রেন পরিষেবা। যে ট্রেনগুলি চলছে তাও দু-তিন ঘণ্টা দেরিতে চলছে। ফলে যাত্রীরা পড়েছেন প্রবল সমস্যায়।

বৃহন্মুম্বই পুরসভার তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের আতঙ্কিত না হওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। কোনও সমস্যায় পড়লে ১৯১৬ নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এদিকে স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হলেও প্রিন্সিপাল, শিক্ষক, অ-শিক্ষক কর্মচারীদের সকলকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে বলা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ, তাঁরা যেন দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেন। এদিকে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কিন্তু টানা বৃষ্টিতে জল নামানোও যাচ্ছে না। ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

19/4/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Sahid Anowar Sk S/o. Naziruddin Sk ও Sahid Anoward Sekh S/o Naziruddin Sk উভয়ে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি বিজন মল্লিক ৮/৭/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Bijan Mallik ও Bidyan Mallik উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি Delowar Hossain গ্রাম নিচুদিহা, পোঃ- মুকুন্দপুর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। গত ১১/৩/২০২৪ তারিখে বহরমপুর এস.ডি.ই.এম (এস) কোর্টের এফিডেভিট বলে Delowar Hossain ও Deluar Saikh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

NAME CHANGE

I,Punam Dujari W/o Vikash Dujari,resident of 105/1 Bidhannagar road, flat no 503, block- C, Kolkata -67, declared before first class judicial magistrate, Alipore judges court road, kolkata vide affidavit no 13908 dt 26/06/24 that after my marriage Poonam Rathi and Punam Dujari both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Namrata Basu D/O Late Sanjoy Basu R/O P-65 C.I.T Road Scheme VI M (S), Kolkata-700054, have changed my name from Namrata Basu to Namrrataa Basu for all purpose by affidavit sworn on 09.07.2024 before the Metropolitan Magistrate Calcutta.

CHANGE OF NAME

I, Sidhartha Sharma S/O Satyanarayan Sharma R/O 336A, SN Roy Road, Kolkata 700038, have changed my name from Sidhartha Sharma to Sidharta Shharma for all purpose by affidavit sworn on 09.07.2024 before the Metropolitan Magistrate Calcutta.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ ই জুলাই। ২৫ শে আষাঢ়। বুধবার। চতুর্থী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। অমাবস্যা দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী

গত 08/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8745 নং এফিডেভিট বলে Naba Kumar Chandra S/o. Shrikanta Chandra ও Naba Kr. Chandra S/o. S. K. Chandraq সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 08/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8746 নং এফিডেভিট বলে Ivey Chandra W/o. Nabakumar Chandra ও Ivey Chanda D/o. Nandu Lal Jaiswal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 09/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8836 নং এফিডেভিট বলে Mrityunjoy Chatterjee S/o. Anadi Nath Chatterjee ও Mritunjoy Chatterjee S/o. A. Chatterjee, Anadi Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 09/07/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4367 নং এফিডেভিট বলে Bijoy Chakraborty S/o. Narayan Chakraborty ও Bijay Chakraborty S/o. N. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 05/07/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 6920 নং এফিডেভিট বলে আমি Raja Sadhukhan S/o. Dilip Kumar Sadhukhan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dilip Kumar Sadhukhan ও D. K. Sadhukhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 05/07/24 নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 764 নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Kamaluddin (old name) S/o. Harun Rashid R/o. Torgram, Panchgara, Pandua, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kamaluddin (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Shaikh Kamaluddin & Kamaluddin S/o. Harun Rashid উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 08/07/24 নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 1087 নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Saifuddin Ali Akungi (old name) S/o. Shaikh Samad Ali Akungi R/o. Shrirambati, Magura, Pandua, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Saifuddin Ali Akunji (new name) S/o. Sk Samad Ali Akunji নামে পরিচিত হইয়াছি। Shaikh Saifuddin Ali Akungi S/o. Shaikh Samad Ali Akungi & Sk Saifuddin Ali Akunji S/o. Sk Samad Ali Akunji উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 09/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 69 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Sahajamal Ali (old name) S/o. Sk. Masihar Rahaman R/o. Shitala, Meghsar, PolbaHooghly - 712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Shahazamal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Sahajamal Ali & Sk Shahazamal S/o Sk. Masihar Rahaman উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk. Sajad Ali.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

নাম -পদবী

গত 09/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 68 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Shahera Bibi (old name) W/o. Sk. Shahazamal R/o. Shitala, Meghsar, Polba, Hooghly-712149, W.B.,নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sahera Bibi (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Shahera Bibi & Sahera Bibi W/o Sk. Shahazamal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk. Sajad Ali.

নাম -পদবী

গত 02/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 60 নং এফিডেভিট বলে Manabendra Singha Roy S/o. Madan Mohan Singharoy ও Manabendra Singha Roy S/o. M. S. Singha Royসর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 05/07/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8711 নং এফিডেভিট বলে Jahar Santra S/o. Motilal Santra ও Jahar Lal Santra S/o. M. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 08/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 31 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Ohidul Ali (old name) S/o. Late Sk. Ichha Haque R/o. Beleswar, Basna, Balagarh, Hooghly-712501, W.B.,নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Ohidul Haque (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Ohidul Ali & Sekh Ohidul Haque S/o. Late Sk. Ichha Haque উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sekh Sadek Ali.

NOTICE

I, Ananya Mondal, D/o Goutam Mondal R/O- Vill- Nowdapara, P.S.- Jalangi, Dist- MSD, I have changed my name from Ananya Mondal to Anurag Mondal & my Gender from Female to Male vide affidavit Dt.- 08/07/2024 before Notary Public at Berhampore, Murshidabad.

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী শিব চরন চৌরাসিয়া পিতা মৃত সত্য চরন চৌরাসিয়া, সাকিম 67/42 স্ট্যান্ড রোড, পোঃ বিডন স্ট্রীট, থানা জোড়াবাগান, কোলকাতা-700006 বিগত ইং 19/04/2024 তারিখে ডি.এস.আর-II, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-781/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**ধ্রুব সাগর** পিতা – ভোলা প্রসাদ যাদব হাল সাং ও পো: - আলিপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী- 712305) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **শ্রী ধ্রুব সাগর** হুগলী ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, অফিসে **Smt. Gopa Singh** W/o. Rajkumar Singh, Residence at Sabuj Sathi Nagar, Manik Danga Road, Tegharia, P.O. Jugberia, P.S. Ghola, Dist. North 24 Pgs., Pin 700110, W.B. মহাশয়াকে – I-5827/2024 নং দলিল মূলে 03.30 শতক বা 2 কাঠা বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা- আলিপুর, জে. এল.- 48, হাল এল.আর. খতিয়ান - 1851, আর. এস. দাগ নং- 2149, হাল এল. আর. 233 দাগে শুনা জমি, মোট ষোল আনায় 18 শতকের মধ্যে 03.30 শতক বা 2 কাঠা আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি- ধ্রুব সাগর
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রী নব কুমার চৌধুরী, নৃসিংহ প্রসাদ ঘোষাল, পিতা- স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ ঘোষাল, সাকিম- নন্দনকানন, পোঃ- ডানকুনি, থানা- চন্ডীতলা, জেলা- হুগলী এর সম্পাদিত শেষ উইল এর প্রবেট পাইবার জন্য হুগলী জেলা ডেলিগেটস, সদর আদালতে অ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৯৬/২০১৮ নং মকোর্দ্দমা দাখিল করিয়াছে, উক্ত উইলের প্রবেট মকোর্দ্দমা কাহার ও কোনো দাবী দাওয়া বা বক্তব্য থাকিলে তাহা উপরোক্ত আদালতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তারিখে স্বয়ং অথবা তাহার নিযুক্ত উকিল বাবু দ্বারা বক্তব্য দাখিল করিবেন নচেৎ উপরোক্ত মকোর্দ্দমা এক তরফা শুনানী হইয়া আদেশ প্রচারিত হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা- হুগলী, থানা- ধনিয়াখালী, অতিরিক্ত সাব রেজিষ্ট্রী অফিস ধনিয়াখালী সামিল, জে. এল. নং- ১৪৯, মৌজায়- কাঁঠাল গরিয়া আর.এস. দাগ নং- ২৬৭, আর.এস. খতিয়ান নং- ৭৮, শ্রেনী বাস্তু, কম বেশী পরিমান- ১২ (বার) শতক।

শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী
Sheristader
District Delegate, Hooghly

HOPE INSTITUTE OF BENGAL

Beldubi, Panchla, Howrah

Wanted

Applications are invited for the post of Education, Physical Science & Performing Arts(Music) for B.Ed. within 10 days- hopeeducational@gmail.com
Eligible as per NCTE Norms.
Secretary - 9830400916

SITUATION VACANT

APPLICATIONS ARE INVITED FROM ELIGIBLE CANDIDATES FOR THE FOLLOWING POST IN B.Ed. SECTION.

B.Ed. Section
1. PRINCIPAL-1

Educational qualification and salary as per NCTE rules. Apply sharp within seven days to the President, Edugate Teachers' Training Institute, Vill- Salika, P.O. & P.S. - Gurguripal, Paschim Medinipur, 721102.

Mobile-9775476677.
edugate.tti@gmail.com

S/D
President

হারানো প্রাপ্তি

আমি শ্রীমতি স্নিগ্ধা দত্ত (ঘোষ), পিতা- ৺ রঞ্জিত কুমার ঘোষ, সুভাষনগরস্থিত সম্পত্তির দলিল রেজিস্ট্রি মেদিনীপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪০ নং ভলিউমে ১৬৯ নং থেকে ১৭৭ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ২৩৭৮ নং দলিল গত ১০-০৬-২৪ তারিখ থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। এই মর্মে কলকাতার মুচিপাড়া থানায় ডায়েরি করি যার GDE No.- 660, dt.- 08-07-24. যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পেয়ে থাকেন, তাহলে দয়া করে যোগাযোগ করুন **৯১৬৩৭১৪৬০৩ নম্বরে।**

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমার মক্কেল **অঞ্জমান বিবি**, স্বামী আবু হোসাইন সাঁপুই, সাং- কলাগাছিয়া, কোলকাতা-৬৩, নিবাসি, **শ্রী সচিন মন্ডল** পিতা-মৃত ধীরেন মন্ডল, সাং- বাগপোতা, নিবাসি কোলকাতা-৬১। ২৯-১০-২০১৪ সালে মৌজা নং ৩৯, দাগ নং ১৬৩,খতিয়ান নং ৫৬,বেহালা সাব-রেজিস্টারি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত নং ৫,সি.ডি ভলিউম নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩২৮ হইতে ৩৩৮ লিখিত ২০১৪ সালে দলিল নং ০০৮৫৪,বলে নিযুক্ত করা হয় আমোক্তার, **আবু হোসাইন সাঁপুইকে**, পিতা-রাজ্জাক সাঁপুই। উক্ত সম্পত্তি টি আশুতি ২ নাং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, তৌজি নং ৩-৫ রেঃ সাঃ নং ৪৮৫, মৌজা নং ৩৯, কৃ ৫৬ নং, ১৬৩ নং দাগের মধ্যে হতে কমবেশি ২ কাঠা শালি জমি বিক্রয় কোবালা মারফত ক্রয় করেন যাহার দলিল নং ৩৬৪৯/১৬, উক্ত দলিল খানি এ- ডি-এস-আর,বেহালা অফিসে বিগত ইং ০৫-০৪-২০১৬ সালে রেজিস্ট্রি হয়। উক্ত সম্পত্তি বি-এল-এন্ড-আর-ও (টি-এম-ব্লক) তে মিউটেশনের জন্য আবেদন করা হইয়াছে, যদি উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো ব্যক্তির কোনোরকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে নোটিশ প্রকাশনের দিন হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে অভিযোগ জানাতে হইবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

ইতি- সুরজিৎ নন্দন (আইনজীবি),
আলিপুর পুলিশ কোর্ট, কোলকাতা-৭০০০২৭।
মোবাইল নং ৯৪৩৩৪৩১০১০।

।। বিজ্ঞপ্তি।।

In the Ld. Court of District Delegate, at Midnapore
Dist - Paschim Medinipur
Ref: Probate Case No. 11/2024

Kumari Kalpana Choudhury .....Petitioner
= VS =
Rudradaman Choudhury & others .....Opposite Parties

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষগনকে জানানো যাইতেছে যে, সাকিন মেদিনীপুর সম্পাদিত ইংরাজী ২২.০৭.২০১৩ তারিখ যুক্ত নিম্ন তপশীল বর্নিত উইলকৃত সম্পত্তির প্রোবেট পাওনের নিমিত্ত তাহার Executor হিসাবে বাদী কুমারী কল্পনা চৌধুরী পিতা ৺শৈলেশ চন্দ্র চৌধুরী, সাং বরিশাল কলোনী, মেদিনীপুর উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা রুদ্র দমন চৌধুরী দীগর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে উত্থাপন করিয়াছেন। তৎ সম্বন্ধে কাহারও কোনও প্রকার বক্তব্য থাকিলে তিনি স্বয়ং বা উকিলবাবু নিযুক্তে হুজুর আদালতে উপস্থিত হইয়া আগামী ইং 06.08.2024 তারিখে কারন দশাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, মৌজা-কুইকোটা, জে.এল নং ১৬৯, মেদিনীপুর পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড, খতিয়ান নম্বর ১৩০২, ১৩০৩, ৮৪৮/১, ১৯২/১ দাগ নং ৪১৮, হাল দাগ নং ৮৫৭/৮৭৭, ৮৫৭ সম্পত্তির পরিমান ০.০৪০৩ একর মধ্যে ০.০১৬৭ এবং ০.০১৮৭ এ মধ্যে দাগ ১/২ অংশ।

অনুমত্যনুসারে
সুপ্রিয় পাত্র
সেরেস্তাদার
জেলা ডেলিগেট জজ আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর, 06/07/24

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী তৃপ্তি সিংহরায় পিতা মৃত তারিনী শংকর সিংহরায়, সাকিম মাকালপুর, পোঃ মাকালপুর, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, পিন 712305, বিগত ইং 27/09/2023 তারিখে ডি.এস.আর-II, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3245/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী জগন্নাথ চক্রবর্তী**, পিতা – মৃত প্রভাস চক্রবর্তী সাং ধেমুয়া, পো: - মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী- 712305) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **শ্রী জগন্নাথ চক্রবর্তী** হুগলী ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, অফিসে **১) শ্রী উমা শঙ্কর রায়** পিতা শ্রী রামপ্রসাদ রায় ও **২) শ্রীমতী মোনা কুমারী** স্বামী শ্রী উমা শঙ্কর রায়, উভয়ের সাকিম ১০/১ এ, বকুলবাগান রোও, পোঃ ভবানীপুর, থানা ভবানীপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন 700025 মহাশয়/মহাশয়াকে – I-3412/2024 নং দলিল মূলে 03.30 শতক বা 2 কাঠা বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা- হুগলী, থানা- দাদপুর, মৌজা- ধেমুয়া, জে. এল.- 40, হাল এল.আর. খতিয়ান - 1427, আর. এস. দাগ নং- 274, হাল এল. আর. 387 দাগে শালি জমি, মোট ষোল আনায় 77 শতকের মধ্যে 0.1465 অংশে কমবেশী 11 শতক, তার মধ্যে 03.30 শতক বা 2 কাঠা আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন ।

ইতি-
শ্রী জগন্নাথ চক্রবর্তী
আমমোক্তার

‘তেলাপিয়া মাছ খেলে ক্যান্সার হয় না’ গুজবে কান না দেওয়া পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে এদিন নবান্নে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তেলাপিয়া মাছের প্রসঙ্গটি তোলেন তিনি। উপস্থিত সরকারি আধিকারিকদের কাছে জানতে চান, তেলাপিয়া মাছ খেলে ক্যান্সার বা এই জাতীয় কোনও রোগের সম্ভাবনা তৈরি হয় কিনা। আধিকারিকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর জানিয়ে দেন, এরকম কোনও তথ্যপ্রমাণ এখনও নেই। যা শুনে চমকে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘কারা রটালো যে তেলাপিয়া মাছ খেলে ক্যান্সার হয়? আমিও তো এতদিন তাই জানিতাম!’ এরপরই জনগণকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘নির্ভয়ে তেলাপিয়া মাছ খান। এই মাছ খেলে ক্যান্সার হয় না।’ একই সঙ্গে প্রশাসনের কাছে মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান, ‘তেলাপিয়া মাছ নিয়ে যারা মিথ্যা খবর রটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ করা হয়নি? ’

রাজ্যের ‘জল ভরো, জল ধরো’ প্রকল্পে কাটা পুকুরে তেলাপিয়া মাছ ছাড়ার জন্যও আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীকে এও বলতে শোনা যায়, হায়দ্রাবাদ থেকে মাছ না এনে আমরা কীভাবে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারি সেটা দেখতে হবে।

আধিকারিকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এতদিন রাজ্যের ডিমের অনেকখানি পূরণ করত অন্ধ্রপ্রদেশ। চলতি বছরের ডিসেম্বরে ডিম নিয়ে আমরা আত্মনির্ভর হয়ে যাব। তাহলে মাছের ক্ষেত্রেও আমরা আত্মনির্ভর হতে পারব না কেন।’ প্রশাসনিক কর্তাদের এ বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বড় অগ্নিকাণ্ডের জন্য অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা না থাকাকেই দায়ি করল দমকল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাত্র ২০ দিনের ব্যবধানে শহরের চার জায়গায় বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঘটনাস্থলে যথাযথ অগ্নি-নিরোধক ব্যবস্থা ছিল না বলে জানাচ্ছে দমকল। ক্যামাক স্ট্রিটের বন্ধ রেস্তোরাঁ, কসবার অ্যাক্রোপলিস মল, বড়বাজারের মেহতা বিল্ডিং এবং ধাপায় মোবিলের গুদাম প্রতিটি আগুনের ঘটনায় দমকলের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

দমকল সূত্রের খবর, গত মাসের মাঝামাঝি কসবার অ্যাক্রোপলিস মলের ফুড কোর্টে বিধ্বংসী আগুন লেগেছিল। তারপরের দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে আধিকারিকদের সন্দেহ হয় যে, অগ্নিকাণ্ডের সময়ে সম্ভবত সেখানকার ওয়াটার স্প্রিঙ্কলার, স্মোক ডিটেক্টর এবং হিট ডিটেক্টর বন্ধ ছিল। পরে শপিং মলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে সেই সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু জানান, ‘কসবার শপিং মলে আগুন লাগার ঘটনায় কর্তৃপক্ষের গাফিলতি নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে।’ প্রসঙ্গত, ওই শপিং মলে আগুন লাগার দিন সকাল থেকে চারতলা ও পাঁচতলার মাঝখানে একটি জায়গায় ঝালাই যন্ত্র ব্যবহার করে একটি বইয়ের দোকানের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের কাজ চলছিল। সেই কাজের জন্যই সেখানকার স্প্রিঙ্কলার, স্মোক ডিটেক্টর বা হিট ডিটেক্টর কাজ করেনি বলে দাবি। দমকল সূত্রের খবর, ওই শপিং মলের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে কসবা থানায় দমকলের তরফে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ওই শপিং মলে দমকলের নিয়ম মানা হয়নি। সেখানে অগ্নি-নিরোধক কোনও ব্যবস্থা যথাযথ ছিল না। এর পরেই মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে কসবা থানার পুলিশ।

ওই ঘটনার পরে বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ক্যামাক স্ট্রিটে একটি রেস্তোরাঁর দোতলায়। সেই ঘটনাতেও দমকল পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছিল যে, আগুন নেভানোর কোনও ব্যবস্থাই সেখানে ছিল না। শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ওই রেস্তরাঁর মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে অভিযুক্ত মালিক ফেরার। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। এরপরে আগুন লেগেছিল বড়বাজারে মেহতা বিল্ডিংয়ের দোতলায়। দমকল জানিয়েছে, সেখানে আগুন নেভানোর জন্য ভবনের নিজস্ব জলাধার, পাম্প, স্প্রিঙ্কলার থাকলেও তার কোনওটাই কাজ করেনি। যদিও দমকল জানিয়েছে, মেহতা বিল্ডিংয়ে আগুন নেভানোর জন্য ছাদে জলের ট্যাঙ্ক ছিল। এ ক্ষেত্রেও দমকলের বড়বাজার থানা মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

এরপর গত মঙ্গলবার ধাপার মাঠপুকুরের কাছে একটি মোবিল কারখানায় আগুন লাগে। ওই কারখানাটি অনুমতি ছাড়াই চলছিল বলে জানা গিয়েছে। সেখানেও কোনও অগ্নি-নিরোধক ব্যবস্থা ছিল না। সুজিত বলেন, ‘প্রতিটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাতেই কোনও অগ্নি-নিরোধক ব্যবস্থা ছিল না। আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছি।’

রাজ্যের চার বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল মানিকতলায়।

গঙ্গার ভাঙনের গ্রাসে এবার কলকাতা পুরসভাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গার ভাঙন এবার গ্রাস করছে খোদ কলকাতাকেও। কলকাতা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে জনবহুল এলাকায় গঙ্গার ভাঙনে ছাদ হারিয়েছে একাধিক পরিবার। আপাতত মাথা গুঁজতে তাঁদের রাখা হয়েছে স্থানীয় পুরসভার স্কুলে। এমন ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে গঙ্গার দুপাড় ক্রমশ ভাঙছে কি না তা নিয়েও। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, রতনবাবু ঘাটের এই ভাঙনে একসঙ্গে ১২টি বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, গঙ্গার দু-’তীরের আকস্মিক ভাঙন ঠেকাতে পর্যাপ্ত গাছ লাগাতে হবে। এখানে বিশেষজ্ঞদের ধারনা, ‘কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে নদী ভাঙন ঠেকানোর চেয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ গাছ লাগিয়ে তা ঠেকানো শ্রেয়। গাছই পারে দু’পারের মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখতে।’ দ্বিতীয়ত, নদীর দুপারের মাটি নরম। সেখানে কোনওভাবেই বাড়ি করা যাবে না। তা স্থিতিশীল নয়। ভাঙন থেকে বাঁচতে হলে নদীর দু’পারের নরম পলি অনেকটা ছেড়ে দূরে বাসস্থান তৈরি করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, ‘অতি শীঘ্রই এঁদের বাংলার বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে।’ সমস্যা সমাধানে ওই বরোর চেয়ারম্যান তরুণ সাহার সঙ্গে আলোচনাও সেরেছেন মেয়র। তিনি বলেন, ‘একটা জায়গা পাওয়া গিয়েছে। সেখানেই হবে বাংলার বাড়ি। গঙ্গার ভাঙনে যাঁদের বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে তাঁরা মাথার ছাদ পাবেন।’

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১০ জুলাই ২০২৪ ২৪ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার

আড়িয়াদহে ‘তালিবানি’ কায়দায় মহিলাকে নিগ্রহের ভিডিও ভাইরাল

স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কয়েকদিন আগেই কামারহাটি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আড়িয়াদহ কেদার নাথ সিংহ রোডে মা-ছেলেকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত আটজন-সহ আড়িয়াদহের ত্রাস জয়ন্ত সিংকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতেরা এখন জেল বন্দি। সেই কামারহাটির আড়িয়াদহতে এবার ‘আফগানিস্তানের তালিবানি’ কায়দায় শাসনের মতো হাড়হিম করা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল। ভিডিও ঘিরে এখন তোলপাড় রাজ্য। যদিও সেই ভিডিওয়ের সত্যতা যাচাই করেনি ‘একদিন’।

অভিযোগ উঠেছে, আড়িয়াদহের ত্রাস জয়ন্ত সিংয়ের তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবের ভেতরে চোর সন্দেহে এক মহিলাকে একের পর এক লাঠির ঘা দেওয়া হচ্ছে। তবে ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, একজন মহিলাকে হাত-পা দু’দিক থেকে টেনে ধরে চ্যাঙদোলা করে অনবরত লাঠির ঘা দেওয়া হচ্ছে। সূত্র বলছে, তালতলা স্পোটিং ক্লাবের ভেতরে নারী নির্যাতনের সেই ভিডিও নাকি ২০২১ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। তবে এই ঘটনা এখন ২০২৪ এ প্রকাশ্যে এসে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে নাড়িয়ে দিয়েছে। নারী নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ্যে আসতে ইতিমধ্যেই ব্যারাকপুর সিটি পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছে, স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তারা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দাবি করা হয়েছে, মারধরের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উক্ত ঘটনায় জড়িত দু’জন ইতিমধ্যেই জেলে বন্দি রয়েছে। ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের পাশাপাশি রাজ্য পুলিশও টুইট করে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছে। এদিকে জাতীয় মহিলা কমিশনও নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। ঘটনার প্রকৃত তদন্তের দাবি করেছে কমিশন। তাছাড়া রাজ্য পুলিশের ডিজিপির কাছে তিনদিনের মধ্যে ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। আড়িয়াদহ তালতলা ক্লাবের হাড়হিম করা ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপিও। ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা কুন্দন সিং দাবি করেছেন, মানুষের ওপর অত্যাচার শুধু কামারহাটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। গোটা রাজ্য জুড়ে শাসকদলের অত্যাচার চলছে। গ্রামাঞ্চলের অত্যাচারের ছবি তেমন প্রকাশ্যে আসছে না। পুলিশ প্রশাসন সব জেনেও নিশ্চুপ রয়েছে। কারণ, পুলিশের কিছুই করার নেই। পদক্ষেপ নিলেই তো আবার শাস্তিস্বরূপ পুলিশকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নারী নির্যাতনের এই ঘটনা নিয়ে কামারহাটি পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল সাহার দাবি, ‘ভাইরাল হওয়া ভিডিও তিন বছর আগেকার। সোমবার রাতে সেই ভিডিও তাঁর নজরে এসেছে। কিন্তু যেভাবে একজন মানুষকে পেটানো হচ্ছে, তা কোনও মতেই ভাবা যায় না। ঘটনায় জড়িত কাউকেই রেয়াত করা যাবে না।’

বাংলার একাধিক মেডিক্যাল কলেজকে জরিমানা এনএমসি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন: লক্ষ লক্ষ টাকার জরিমানা না দিলে রাজ্যের ২৩টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদিত আসন কমানোর হুঁশিয়ারি দিল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বা এনএমসি। কারণ, এই সব কলেজের পরিকাঠামো ও বায়োমেট্রিক হাজিরা নিয়ে সন্দিহান কমিশন। এদিকে আসন বাঁচাতে স্বাস্থ্য ভবনের পরামর্শ মেনে এনএমসি-এর কাছে আর্জি জানায় রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলি। তবে রাজ্যের আর্জিতে পাত্তাই দিতে নারাজ এনএমসি।

উল্টে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরকে মেডিক্যাল কলেজগুলির নিয়ন্ত্রক সংস্থা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, জরিমানা দিতেই হবে। জরিমানা মকুবের আর্জি জানাতে হলে তার জন্যও ৫০ হাজার টাকা দিয়ে আবেদন করতে হবে। ফলে এবার একটা জল্পনা তৈরি হয়েছে, কেন্দ্রীয় কমিশনের রোশানলে এবার রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্র কি না তা নিয়ে।

এদিকে সূত্রে খবর, সরকারি চিকিৎসকদের তলানিতে বায়োমেট্রিক হাজিরা। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে আদৌ ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষক-চিকিৎসকেরা, এ বিষয়ে সন্দিহান কমিশন। বায়োমেট্রিক হাজিরা তথ্যেও সন্দিহান তারা। ছাত্র সংখ্যার নিরিখে পর্যাপ্ত চিকিৎসক রয়েছে কি না সে প্রশ্নও উঠেছে। এদিকে রাজ্যের যুক্তি, বায়োমেট্রিক হাজিরার পরিকাঠামো সঠিক সময়ে গড়া সম্ভব হয়নি। ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শেষ সময়সীমা ছিল। এনএমসি-এর পাল্টা দাবি, গত বছর থেকে বারবার স্বাস্থ্য ভবনকে সতর্ক করা হয়েছে। এরপরও কেন বায়োমেট্রিক হাজিরার পরিকাঠামোয় অমিল থাকবে তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। আর এখানেই প্রশ্নের মুখে পরিকাঠামো এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক-চিকিৎসকের ঘাটতি।

এদিকে সূত্রে খবর, এনএমসি-এর জরিমানা নিয়ে সোমবার বৈঠক করেন স্বাস্থ্যসচিব। অধ্যক্ষদের ৫০ হাজার টাকা দিয়ে জরিমানা মকুবের আর্জি জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। অধ্যক্ষদের তরফ থেকে এ প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে, আবেদন জানালেই জরিমানা মকুবের নিশ্চয়তা আদৌ আছে কি না তা নিয়েও। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র চিকিৎসক শান্তনু সেন জানান, ‘মেডিক্যাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়াকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে বিজেপির সরকার জোর করে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন তৈরি করেছিল। কিন্তু এই কমিশন আদ্যপ্রান্ত দুর্নীতিতে ডুবে। কাজই করতে পারে না ঠিক করে। কবে নিট-পিজি হবে, কবে কী হবে সেটা বলতে পারছে না। এদিক বাংলার প্রতি বঞ্চনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখছি।’

এ বিষয়ে প্রাক্তন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা প্রদীপ মিত্র জানান, ‘জরিমানা দিয়ে পরে অনুমতি দিয়ে দেওয়ার ঘটনার জরিমানা দেওয়ার ক্ষেত্রেইআমার আপত্তি। এতে কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ হচ্ছে। লোকে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো হয়ত টাকা দিতে পারবে, সরকার সবসময় দিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে প্রাইভেট হাসপাতালগুলো এগিয়ে যাবে। এত টাকা জরিমানার কোনও মানে নেই। যে ঘাটতি, সেটা জরিমানায় মিটে যাচ্ছে না। দরকার হলে একটু সময় দেওয়া দরকার সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে।’ একইসঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। বলেন, নভেম্বর থেকে বহু প্রোমোশন আটকে আছে। সেগুলি দেওয়া হলে চিকিৎসক ঘাটতিও মিটতে পারত।

এক সপ্তাহে একই ফ্ল্যাটে দুবার চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাত দিনের মধ্যে দুবার ফ্ল্যাটে হানা দিল চোর। ঘটনাস্থল কলকাতারই বাঁশদ্রোণীর প্রগতি পার্ক এলাকা। বৃদ্ধা নীলাঞ্জনা বসু মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। যখ ন ফেরেন, দেখেন গোটা বাড়ি লণ্ডভণ্ড। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে ভাঙাচোরা সব জিনিস। লোহার দরজা কাটা, কাঠের দরজা ভাঙা। আলমারি থেকে খোয়া গিয়েছে সোনার গয়না, নগদ টাকা। অভিযোগ, বৃদ্ধা থানায় গেলে পুলিশ জিডি করে, এফআইআর নয়। বৃদ্ধা বাড়ি ফিরে ট্রমার রেশ কাটিয়ে উঠতে গিয়েছিলেন বোনের বাড়ি। বোনের বাড়ি থেকে ফিরে দেখেন বাড়ির আরও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ঘরের প্রধান দরজা আবারও ভাঙা। ঘরের প্রধান দরজার পরই লিভিং রুম। সেখানে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। শোওয়ার ঘরে গিয়ে দেখেন আবারও আলমারি ভাঙা। ডেস্ক টপ, ল্যাপটপ, মোবাইল খোয়া গিয়েছে সব। এমনকি বাথরুম থেকে গিজার, রান্নাঘর থেকে ওয়াটার পিউরিফায়ার পর্যন্তও খুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অতকিছু নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পেরে মাটিতেই আছড়ে ফেলে রেখে গিয়েছে চোরের দল। সাত দিনের মধ্যে একই বাড়িতে পর পর দুবার চোরের হানার ঘটনায় আতঙ্কে নিরাপত্তাহীনতায় বাড়িতে থাকতে পারছেন না একাকী বৃদ্ধা। শুধু তাই নয়, কলকাতা শহরেও প্রবীণদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল বাঁশদ্রোণীর এই ঘটনায়।।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণির প্রগতি পার্ক এলাকায় একাই থাকেন নীলাঞ্জনা। তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়েছে অনেক আগেই। এই প্রসঙ্গে নীলাঞ্জনা দেবীর দাবি, পুলিশ জিডি করলেও, এখনও প্রথম চুরির এফআইআর হাতে পাননি বৃদ্ধা। দ্বিতীয় দিনের ঘটনা পুলিশের কানে পৌঁছতে তদন্তে আসে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বড় কোনও দল এই ঘটনায় যুক্ত। অপারেশনের আগে অভিযুক্তরা রেইকি চালিয়েছে। নীলাঞ্জনা কখন বাড়ি থেকে বের হন, কখন বাড়িতে থাকেন না, সবটাই নজরে রাখত অভিযুক্তরা। সেই বুঝেই অপারেশন চালিয়েছিল। মঙ্গলবারের ঘটনার পর নীলাঞ্জনা স্থানীয় ডিসি-র দ্বারস্থ হন। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন বৃদ্ধা। বলেন, ‘আমাদের এই পাড়ায় আরও অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা রয়েছেন, যাঁরা বাড়িতে একা থাকেন। তাঁরা আমার বাড়িতে খোঁজ নিতে আসছেন। সবার মুখেই এক কথা, আজ আমার সঙ্গে হয়েছে, কাল তাঁদের সঙ্গেও হতে পারে। সবাই আতঙ্কিত আমরা। এই যদি প্রশাসনের অবস্থা হয়, তাহলে কী বলার আছে।’

তোলাবাজের কাছেই এবার টাকা চাওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একসময় বেহালায় দাপিয়ে বেড়াতেন যিশু জইন। তাঁর প্রতাপ এতটাই বেশি ছিল যে, স্থানীয় বাসিন্দাদের কেউ কেউ তো আবার তাঁকে তকমা দিয়েই ফেলেছিলেন তোলাবাজের। এলাকার কোনও কাজ করতে হলে নাকি হাতে ধরাতে হত টাকা। সময়ের সঙ্গে ক্ষমতার চাকাও ঘুরেছে। এবার সেই যিশু জইন শিকার হলেন তোলাবাজির। আর এই তোলাবাজির জেরে কার্যত থানায় ছুটতে হয় তাঁকে। যিশুর অভিযোগ, স্থানীয় এক ক্লাব নাকি তাঁর কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা চেয়েছে। আর তা দিতে অক্ষম তিনি। যদিও, ক্লাবের সদস্যরা সেই অভিযোগ উড়িয়ে দেন।

এদিকে এলাকার বাসিন্দাদের কথায়, একসময় এই যীশু জইন তোলাবাজি করলেও বর্তমানে তিনি প্রোমোটিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। জানা যাচ্ছে, যিশুবাবুর কাছে সোমবার স্থানীয় ক্লাবের কয়েকজন এসেছিলেন। অভিযোগ, তাঁরা গিয়ে ৫০ হাজার টাকা চান। শুধু তাই নয়, এও জানানো হয় এলাকায় কোনও কাজ করতে গেলে প্রোমোটারদের টাকা দিতেই হবে। এরপরই পর্ণশ্রী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। যিশু জইনের অভিযোগ, ‘ক্লাবের সদস্য জয়দীপ সরকার আমায় ফোন করে বলেন টাকা দিতে হবে। আমার একটা বিল্ডিং হচ্ছে। ফোন করে ওরা এমন হুমকি দিয়েছে যে যাঁরা কাজ করছিল তাঁরা কাজ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। আমি ওদের পঁচিশ হাজার টাকা দেব বলেছিলাম। এখন কাজ বন্ধ রয়েছে। আবার নতুন করে শ্রমিক খুঁজতে হবে।’

রথতলা গুলিকাণ্ডে ধৃতের ৭ দিনের পুলিশি হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেলঘড়িয়ার রথতলা মোড়ে বিটি রোডে ব্যবসায়ী অজয় মন্ডলের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো ঘটনায় পুলিশের জালে আরেক দুষ্কৃতী। ধৃতের নাম আলতাফ রাজা। ধৃতের বাড়ি বিহারের সমস্তিপুরে। মঙ্গলবার ধৃত আলতাফকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১৫ জুন বেলঘড়িয়ার রথতলা মোড়ে বিটি রোডে ব্যবসায়ী অজয় মন্ডলের গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে চম্পট দিয়েছিল দুই বাইক আরোহী দুষ্কৃতী। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে প্রথমে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের জেরা করে সাহিল কুমার সিংকে গত ৪ জুলাই বিহারের ছাপড়া থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সাহিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই আলতাফ রাজার নাম জানতে পারে পুলিশ।

ভালোবেসে বিয়ে, খুনের আশঙ্কা প্রকাশ করে হাইকোর্টের নিরাপত্তার আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভালোবেসে বিয়ে করায় নিজের মেয়েকেই মেরে ফেলতে চান বাবা-মা, এমনই অভিযোগ জানিয়ে আদালতে হাজির বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণী। তাঁর আশঙ্কাও প্রেম করে বিয়ে করায় বাড়ির লোক তাঁকে খুন করবে। তরুণীর এহেন আশঙ্কায় বিস্মিত কলকাতা হাইকোর্ট। মামলার শুনানি চলাকালীন বিস্ময় প্রকাশ করে, এ তো ‘অনার কিলিং’ বলে আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে মন্তব্য করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

প্রেমের টানে নিজের ঘর বাঁধবে বলে বাবার ঘর ছেড়ে ছিল সঙ্গীর হাত ধরে। কিন্তু ছোট্ট মেয়েটি এখন সাবালিকা। তাঁদের মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে এই অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইসলামপুরের বাসিন্দা ওই দম্পতি। এই মামলার শুনানিতে আদালতে তরুণীর বাবা-মায়ের আইনজীবী প্রসেনজিৎ দেবনাথ ও পৃথা বিশ্বাসের অভিযোগ, ‘তাঁদের মেয়েকে অপহরণ করে আটকে রাখ া হয়েছে বলে দাবি করেছেন আবেদনকারীরা। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ। গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁদের মেয়ে ঘরছাড়া। এখ নও পর্যন্ত পুলিশ উদ্ধার করে উঠতে পারেনি।’ এরপরই আদালতের নির্দেশে এজলাসে হাজির করানো হয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ওই তরুণীকে। তাঁর আশঙ্কা, প্রেম করে বিয়ে করায় বাড়ির লোক তাঁকে খুন করবে। নিজের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ শুনেই ‘অনার কিলিং’ বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি। ২৮ জুন মামলার প্রথম শুনানিতে আদালতে রাজ্য

জানায়, মেয়েটি স্বেচ্ছায় গিয়েছিল। তিনি বাড়িতে ফিরতে আপত্তি করছেন। বিচারপতি তাই শুনে মেয়েটিকে এজলাসে হাজির করাতে ইলামবাজার থানার পুলিশকে নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, মেয়েটির যাতে কোনও ক্ষতি না হয় পুলিশকে তাও নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। নির্দেশ ছিল, মেয়েটি কোনও সমস্যায় পড়লে পুলিশকে জানাবে।

আবেদনকারীদের এই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই উঠে আসে পালটা অভিযোগ। আসে ‘অনার কিলিং’ তত্ত্ব। সরকারি আইনজীবী সুমন সেনগুপ্ত আদালতে জানান, ‘মেয়েটি তাঁর বাবা-মায়ের বাড়িতে ফিরতে চায় না। কারণ বাড়ি ফিরলে বাবা তাঁকে খুন করে ফেলবে বলে তাঁর আশঙ্কা।’ মেয়েটি এও জানায় যে, এর মধ্যে তাঁর প্রেমিকের বাড়ি গিয়ে কার্যত হামলা করে তাঁর বাবা এবং অন্যরা। নৃশংসভাবে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। এদিন অবশ্য মেয়েটি আদালতে আবেদন করে, যাতে তার বাবা-মা কোনও ভাবে ওই বাড়ি গিয়ে অত্যাচার করতে না পারে সেই নির্দেশ দিক আদালত। তার প্রেক্ষিতে বিচারপতি সিনহা জানিয়েছেন, ওরা নিজেদের মত থাকবে। তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে পুলিশ। তারা কোনও সমস্যায় পড়লে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়ে মামলার নিষ্পত্তি করে দিয়েছে আদালত।

রাজনৈতিক মিছিলে ‘না’, চাকরি খোয়ালেন কলকাতা পুরনিগমের চুক্তিভিত্তিক কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনীতির কোপে পড়ে চাকরি খোয়ালেন কলকাতা পুরনিগমের এক চুক্তিভিত্তিক কর্মী। চাকরি চুরি নিয়ে অভিযোগ তোলার পাশাপাশি সই জাল করে, জাল চিঠি পাঠিয়ে রাতারাতি তাঁকে কাজ থেকে সরানো হয় বলে অভিযোগ।

সূত্রে খবর, কলকাতার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য বিভাগের চুক্তিভিত্তিক কর্মী মুনমুন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বোরো-৪’র অধীনে স্বাস্থ্য বিভাগের ১০০ দিনের কর্মী ছিলেন তিনি। সেই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মীরা হাজরা। মুনমুনদেবীর অভিযোগ, কাউন্সিলর তাঁকে এক কর্মসূচিতে যেতে বলেছিলেন। তিনি রাজি হননি। এরপরই তাঁকে ডেকে বলা হয়, ১৫ দিন কাজ না করে বসে থাকতে। এরপরই তাঁর ভুয়ো ইস্তফার বিষয়টি সামনে আসে। এরই রেশ ধরে মুনমুনদেবী এও বলেন, ‘ম্যাডাম আমাকে ডেকেছিলেন। বললেন তুমি মিছিলে যাওনি কেন? আমি বললাম আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনাদের মিছিলে ঝান্ডা ছিল। সেই ঝাণ্ডা ধরে মিছিল করব না। কারণ আমার আদর্শ আলাদা। তখন বললেন ১৫ দিন বসে থাকতে। সেই ১৫ দিন দেড় বছর হয়ে গেল। আমার নামে মিথ্যা সই করে শুনলাম ইস্তফা জমা দেওয়া হয়েছে।’

একই কথা মনে করছেন এই ওয়ার্ডের প্রাক্তন বাম কাউন্সিলর অজয় সাহাও। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ‘আমি যতদূর জানি উনি রিজাইন করেননি। এটা জোর করে করা হয়েছে, সই জাল করা হয়েছে। যে রাজ্যে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের চাকরি রাতারাতি চুরি হয়ে যায়। দাগি আসামির হয়ে সরকার সওয়াল করে সুপ্রিম কোর্ট অবধি পৌঁছয়। সেখানে একজন চুক্তিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীর চাকরি চুরি হয়ে যাবে এটা তো স্বাভাবিক। আসলে ২১ নম্বর ওয়ার্ডে গা জোয়ারি করে জিতেছিল গত ভোটে। পুরকর্মীদের বড় অংশকে বলা হয় মিছিলে যেতে হবে। যারা চায়নি যেতে চাননি, তাঁদের জোর করে সরিয়ে দিয়েছে।’

অবশেষে ট্রেন চালকদের বিশেষ বিশ্রামের প্রতি নজর রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিক দুই বছরে ঘটে গেছে দুইটি বড়সড় রেল দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনার জেরে প্রান হারাতে হয়েছে বহু যাত্রীকে। বিস্তর অভিযোগ আনা হয়েছিল চালকের ভূমিকা নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছিল রেলের সিগনালিং ব্যবস্থতা নিয়েও। প্রতিটি দুর্ঘটনার পরই রেল চালকদের পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, অপ্রতুল কর্মচারী থাকায় রেল পাইলটদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা হয়। তাদের শারীরিক ও মানসিক কান্তির কথা কেউ ভাবে না। একের পর এক দুর্ঘটনার পর অবশেষে এই ব্যাপারে টনক নড়েছে রেলের। তাই এবার থেকে ট্রেন চালকদের মানসিক সুস্থ্যতা-সহ বিশ্রামের প্রতি বিশেষ নজর দিতে বড় সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল।

রেল সূত্রে খবর, এতদিন ডরমেটরি কক্ষ ছিল। সেখানেই থাকতেন চালকরা। সেখানে ছিল না কোনও বাতানুকূল যন্ত্র। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেন চালিয়ে এসে অসহ্য গরমের মধ্যেই চালকদের ঘুমোতে হত। পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে রেলে আধুনিকীকরণের কাজ হলেও এক্ষেত্রে ট্রেন চালকদের মনসংযোগ যাতে সঠিক থাকে তার জন্য ছিল না কোনও ব্যবস্থা। যদিও এবার থেকে

আরাম করে ঘুমোবেন ট্রেনের চালকরা, এমনটাই জানিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ।

এই নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার মধ্যবর্তী পর্যায়ে একের পর এক অভিযোগ উঠছিল রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই। দিনে ১০ ঘন্টার বেশি পরিশ্রম করার পরেও চালকদের ঘুম হচ্ছে না, বিশ্রাম পাচ্ছেন না তাঁরা। যার ফলশ্রুতি পরপর হওয়া দুর্ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছে বহু মানুষ। আর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন চাপে এরপরই নড়েচড়ে বসল রেল। চালকদের জন্য আলাদা ভাবে ব্যবস্থা করা হল বিশ্রাম কক্ষের। শিয়ালদা স্টেশনের মেন শাখার উপরে অর্থাৎ তিনতলায় এই বিশ্রাম কক্ষ তৈরি করা হয়েছে।

এবার পূর্ব রেলের তরফে মোট ৮টি বিশ্রাম কক্ষ করা হল। এক একটি কক্ষে ২টি করে বিছানা রয়েছে। ১৬ টি বিছানা দেওয়া হয়েছে পুরুষ চালকদের জন্য। ৮টি বিছানা রয়েছে মহিলা চালকদের জন্য। তাঁদের রুম সম্পূর্ণ আলাদা। অত্যাধুনিক এসি মেশিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে ওই বিশ্রাম কক্ষগুলি সর্বদা ঠান্ডা থাকে। এছাড়া মনোসংযোগ সঠিক রাখার জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে বসে যোগ ব্যায়াম করতে পারবেন চালকরা। তৈরি করা হয়েছে নতুন রিডিং রুম। সেখানে বই রাখা হয়েছে। চালকদের রান্নাঘর এবং খাবারের জায়গা সম্পূর্ণভাবে ভোল পাল্টে ফেলা হয়েছে। তবে সব থেকে আধুনিক ব্যবস্থা করা হয়েছে, চালকদের অ্যাটেনডেন্সের ঘরটি। সেখানে অত্যাধুনিক মেশিনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এবার থেকে বায়োমেট্রিক ছাপ দিয়ে উপস্থিতির তথ্য দিতে হবে চালকদের। এমনকী, মেশিনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে অ্যালকোহল টেস্টের ব্যবস্থা। মেশিনগুলির উপরে থাকছে একটি করে স্ট্র। যেগুলি মেশিনের একটি নির্দিষ্ট অংশে ঢুকিয়ে চালকদের মুখ দিয়ে ফুঁ দিতে হচ্ছে। পরীক্ষা করলেই বোঝা যাচ্ছে নেশা করে চালকরা ট্রেন চালাতে আসছেন কিনা।

সম্প্রতি, উত্তরবঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনার বলি হন একাধিক ব্যক্তি। সেই সময় বারবার অভিযোগ উঠছিল চালক ঘুমিয়ে পড়ায় এই বিপত্তি। প্রাক্তন রাজধানী এক্সপ্রেসের এক চালক কার্যত অভিযোগ করে বলেন, ‘লোকো পাইলটদের উপর অত্যাচার করা হয়। ছুটি পায় না। অসুস্থ হলে ধমক দিয়ে লোকো পাইলটদের চাপ দিয়ে কাজ করানো হয়। পর্যাপ্ত ঘুম হয় না। ডিউটির কোনও ঠিক থাকে না।’ এরপরই নয়া পদক্ষেপ করল রেল।

তবে এতদিন কেন ঘুম ভাঙেনি রেল মন্ত্রকের, সেটাই প্রশ্ন। বিষয়টি নিয়ে এদিন উপস্থিত রেলের কর্তারাও স্বীকার করেছেন, ‘জলপাইগুড়ির ঘটনার পর চালকদের বিশ্রাম নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠেছে। সেই কারণেই পূর্ব রেলের তরফে তাঁদের ডিভিশনে চলা এক্সপ্রেস, লোকাল ট্রেন গুলি চালকদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা করা হল।’

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে অস্থায়ী দোকানপাট উচ্ছেদ অভিযান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতোই রাজ্য জুড়ে জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান চলছে। মঙ্গলবার নৈহাটিতে ব্যস্ততম কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে গজিয়ে ওঠা অস্থায়ী দোকানপাট উচ্ছেদ অভিযান করলো পুলিশ। অভিযোগ, নোটিশ ছাড়াই প্রশাসনের তরফে উচ্ছেদ অভিযান করা হয়েছে। এদিন নৈহাটি ও শিবদাসপুর থানার পুলিশ অধিকারিকদের উপস্থিতিতে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের রাজেন্দ্রপুর মোড় থেকে সাহেব কলোনী মোড় পর্যন্ত

জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান করা হয়। নোটিশ ছাড়াই উচ্ছেদ অভিযানের অভিযোগ তুলে ক্ষোভ উগরে দিলেন রুটিরুজি হারানো মানুষজন। উচ্ছেদের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলে বিশ্বজিৎ দাসের অভিযোগ, রাস্তার ধারে সরকারি জমিতে পানশালা রয়েছে। পানশালা মালিকের সঙ্গে সেটিং করে পুলিশ সেটা ভাঙল না। অথচ তাদের দোকানপাট ভেঙে দেওয়া হল। দেবযানী দাসের অভিযোগ, নোটিশ ছাড়াই এদিন পুলিশ প্রশাসন উচ্ছেদ অভিযান চললো। জিনিসপত্র সরিয়ে নেবার জন্য তাদেরকে দশ মিনিটও সময় দেওয়া হল না।

সম্পাদকীয়

বন্ধ হোক এই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা, বন্ধ হোক রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন

এ বিশ্বে প্রতি মুহূর্তে দাঙ্গা, যুদ্ধ, রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের বলি হচ্ছে অগণিত জীবন, আত্মীয়-পরিজন, ঘরবাড়ি, ভিটেমাটি! দিকে-দিকে বাস্তহারা বুভুক্ষু মানুষদের অসহায় আর্তরবে বাতাস আজ ভারী! একটু কান পাতলে, আর চোখ মেললে তা উপলব্ধ হয়। প্রতি দিনের রোজনামচায় সমব্যথার কোমলতায় আমাদের মানবিক পরিসরে একটুও কি ওদের স্থান দিতে পারি না? পারি, অবশ্যই পারি। আর যখন পারি, তখনই এক জন মানুষ একটা দেশ হয়ে যায়। কয়েক দিন আগে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টার দেখেছিলাম; 'আজ যখন তুমি ক্লাসে যাবে, স্মরণে রেখো যে গাজায় আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয় নেই।' পোস্টারটি দেখে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতার আঁধারে ডুবে গিয়েছিলাম। আপন বিদ্রোহী সত্তা অজানতেই গর্জে উঠেছিল; আর নয়, এ বার বন্ধ হোক এই যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা, বন্ধ হোক রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন। অন্নহীন ঘরহারা গাজা অধিবাসীদের কাছে শিক্ষা আজ অলীক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি হাসপাতাল, সমস্তই আজ ধ্বংসস্তূপ! কত যে সম্ভাবনাময় মেধা এমন ভাবে যুদ্ধের গোলাবারুদে ছাই হয়ে গেল, তার খবর কে রাখে! জানি, একক প্রতিবাদ-প্রতিরোধ অত্যাচারী রাষ্ট্রের চরিত্র বদলাতে পারবে না, তবুও প্রতিবাদী সত্তাকে জাগিয়ে রাখা জরুরি। না হলে মানুষ আর অন্য জীবের যে কোনও প্রভেদ থাকে না। পৃথিবীর অপর প্রান্তে অত্যাচারিত মানুষদের সহনাগরিক ভেবে তাদের দুঃখ-কষ্টে বিচলিত হওয়া আমাদের জন্মগত ক্ষমতা হওয়া উচিত। কেননা এই সহমর্মী বোধই আমাদের সংগঠিত করে, নতুন করে জেগে উঠতে শেখায়। চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মনের দৃষ্টি মিলিয়ে বৈশ্বিক ভাবনায় নিজেকে অন্বিত করতে না পারলে আমরা আরও একলার কোটরে সেঁধিয়ে যাব। তখন কিন্তু নৈরাশ্যের আঁধারে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। তাই সহজে কাউকে প্রতিপক্ষ না ভেবে, সহমর্মীর সখ্যে তার ভিতরের মঙ্গলকে জানার চেষ্টা করি। এই চেষ্টাই আমাদের প্রধান বল-ভরসা।

আনন্দকথা

কিছুদিন পরে ১৩ই নভেম্বর (২৮শে কার্তিক), ১৮৭৯ কালীপুজার পরে রাম, মনোমোহন, গোপাল মিত্র দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে একদিন গ্রীষ্মকালে রাম ও মনোমোহন কমলকুটিরে কেশবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভারী জানিতে ইচ্ছা, কেশববাবু ঠাকুরকে কিরূপ মনে করেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, ''দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নহেন, এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় লোক কেহ নাই। ইঁনি এত সুন্দর, এত অসাধারণ ব্যক্তি, ইঁহাকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখতে হয়; অযত্ন করলে এঁর দেহ থাকবে না; যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিস গ্লাসকেসে রাখতে হয়।''

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

সুনীল গাভাসকার

১৯৪৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সুনীল গাভাসকারের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পী পারভীন সুলতানার জন্মদিন।*
১৯৫১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রাজনাথ সিংয়ের জন্মদিন।*

আজ যা আমার কালকেও তা আমার থাকবে তো?

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

যদি সময় ভরসা সমর্থন দেয়, এখনই কি যেতে পারব কিরগিস্থান? না এখনই পারব না। যেভাবে একদিন খুশবন্ত সিং বর্ণনা করেছিলেন Travels to Transoxiana... যেন জীবন্ত হিন্দুকুশ পর্বতমালা। যেন ঝরঝর ঝরছে অসংখ্য ঝর্ণা। আমু দরিয়ার গায়ে রামধনু খেলে যাচ্ছে। বলছে- কবিতা লেখ। সোভিয়েত ইউনিয়নের মানচিত্রে ছিল এমন এক ভূখন্ড। ছিল এমন এক মাটি, সংস্কৃতি, সৌন্দর্য। যার মোহ ফেরানো দায়। যার নেশা না ধরাটাই আশ্চর্যের। তারপর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন। উজবেকিস্তান হল এক ভিন্ন রাষ্ট্র। তেমনই আর একটা ল্যান্ড লক দেশ কিরগিস্থান। তেমন পরিচিত চর্চিত দেশই না। কিরগিস্থান স্বাধীন হওয়ার পর খুশবন্ত সিং আবার একবার বর্ণনা করলেন 'The Bazar of Frunze bustles with activity but it lacks the colour– the originality and native vitality of the bazaars of Uzbekistan...' কিরগিস্থানের মানুষ টগবগিয়ে তখনও ঘোড়ায় চড়ত। ওদের তখনও সভ্য দেশের অনেক মানুষ বলত ওরা যাযাবর। আদিম। আরো মজার কথা এদের কোনো নিজেদের লিপি নেই। নেই কোনো সাহিত্য। রাষ্ট্র চেতনার মন্ত্রটাও ঠিক কেমন তা জানেনা। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এক আকস্মিক ঝোড়ো বাতাস বয়ে আনল কিরগিস্থানে। একটা প্রিমিটিভ মাটি, তাকে এবার মুক্ত অর্থনীতির সাথে লড়তে হবে। তাকে আধুনিক হতেই হবে। মধ্য এশিয়ার এমন টুকরো কিন্তু ল্যান্ড লক দেশের জন্য এ ছিল এক অসম যুদ্ধ। ঠান্ডা যুদ্ধ শেষ, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন কিরগিস্থানের অস্তিত্ব যুদ্ধ আবার একবার নতুন করে শুরু। কিরগিস্থান এমন এক দেশ না হতে পারল মস্কো প্রভাব মুক্ত। আবার না পেল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন সদ্ভাব মদত। চারদিকে পাহাড় ঘেরা এক দেশ জনজাতি মানুষ সবাই দিনের পর দিন বঞ্চিত বিশ্বের অসংখ্য আধুনিক রাষ্ট্রের মত সুযোগের মুক্ত বাতাস নিতে। ক্রিমলিন নাক গলায় ওর ব্যাপারে। চিন চোখ রাঙায়। রাশিয়া বলে তোকেও ইউক্রেনের মত শাঁশানি দেব। বিপন্ন মানুষের সবটুকু নিয়ে থাকার অধিকার। এত সুন্দর এক দেশ, কিন্তু সুন্দর হলনা কারণ মানবাধিকারের কথা সেখানে কেউ চিৎকার করে বলে না। পৃথিবীর কেউ খবর নেয় না, জানতে চায় না- কেমন আছে কিরগিস্থানের ছেলে মেয়েরা! এত কিছুর পরেও দেশটা আমেরিকা সেনার ট্রানসিট সেন্টারের কাজ করেছিল যখন আমেরিকা আফগানিস্তানে সেনা মোতায়েন করল। তারপর আমেরিকা ক্রমে কালে সেনা প্রত্যাহার করল। কিরগিস্থানের খোঁজ করাও গেল কমে। কিরগিস্থান স্বাক্ষর করল Alma-Ata প্রোটোকল। কমনওয়েলথ স্বাধীন দেশ হিসেবে তাতে আরো যেন একটু বেশীই জায়গা পাবে এমন একটা আশার প্রশস্ততা। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, আমদানি রফতানি চেন ভেঙে টুকরো টুকরো। কিরগিস্থানে যা বা শিল্প হচ্ছিল, তাও ক্লান্ত হল। কৃষিপ্রধান দেশ এখন ওটা। সেই সময় চিকিৎসা পঠন পাঠনের ভাল মাটি পাচ্ছিল কিরগিস্থান। এমনকি বাইরের ছাত্রদেরও আকর্ষণ করার ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু মেধা? মেধার জোরে তো আর মেডিক্যাল পড়ার সুযোগ দেয়নি কিরগিস্থান। দিল যা তাও এক সন্ধানী সুযোগ। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের পঠন পাঠন ব্যয় সাহারা ছাত্রদের জন্য বহনযোগ্য। এমনকি বহনযোগ্য ভারতীয় ছাত্রদের জন্যও। সেকি? দ্বিতীয়টা কি শুনলাম। কিরগিস্থানের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে কোনো ভুল শব্দ আসল না তো? না একেবারেই না। ভারতের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়ে হস্টেলে থেকে ডাক্তারবাবু তৈরি হতে এক ছাত্রের যা ব্যয় কিরগিস্থানে তার ঢের কম। এমনকি ইজিপ্টের পয়সাওয়ালা বাড়ির ছেলেরাও কিরগিস্থান আসছে মেডিক্যাল পড়বে বলে। মধ্য এশিয়ার এক অপ্রচলিত অ-চর্চিত দেশে এমন ভাবে স্বাস্থ্য চিকিৎসা পাঠের সুযোগ থাকবে তা কি ভেঙে যাওয়ার কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেবেছিল!

কিরগিস্থান আরো এক কারণে এখন আরো একটু জনপ্রিয়, তা হল রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ। ইউক্রেন যুদ্ধ অসংখ্য আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি সম্ভাবনা লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। ইউক্রেন বলত তারা কম করে ৮০ হাজার বিদেশী ছাত্রকে চিকিৎসক বানাচ্ছে যাদের অনেকেই আবার আফ্রিকার, ১৯ হাজারেরও বেশী ভারতের ছাত্র। তবে কি এবার ইউক্রেন ফেরত 'না-ডাক্তার হওয়া', না এনরোল হওয়া ছাত্রদল কিরগিস্থানের পাহাড় টপকে ডাক্তারি পড়তে যাবে? কিরগিস্থানে তো তথাকথিত হানাহানি নেই। বোমাবাজি হয়না। না। দরজা আপাতত একটু ভেজিয়ে রাখছে কিরগিস্থান। যেমন সমস্যা ইউরোপের কোনায় গলিতে ওই পাড়ায় বা এ পাড়ায়। আজ একই সমস্যা হঠাত মাথা চাড়া দিল কিরগিস্থানে। কে পড়বে কিরগিস্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে? কে হবে ডাক্তার? কিরগিস ছেলেটা। ফুটফুটে কিরগিস মেয়েটা। হ্যাঁ তারাই আগে জায়গা পাক। কেন ওই ছাত্রগুলো, যাদের ভাষা চামড়া সংস্কৃতি দেশ সব ভিন্ন তারা কেন কিরগিসদের মাটিতে জমিতে বাজারে চলবে ফিরবে। তারা ' বিদেশী'। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হতেই কিরগিসদের মধ্যে এমনই উত্তেজনা তুঙ্গে। স্বাজাত্যবোধের লড়াই, স্বভিমানের লড়াই। জাতি সংস্কৃতি যেন অন্য কেউ গুটিগুটি পায়ে দখল না করে তার লড়াই। একটা ভিডিও ভাইরাল , এক কিরগিস ছাত্র বনাম ইজিপ্ট ছেলের লড়াই। স্থানীয় বনাম বিদেশীর লড়াই। দেশে খাদ্য সংকট, দেশে দারিদ্রতা, আরো হাজার কয়েক সমস্যা। তার মধ্যে কেন বিদেশী ছেলে আসবে! তারা দেখছে না জানতেও চাইছে না তাতে কত বিদেশী মুদ্রা অর্জন করল দেশ। এখন এক মারাত্মক জেনোফোবিয়া। যা আমার তা কালকেও আমার থাকবে তো? ২০০৫ টিউলিপ রেভলুশান, ২০১০ এপ্রিল রেভলুশান, ২০২০ অক্টোবর রেভলুশান পর পর দেখাল বোঝাল আইনবিহীনতা কি। রাষ্ট্র রাজপথ উত্তাল হলে রাষ্ট্র কতটা বিকল হয়। কিরগিসদের কথা শুনছে না রাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনেই বিদেশী ছাত্ররা আসছে, পঠন পাঠন করছে। ফিরেও যাচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্র নেতা এটা বলছে না, চলে গিয়েও তারা, বিদেশীরা সবটুকু চলে যাচ্ছে না। আনা গোনার পথ এঁকে দিচ্ছে কালকের জন্য। পরেরপর বিদেশী ছাত্র আসছে কখনও তাদের সুবাদে আসছে ব্যবসায়ি কখনও বিবাহ প্রেম সব মিলে মিশে যাচ্ছে কিরগিসদের সাথে। ট্যুরিজমের তেমন একটা জনপ্রিয়তার নাম না কিরগিস্থান। তবুও এত বিদেশী আনাগোনা যা ভূমি পুত্রদের অতি সতর্ক করেছে। তারপর আজ তারা সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙছে। কেউ বলবেন, কিরগিসদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আধুনিকতা তেমন জোয়ার আনেনি। ওরা এখনও নিজের মত নিজেই থাকতে চায়। ওরা ইন্টারনেট ব্যবহার করলেও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পিছুপা। তাই ভিন্ন চামড়াতে তাদের আপত্তি। এতক্ষণ ধরে কিরগিস সমস্যা উল্লেখের প্রথম কারণ এই সমস্যার কথা সংবাদমাধ্যম সংকটের আকারে তেমন ভাবে দেখায়ই নি। কারণ দেশটা কিরগিস্থান! দ্বিতীয়ত, কিরগিস্থান আর অস্ট্রিয়ার দূরত্ব কতটা? কত মাইল? অস্ট্রিয়া তো ঐতিহ্য উন্নতি কক্ষে দশ গোল দেবে কিরগিসদের। তবুও কেন হাঙ্গেরিতে বসে আমেরিকার দূত এলনি কৌনলকিস সপাটে রিপোর্ট দিলেন অস্ট্রিয়া এখন জেনোফোবিক। এক একটা ট্রেন স্টেশন বুঝি জেনোফোবিক প্ল্যাটফর্ম তার কথায়। বোধাপেষ্ট বর্ডারে, ২০১৫, অস্ট্রিয়া চ্যানসেলর ওয়ারনার ফেম্যান বলছেন আবার মনে হচ্ছে রিফিউজিদের গনহত্যার জন্য নিয়ে যাচ্ছে কেউ। কোনো ট্রেন। জার্মানরা ভেতরে ভেতরে ওদের জাত শত্রু, Die Welt নির্লজ্জের মত, আজকের কিরগিসদের মত হিংস্র হয়ে বলছে Proven to be intolerant narrow minded and xenophobic...

জার্মান সমাজ তাদের সাথে ঘটা এবং তাদেরও করা প্রত্যেটা ঐতিহাসিক ভুলকে মনে রাখে। যতই তারা নিজেকে রিফিউজি ফ্রেন্ডলি বলুক, জার্মান ছেলেটা মোটেও তা মনে মানে না। পলিটিকাল পারসিকিউশান ওরা বড্ড কাছ থেকে চিনেছে, তাই লজ্জার মাথা কেটে কিরগিসদের মত হৈ চৈ করে না প্রকাশ্যে। কিন্তু সব জার্মান বলে দেশটা আগে আমার। তারপর তোমাদের-যে বিদেশী যে ভিনদেশী যে রিফিউজি তাদের। ইউরোপিয়ান কমিশন জেনোফোবিয়ার বিরুদ্ধে পালাগান বাঁধার মত বক্তব্য রাখে। প্রচার করে। নতুন নতুন বিধি বাঁধে। ওদের এত শিক্ষা প্রাচুর্যতা উদারতা মানবাধিকারের অহঙ্কার, তার পরেও এত বিল বিধি এবং তাদের সংশোধন সংযোজন। কিরগিস্থান পিছিয়ে তাই কিরগিস ছেলেটা ইজিপ্টের বিদেশী ছেলেটাকে পাটকেল মারতে আসে। সুইডেন উন্নত, সত্যিই বড্ড সভ্য দেশ। পরিশীলন বোধ অহঙ্কারের দাবি রাখে। তাই ২০২২ এর ভোটে ডেমোক্রাটিক পার্টি ২০ শতাংশ ভোট বেশী পেয়ে জিতল । যাদের মূল প্রচার ছিল মন্ত্র ছিল দেশ তোমার, তোমার আগে। বিদেশীর জন্য পরে। রিফিউজি না, ইমিগ্রেশন (বিদেশী) এর বিরুদ্ধে প্রচার করে জিতল ডেমোক্রাটিক পার্টি। একই পথে হাঁটলেন ইতালির জিওরজিয়া মেলনি। বিদেশী প্রকোপমুক্ত ইতালি চাই-জনে জনে যুবক ভোট দিল। না যে ইতালির না, সে কি করে বুঝবে ইতালির মানে! Homogenization কমতো পরীক্ষা করেনি ফ্রান্স। ন্যাশনাল পাবলিক কালচারের কনসেপ্ট প্রথম ওরাই দিল। মুখ থুবড়ে পড়ল সে মডেল। শেষমেষ ফ্রান্সের পথে দৌরাত্ম্য করবে কঙ্গোর ছেলেগুলো। বক্রোক্তি। আপত্তিকর ঈঙ্গিত। রিফিউজি সেন্টিমেন্টে ওদের ফ্রান্স জায়গা দিল কিন্তু ফ্রান্সকে বুঝতে ফরাসী হতে হবে তা বারবার আজকেও ফ্রান্সের পথ গলি প্রমান করে ।প্রমান হয় যখন দু' জন ফরাসী রুঁ-প্যাজলে রূপকথার নায়ক নায়িকার মত প্রেম করে আর সাধারণ নিয়মে সেই গলিতে তিনটে সুদানিজ যুবক চিৎকার করে হল্লা করে। ফরাসীরা খুব বলে all cultures are not of equal value! এক্কেবারেই খাঁটি কথা । ফ্রান্স এখন ঠিক করেছে প্রত্যেক বিদেশীর সন্তানকে আগে ফরাসী সভ্যতা ইতিহাস বিষয়ে জানাবে। পড়াবে। সচেতন করবে। রিপাবলিকান স্কুল সিস্টেম এভাবেই চলবে। সুপিরিয়র কালচার কোনটা? ফরাসি প্রেম নাকি তুর্কী হিজাব? এই প্রশ্ন উঠবে কেন ফ্রান্সের মাটিতে? তাই ফ্রান্স ঘোষনা করল হিজাব পরলে ফ্রান্সের বুকে শিক্ষা নেওয়া যাবে না। পর্তুগাল পর্যন্ত ঙ্গ ৩ ভিসা চল করল; যারা বিদেশি কিন্তু পেশাদারিত্বে পাকা তাদের জন্য। যা ওদের 'প্রায়' পর্তুগীজ বলবে। কিন্তু ক্ষ্ম প্রায়ক্ষ্ম পর্তুগীজ থেকে পর্তুগীজ হতে জন্মান্তর যাবে। লেবার মার্কেটে একটা টান সবসময়ই থাকে ওদের। ওরা অধিকারে পর্তুগীজ কিন্তু আবেগের ঘরে বিদেশী। কোনো ক্লাবহাউজে ওরা সভাপতি হয়না। রাষ্ট্র বলেনি যদিও। ভূমিপুত্রদের নিজের সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্র জানে। বলার অধিকার নেই। কারণ পর্তুগীজ আগে। রিফিউজি সমস্যা প্রচার পায় তা প্রকাশ্যে কিন্তু দেশে দেশান্তরে বিদেশীদের আনাগোনা থাকার সমস্যাটা রিফিউজির চাইতেও আরো তীব্র। তা চর্চার অবকাশ কম রাখে। মানবাধিকারের নামে স্বজাতিবোধের জবরদখল কোনো রাষ্ট্রই চাইছে না এই মুহূর্তে। কিরগিস্থান একটা সত্য জ্বলন্ত উদাহরণ, কম চর্চিত সত্য। কিন্তু ইউরোপের প্রতিটা গলির নাম আজ কিরগিস্থান। ইউরোপে লোক জন বল দরকার। দরকার শ্রমিক। তা ওরা অস্বীকার করেনা বলেই মানবাধিকারের নামে নানান বিধি বানায়। মানুষকে বিদেশীদের কাজ করতে আহ্বান করে। তবে ছাইচাপা বিরক্তি ছিল । আফগানিস্তান সিরিয়া সঙ্কট (২০১৫), এবং তারপর ২০২২ ইউক্রেন মহা সঙ্কট ইউরোপের গলি যুবককে কিরগিসদের মত আক্রমণাত্মক করছে। না হলে ভোট হয় জেনোফোবিয়া সমর্থনে! Fidesz পার্টি একটা সময় চার্চ ধর্ম সমর্থনে ভোট নিত, আজ তারা জেনোফোবিয়ার সমর্থন আশা করে। অভিযোগ না, অভিমত বদলাচ্ছে। তীব্র ভাবে গড়ে উঠছে ইসলামফোবিয়াও। আমার যা কাল তা আমার তো? এই সঙ্কটের নাম জেনোফোবিয়া। জেনোফোবিয়া মানে ওদের কাছে কোনো বিশেষ ব্যক্তি চামড়া ধর্ম না।

জেনোফোবিয়া হল জাতিসত্ত্বার জাতি অহঙ্কার দখলের বিরুদ্ধে এক জোড়ালো প্রতিরোধ। ইউরোপ আইন বিল ইত্যাদি দ্বারা প্রতিরোধ করছে, কিরগিস্থান করছে রাজপথে হাতাহাতিতে। আবেদন এদিক থেকে ওদিক সর্বত্র এক। সঙ্কটের থেকে রক্ষা চায় জাতীয়তাবোধ। জাতি ঐতিহ্য। মাটিতে লাঙল কর্ষন হোক। কিন্তু চাষ করবে আমার ছেলে। ফুল তুলবে আমার মেয়ে। এই বোধের নাম জাতিসত্ত্বা। জাতি আমিত্ব। তাকে আমরা অবস্থা ভিত্তিতে কখনও বলি Raceism কখনও বলি Nationalism কখনও বলি Xenophobia... শব্দ ভিন্ন। অর্থ ভিন্ন। কিন্তু অন্তর্নিহিত বোধ একটাই প্রশ্ন করে আজ যা আমার কালকেও তা আমার থাকবে তো?

সন্দীপ দত্ত: জীবনানন্দের প্রতিফলন

তন্ময় কবিরাজ

কলেজ বিতর্কে বন্ধুরা প্রায়ই বলতো, জীবনানন্দ কেন কবিতা লিখতে গেলো? সেই সময়ের ইংলিশে গ্রাজুয়েট। একটা কাজ জুটিয়া সুখে সংসার করতে পারতেন। আজ সেই কথা গুলো মনে পরে গেল সন্দীপ দত্তের প্রসঙ্গে। মির্জাপুর সিটি স্কুলের শিক্ষক। তবু তথাকথিত সাহিত্য জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে কাজ করেছেন লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে। ১৯৭৮ সালে ৬৫০ পত্রিকা সম্বল করে শুরু করেন টেমার লেনে লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র। কি নেই তাতে বঙ্গদর্শন থেকে শুরু করে প্রবাসী, সবুজপত্র, বিচিত্রা। তার জন্য সমালোচনাও কম শুনতে হয়নি। সুকুমার সেন তো বলেছিলেন, লিটল ম্যাগাজিন আসলে জঞ্জাল। পরে অবশ্য সন্দীপ দত্ত তার যোগ্য জবাবও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জঞ্জালের রাবিশ প্রশয় দেবেন না। এখানেই জীবনানন্দ আর সন্দীপ দত্তর সিমিলার নোট। বরিশালের কবিকে শনিবারের চিঠিতে কম অপমান শুনতে হয়নি। তবু, বুদ্ধদেব বসুর প্রেরণায় তিনি নজরুল প্রভাব থেকে বেরিয়ে নিজের জাত প্রমাণ করেছিলেন। এখানে সন্দীপ দত্তের পাশে দাঁড়ায় শঙ্খ ঘোষ, পবিত্র সরকার, বর্নিক রায়ের মত মানুষ।১৯৮২সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি প্রত্যাখ্যাত হন লিটল ম্যাগাজিনের গবেষণা নিয়ে তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেই লিটল ম্যাগাজিনের স্টল বসান।

১৯৭৬ সাল থেকে কলকাতা বইমেলায় পত্রপত্রিকা নিয়ে অংশগ্রহণ করতেন। ছোটবেলা থেকে পেপার কাটিংয়ের শখ। কলেজ স্ট্রিট ঘুরতেন।বই সংগ্রহ করেছেন। গ্রামীণ অনামী অনেক কবিদের পত্রিকা লালনপালন করেছেন। তিনি যেন ছোটো পত্রিকার কল্লোল যুগ। মাইন স্ট্রিম কবিদের মনোপলি থেকে বেরিয়ে নতুন কবিদের জায়গা করে দেবার কথা ভাবতেন তিনি। বহু দুর্লভ পত্রিকা আছে তার লাইব্রেরীতে। ছোটো পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ

অনুভব করতেন। শেক্সপিয়ারের পরে মেটাফিজিকাল কবিরা যেমন অবহেলিত ছিল। টি এস এলিট এর মত মানুষরা তাদের যোগ্য সম্মান দেন। সেই অর্থে সন্দীপ দত্ত একজন আইকনোক্লাস্ট, একটা ইনস্টিটিউট। রবীন্দ্রনাথ যেমন জীবনানন্দ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তাকিয়ে থাকার আনন্দ আছে, সন্দীপ দত্তের কাজ দেখলে সেই আনন্দের কথাই মনে পরে যায়। নতুনের জন্যে দুয়ার খোলা। কাজের জন্যে ছেড়েছেন সিগারেট। সফল হয়েছিলেন কাজে। গর্ব করতেন, পাঠকের আনাগোনা লেগেই থাকতো লাইব্রেরীতে। লকডাউনের আগে অব্দি খোলা ছিল ছোটো পত্রিকার রাজমহল। মুক্ত খুঁজেছেন বালিয়াড়িতে। ১৯৭০ সালে সম্পাদনা করেছেন পত্রপুট। লিখেছেন 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য'। এছাড়া তিনি কাজ করেছেন বাংলা কবিতার কাল পঞ্জি ও বাংলার সমসাময়িক পত্রপত্রিকার ইতিহাস নিয়ে। বুঝতে পেরেছিলেন, সঞ্চিত বিন্দু একদিন অপার সিন্ধু জন্ম দেবে। সাহিত্যকে গতিমান করতে হলে নতুন লেখকদের কথা শুনতে হবে। তাদের সম্মান না দিলে তাদের ইচ্ছে মরে যাবে, সৃষ্টির সলিলসমাধি ঘটবে। এসব ভেবে তিনি খুলে বসেন লেখক ব্যাংক। যারা নির্জনে লেখেন তাদের জন্য। ১৯৮৯সালে যাত্রা শুরু। যদিও ১৯৯২সালে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ হিসাবে অনেকে লেখা চুরির অভিযোগ করেন। ছোটো পত্রিকার আকাশে সন্দীপ দত্ত এক বিদ্রোহ। আজ জেলায় জেলায় ছোটো পত্রিকার উৎসব হয়। অনামী কবিরা তাতে লিখছে। সবাই তো আর বড়ো কর্পোরেট পত্রিকার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে পারে না। অনেকেই ছোটো পত্রিকার চৌকাঠে বশে অপেক্ষা করে। তাই ছোটো পত্রিকার ইতিহাসে সন্দীপ দত্ত অমরত্বের প্রতীক।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রথম স্থানে মাও নেতা হওয়ায় কি বন্ধ স্ক্রুটিনি? উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের পিএইচডিতে স্ক্রুটিনির দিন ছিল মঙ্গলবার। কিন্তু বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সোমবার জানিয়ে দেওয়া হয় অনির্দিষ্টকালের জন্য তা স্থগিত রাখা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার ইতিহাসের পিএইচডির জন্য মেরিট-বেসড কাউন্সেলিং হচ্ছে না। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'আনঅ্যাভয়েডেবল সারকামস্ট্যান্সেস'। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এমন কী ঘটল, যার জন্য ইতিহাসের এই কাউন্সেলিং বন্ধ রাখতে হল?

প্রসঙ্গত, এই পিএইচডির প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন জেলবন্দি মাওবাদী নেতা অর্ণব দাম। মেধার ভিত্তিতে তিনিই অগ্রাধিকার পাবেন এই পিএইচডিতে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে মাওবাদী হামলা হয়। সেই ঘটনায় অর্ণব ওরফে কিষেণজির স্নেহভাজন বিক্রমের নাম জড়ায়। দোষী সাব্যস্ত হন তিনি, সাজাও পান। সেই অর্ণব জেল থেকেই পিএইচডি করতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন। এরপরই সম্প্রতি ২৫০ জনের সঙ্গে তিনিও পিএইচডি করার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারভিউ দেন। গত সপ্তাহেই রেজাল্ট প্রকাশ হয়। তালিকায় প্রথমেই অর্ণব দামের নাম। এদিন ভর্তি হওয়ার কথা ছিল তাঁরও। তবে তার আগে জারি করা হয় বিজ্ঞপ্তি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গৌতম চন্দ্র জানিয়েছেন, 'অর্ণব দাম মাওবাদী কিনা আমাদের জানা নেই। নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে পরীক্ষার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং সে সিলেক্ট হয়েছে আমাদের ৬ মাসের একটি ফিজিক্যালি কোর্স হয় সেখানে সে কী ভাবে ওই সব ক্লাসে উপস্থিত থাকবে, সেই সব বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। সেই সব বিষয় জানার জন্য আপাতত স্ক্রুটিনি থামিয়ে রাখা হয়েছে বন্ধ করা হয়নি।'

বউমাকে কুপিয়ে হত্যায় চাঞ্চল্যকর দাবি শ্বশুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার হুগলির ভদ্রেশ্বরে এক প্রবীণের বিরুদ্ধে ঘুমন্ত বউমাকে কাটারি দিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু কেন বউমাকে এভাবে কুপিয়ে হত্যা করলেন এই প্রবীণ? চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন হেমাংশু। তিনি বলেন, 'এই বয়সে আমাকে নিজের জামাকাপড় কাচা থেকে শুরু করে সব কাজ করতে হত। ছেলে একবারের দেখভাল করত না। পাশাপাশি তাঁর মেয়ের থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন ছেলে। রেলে মোটা বেতনের চাকরি করলেও সেই টাকা ফেরত দেননি ছেলে নীলাংশু।' ছেলে-বউমা তাঁকে দেখতেন না বলে দাবি করেছেন তিনি।

পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে তিনি বলেন, 'বাড়িতে রাখা শাবল ব্যবহার করেছিলাম।' তাঁর সমস্ত টাকাপয়সা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ছেলে এবং বউমা, এমনটাও দাবি করেন তিনি। এদিকে বাবার তোলা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ছেলে নীলাংশু। তিনি বলেন, 'বাবার জন্য নিয়মিত ওষুধ কিনে আনতাম। একজন প্রবীণের এই বয়সে প্রয়োজন খাবার, ওষুধ, যত্ন আর ভালোবাসা। পাড়ার প্রতিটা মানুষ জানেন আমি বাবাকে এই সমস্ত কিছু দিয়েছি। কোনওদিন অযত্ন করিনি।'

এখানেই শেষ নয়, তিনি আরও বলেন, 'আমার মনে হয়েছে বাবাকে কেউ প্ররোচিত করেছে। এই নিয়ে তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আপাতত তদন্তের কারণে ওই বাড়িতে আমি থাকতে পারছি না। বাইরে বাইরেই থাকতে হচ্ছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত করছে। আশা করি সত্যিটা প্রকাশ্যে আসবে।' নীলাংশুর দাবি, তাঁর বোন বাবাকে নানান সময় উসকানিমূলক কথাবার্তা শোনাত। স্ত্রীর মৃত্যুতে দোষীর শাস্তি চেয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, 'তদন্ত হচ্ছে। এই নিয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।'

উল্লেখ্য, শনিবার মিঠু মিত্র সকাল ৮টা নাগাদ ঘুমোচ্ছিলেন। পাশের রুমে ছিলেন বছর ১০-এর মেয়ে। এদিন ছেলে বাজারে যাওয়ার পরেই হেমাংশু বাড়ির সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেন। এরপর বউমাকে কাটারি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন বলে অভিযোগ। তাঁর চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে মিঠুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া সরস্বতী সিটি লেভেল ফেডারেশনের মাধ্যমে একজন কমিউনিটি সার্ভিস প্রোভাইডার (CSP) নিয়োগ করা হবে। বিস্তারিত জানতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার Notice Board ও Website (www.bansberiamunicipality.org) -এ দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর
পৌরপ্রধান
বাঁশবেড়িয়া পৌরসভা

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড
রেজিঃ অফিস: "বৈভব", ৪এফ, ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ: ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২
ফ্যাক্স নং. ০৩৩-২২৮৭-৪০৪২/২২৪০-৬৮৮৪
ই-মেল: smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস্, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৪৭-এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা শনিবার, ২০ জুলাই, ২০২৪ বেলা ১১:০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করা হবে।

আরও জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com যথায় কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত, তথায় পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
(পুনম ভাটিয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি-কাম-কমপ্ল্যায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০.০৭.২০২৪

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৫(১)(এ)]/১৬(৩)

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি
জে. এল. নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

কেস নং : ওএ/১২৭/২০২৩

উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন

এক্স. নং : ১৩১৩

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী মৌনব মোদক মোদক

প্রতি
(১) শ্রী মৌনব মোদক মোদক
পিতা মৌনব
গ্রাম : ছোটো কুলবেরিয়া, ভুরুলিয়া, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪১১৫৭

সমন

যেহেতু, ওএ/১২৭/২০২৩, ২২.০৩.২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিস জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে **২১৩৬৭৯০ টাকা** (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।
আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;
(খ) আপনাদের ক্রম নং ৩এ মূল আবেদনের নির্দিষ্ট সম্পদ এবং সম্পত্তি অতিরিক্তে অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পদের বিবরণ দাখিল
(গ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহ যা ক্রম নং ৩এ তে উল্লিখিত মূল দরখাস্তে, শুনানি স্থগিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির বিষয়টি আবেদন সংযুক্ত হিসেবে স্থগিত আছে,
(ঘ) আপনারা কোনওভাবেই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সম্পদ যা জামিনদত্ত এবং/বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।
(ঙ) আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বিক্রয় মাধ্যমে যেমন জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি সমূহ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত এবং আমানত যেমন বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের সহিত অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জামিনদত্ত সম্পদের বিষয়ে।
আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **১৬.০৭.২০২৪** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ১০.০৫.২০২৪।

স্বা/-
রেজিস্ট্রার
কলকাতা ডিআরটি - ২

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
২০১৭ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৪ অধীনে
রেডিয়েন্ট প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

১.	কর্পোরেট সংস্থার নাম	রেডিয়েন্ট প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট সংস্থার গঠনের তারিখ	১২.১১.১৯৯৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট সংস্থা সংযুক্ত/নথিভুক্ত	আরওসি ঝাড়খন্ড
৪.	কর্পোরেট সংস্থার কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার/লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিটি নাম্বার	U21022JH1996PTC007546
৫.	কর্পোরেট সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিস এবং মূল অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	পো - মধুপুর, জেলা - দেওঘর, ঝাড়খন্ড, ৮১৫৩৫৩ ভারত
৬.	কর্পোরেট সংস্থার লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	৬ জুলাই ২০২৪
৭.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	সিএমএ বীরেন্দ্র কুমার ত্রিপাঠী, ৬০/২/১, হরিপদ দত্ত লেন, গলফ ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং ৭, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৩৩ ইমেল : bkt9000@gmail.com, মো - ৯৪৩৩৬০২৭৪৬ IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N00229/2019-20/12679
৮	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	৪ আগস্ট ২০২৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ভলান্টারি লিকুইডেশন শুরুর তারিখ ৬ জুলাই ২০২৪।
রেডিয়েন্ট প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখের পূর্বে লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ হাতে হাতে, পোস্ট বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

বীরেন্দ্র কুমার ত্রিপাঠী
লিকুইডেটরের নাম এবং স্বাক্ষর
তারিখ : ১০.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N00229/2019-20/12679

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that below mentioned certificates of "**RIR POWER ELECTRONICS LIMITED**" have been lost and application has been made to the Company to issue duplicate in lieu thereof. Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the Company's Registrars & Transfer Agents at **"ADROIT CORPORATE SERVICES PVT LTD."** 18-20, Jaferbhoy Ind Estate 1st Floor, Makwana Road, Marol Naka, Andheri (E), Mumbai - 400059 within 15 days from the date of publication of this Notice, else the Company will proceed to issue Duplicate Certificates.

FOLIO NO	NAME OF SHAREHOLDER	NO OF SHARES	CERT. NO	DIST.NOS
3510	GODAWARI DEVI CHANDAK	400	3572, 7952, 7953, 30683 - 30686	656851 - 656950, 1027572 – 1027621, 1027622 – 1027671, 1937495- 1937694
3394	SOHAN LAL CHANDAK	400	3454, 7897, 7898, 30556- 30559	645051- 645150, 1025032- 1025081, 1025082- 1025131, 1931355- 1931554

SRIKANTA BAGRI
Place : KOLKATA
Date : 10.07.2024

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ধারা ১০২ অধীনে)
শ্রী গোপাল খান্ডেলওয়াল, "ইউনাইটেড ক্লোরো প্যারাফিনস প্রা. লি."-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী গোপাল খান্ডেলওয়াল
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	১০৬ কিরণ চন্দ্র সিংহ রোড গ্যাঞ্জেস গার্ডেন কমপ্লেক্স, ব্লক বি৮ ৩য় তল, টাইপ এ হাওড়া - ৭১১১০২
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার অর্ডার এবং ইনসলভেন্সি শুরুর বিস্তারিত	সিপি নং 222/(KB) 2022 (NCLT, Kolkata); নির্দেশ তারিখ : ০৮.০৭.২০২৪
৪.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	শ্রী প্রতীম বয়াল আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
৫.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	১৮/১ তারাপুকুর মেন রোড, কলকাতা - ১০০১০৯ ইমেল : pratimbayal@gmail.com
৬.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	সেন্ট্রাল প্লাজা, রুম ৭০৮, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ ইমেল : ip.pratimbayal@gmail.com
৭.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	৩১.০৭.২০২৪
৮.	সংশ্লিষ্ট দাবি সমন্বিত ফর্ম পাওয়া যাবে :	"ফর্ম বি" Web link : https://ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা, কোর্ট II, **শ্রী গোপাল খান্ডেলওয়াল** ব্যক্তিগত জামিনদাতা **ইউনাইটেড ক্লোরো প্যারাফিনস প্রা. লি.**-এর ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ০৮.০৭.২০২৪ (অর্ডার এনসিএলটি পোর্টালে ০৮.০৭.২০২৪ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।)
শ্রী গোপাল খান্ডেলওয়াল-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ৩১.০৭.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

শ্রী প্রতীম বয়াল
প্রস্তাবক পেশাদার
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
এএফএ বৈধ - ০৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ১০.০৭.২০২৪

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড, ধারা ১০২ অধীনে)
শ্রীমতি সুধা খান্ডেলওয়াল, "ইউনাইটেড ক্লোরো প্যারাফিনস প্রা. লি."-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রীমতি সুধা খান্ডেলওয়াল
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	১০৬ কিরণ চন্দ্র সিংহ রোড গ্যাঞ্জেস গার্ডেন কমপ্লেক্স, ব্লক বি৮ ৩য় তল, টাইপ এ হাওড়া - ৭১১১০২
৩.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার অর্ডার এবং ইনসলভেন্সি শুরুর বিস্তারিত	সিপি নং 223/(KB) 2022 (NCLT, Kolkata); নির্দেশ তারিখ : ০৫.০৭.২০২৪
৪.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	শ্রী প্রতীম বয়াল আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
৫.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	১৮/১ তারাপুকুর মেন রোড, কলকাতা - ১০০১০৯ ইমেল : pratimbayal@gmail.com
৬.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	সেন্ট্রাল প্লাজা, রুম ৭০৮, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ ইমেল : ip.pratimbayal@gmail.com
৭.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	৩১.০৭.২০২৪
৮.	সংশ্লিষ্ট দাবি সমন্বিত ফর্ম পাওয়া যাবে :	"ফর্ম বি" Web link : https://ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা, কোর্ট II, **শ্রীমতি সুধা খান্ডেলওয়াল** ব্যক্তিগত জামিনদাতা **ইউনাইটেড ক্লোরো প্যারাফিনস প্রা. লি.**-এর ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ০৫.০৭.২০২৪ (অর্ডার এনসিএলটি পোর্টালে ০৫.০৭.২০২৪ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।)
শ্রীমতি সুধা খান্ডেলওয়াল-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ৩১.০৭.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

শ্রী প্রতীম বয়াল
প্রস্তাবক পেশাদার
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
এএফএ বৈধ - ০৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত
তারিখ : ১০.০৭.২০২৪

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank
[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ইমেল : ubin0554731@unionbankofindia.bank

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১ অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর অ্যাক্ট নং ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৬.১২.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা মেসার্স শিবম ট্রেডিং এবং শ্রী মুন্না যাদব** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৮,৩৪,৪৫৯.৫৪ টাকা** (আটচল্লিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার চারশ উনষাট টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৯ জুলাই ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ,** ৪৮,৩৪,৪৫৯.৫৪ (আটচল্লিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার চারশ উনষাট টাকা এবং চুয়ান্ন পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি একটি বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ১০৩০ বর্গফুট (আনুমানিক) দোতলায় এবং একটি কার স্পেস পরিমাণ ১২০ বর্গফুট (আনুমানিক) এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির প্রেমিসেস নং ৮১এ, আর কে চ্যাটার্জি রোড, পো : কসবা, থানা : কসবা, কলকাতা :৭০০০৪২, সাব রেজিস্ট্রি অফিস, আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯১ অধীন। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্য ফ্ল্যাট, দক্ষিণ : খোলা জায়গা, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।

তারিখ - ০৯.০৭.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

GPT
জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেড
(CIN - L20103WB1980PLC032872)
রেজিঃ অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর - ৩, সল্টলেক, কলকাতা -৭০০১০৬; পশ্চিমবঙ্গ (ভারত); টেলিফোন: +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০
আমাদের দেখুন: www.gptinfra.in, ইমেল: gil.cosec@gptgroup.co.in

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং ই-ভোটিং তথ্য

কোম্পানির সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ধারা ১০৮ এবং ১১০, এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, সংশোধিত ('অ্যাক্ট'), কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন) বিধিগুলির সাথে একসাথে পড়া, ২০১৪, সংশোধিত (**'পরিচালনা বিধি'**), সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখে ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ২২/২০২০, তারিখ ১৫ জুন ২০২০, ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ১০/২০২১ তারিখ ২৩ জুন, ২০২১, ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৩/২০২২, তারিখ ৫ মে ২০২২, ১১/২০২২, তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে, ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (**'এমসিএ সার্কুলার'**) দ্বারা জারি করা হয়েছে, ভারতের কোম্পানি সেক্রেটারিদের ইনস্টিটিউট দ্বারা জারি করা সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (**"এসএস-২"**) সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস) এর রেগুলেশন ৪৪ এবং অন্য যেকোন প্রযোজ্য আইন, নিয়ম, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞপ্তি এবং প্রবিধান (যেকোনো সহ বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা এর পুনঃপ্রণয়ন(গুলি), আপাতত বলবৎ একটি পোস্টাল ব্যালট নোটিশ, বিশেষ বিষয়ের নিম্নলিখিত আইটেমগুলিতে সদস্যদের সম্মতি চাওয়া সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানির সাথে বা ডিপোজিটরি(গুলি)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত এবং যাদের নাম কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ, **বুধবার, ৩ জুলাই ২০২৪** তারিখে সদস্যদের/উপকারী মালিকদের তালিকায় উপস্থিত রয়েছে।
বিশেষ রেজোলিউশন : ইক্যুইটি শেয়ার এবং/বা ইক্যুইটি লিঙ্কযুক্ত সিকিউরিটিজ ইস্যু করার মাধ্যমে যোগ্য ইনস্টিটিউশন প্লেসমেন্ট ("কিউআইপি") এর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের অনুমোদন করা।
কোম্পানি **সোমবার ৮ জুলাই, ২০২৪,** পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তির বৈদ্যুতিন প্রেরণ সম্পন্ন করেছে।
উল্লিখিত পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gptinfra.in** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর **(www.nseindia.com)** এবং বিএসই লিমিটেড **(www.bseindia.com)** ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে। সদস্যরা, যারা নোটিশটি পাননি তারা উল্লিখিত ওয়েবসাইটগুলি থেকে এটি ডাউনলোড করতে পারেন।
এই ডাক ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে নোটিশের প্রকৃত কপি, ডাক ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক উত্তর খাম পাঠানো হচ্ছে না।
এই পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা সমস্ত নথি ভোটের শেষ তারিখ পর্যন্ত ইলেকট্রনিকভাবে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে। এই ধরনের নথিগুলি পরিদর্শন করতে চাওয়া সদস্যরা **gil.cosec@gptgroup.co.in**-এ একটি ইমেল পাঠাতে পারেন।
৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালটের নোটিশে নির্ধারিত সমস্ত বিশেষ বিষয়গুলি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সংস্থা হিসেবে এনএসডিএল-এর পরিষেবাগুলিকে নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য শ্রী অশোক কুমার দাগা (সদস্য নম্বর এফসিএস ২৬৯৯) কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
ই-ভোটিং শুরু হবে মঙ্গলবার, ৯ জুলাই, ২০২৪ সকাল ৯টায় (আইএসটি) এবং বুধবার, ৭ আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।
কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সকল সদস্য এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত প্রক্রিয়া অনুসারে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করবেন।
ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি
- ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এবং যারা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি লিখে কোম্পানিতে বা আরটিএ-তে **gil.cosec@gptgroup.co.in** বা **kolkata@linkintime.co.in**-এ লিখে ফর্ম আইএসআর-১-এর কপি সহ সদস্যের নাম, ঠিকানা উল্লেখ করে প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং ঠিকানার প্রমাণ আপডেট করতে।
- ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

রেজোলিউশনগুলি, অনুমোদিত হলে, ই-ভোটিংয়ের শেষ তারিখ অর্থাৎ ৭ আগস্ট, ২০২৪-এ পাস করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের ফলাফল শুক্রবার ৯ আগস্ট, ২০২৪ বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। নিবন্ধিত অফিসে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gptinfra.in**-এ প্রদর্শিত হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে যোগাযোগ করা হবে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে। উল্লিখিত ফলাফলগুলি এনএসডিএল-সিডিএসএল কেও জানানো হবে।
কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) উল্লেখ করতে পারেন এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা কল করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার **evoting@nsdl.com** অনুরোধ করুন। বিকল্পভাবে, সদস্যরা কোম্পানি সচিবকে ইমেল আইডি, **gil.cosec@gptgroup.co.in** বা টেলিফোন ০৩৩ ৪০৫০ ৭০০০ করতে পারেন।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
মোহিত অরোরা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
(এসিএস-এ৫১৫৯০)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৯.০৭.২০২৪

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যেঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী শেখ আহমেদ আলি	মৌজা :জোত গোড়া, আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৮১, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৫, জেএল নং ৪৪, জেলা পূর্ব বর্ধমান, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শেখ সিদ্দিক/শেখ সামসুদ্দিন, দক্ষিণে : শেখ আনোয়ার, পূর্বে : শেখ শাহজাহান, পশ্চিমে : ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	ক) ০৪.০৭.২০২৪ খ) ২২.০৪.২০২৪ গ) ১০,৫২,৫৬১.৩০ টাকা (দশ লাখ বাহান্ন হাজার পাঁচশ একষট্টি টাকা এবং তিরিশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ
২	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী কায়েম আলি শেখ স্বত্বা : স্টার ডেকরেটর	মৌজা : নালা, এলআর প্লট নং ৯৫৬, খতিয়ান নং ৩০৬৬, জেএল নং ২০, আরএস খতিয়ান নং ৮১০, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, জমির এরিয়া : ০.০২ একর, দলিল নং ৯৫৯১/২০০৯। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সাহাদাত হোসেনের সম্পত্তি, দক্ষিণে : পঞ্চায়েত সড়ক,পূর্বে : কিপাদ সিনহার ভবন,পশ্চিমে : পঞ্চায়েত সড়ক।	ক) ০৪.০৭.২০২৪ খ) ০৯.০২.২০২৪ গ) ২২,৯১,৭৯২.০৩ টাকা (বাইশ লাখ একানব্বই হাজার সাতশ বিরানব্বই টাকা এবং তিন পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ
৩	ক) ঋণগ্রহীতা : মহ নুরআলম খান	মৌজা : গোদা, সাব প্লট নং বি/২, এলআর প্লট নং ২৫০৫স এলআর খতিয়ান নং ১১৭, ১৮১৪/১ এবং ৬৫১৪, আরএস প্লট নং ৫০০৫, জেএল নং ৪১, বেলকাস গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : পূর্ব বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক,পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক এবং আরএস প্লট নং ৫০০৫/পি সাব প্লট নং সি, পশ্চিমে : আরএস প্লট নং ৫০০৫/পি সাব প্লট বি/১।	ক) ০৪.০৭.২০২৪ খ) ২২.০৪.২০২৪ গ) ৮,১২,৩৩৪.০৪ টাকা (আট লাখ বারো হাজার তিনশ চৌত্রিশ টাকা এবং চার পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ
৪	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী সনৎ কুমার মল্লিক	মৌজা : বাহারপুর, জেএল নং ২২, আরএস এবং এলআর প্লট নং ২০৫০, এলআর খতিয়ান নং ৮৮২, পরিমাণ এরিয়া ৯৮০ বর্গফুট বাস্তু জমি বেলকাস গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা এবং জেলা : বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রীমন্ত মল্লিকের জমি সম্পত্তি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ, পশ্চিমে : ভোলানাথ মল্লিকের জমি সম্পত্তি।	ক) ০৪.০৭.২০২৪ খ) ১৬.০৪.২০২৪ গ) ১২,২১,৮০৮.৯৯ টাকা (বারো লাখ একুশ হাজার আটশ আট টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ
৫	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী অরুণাভ মিত্র	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫ম তল, ক্রিং নিবাস, কাশীনাথ চক্রবর্তী স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ০২, হোল্ডিং নং ২৬৪/১ এবং ২৬৪/১/এ, মৌজা : পুরুলিয়া,জেএল নং ২৯২/২ পরগনা : ছাড়রা, আরএস প্লট নং ৮২৮৩, আরএস খতিয়ান নং ৩১৯২,পো এবং জেলা : পুরুলিয়া, থানা : পুরুলিয়া টাউন, পিন : ৭২৩১০১, পরিমাণ এরিয়া ৬৬১ বর্গফুট রেজিস্ট্রিকৃত সবা ডিস্ট্রিক্ট পুরুলিয়া এবং জেলা : পুরুলিয়া। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং ৪বি, দক্ষিণে : সাধারণ লবি, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ৪বি এবং কমন সিঁড়ি, পশ্চিমে : কাশীনাথ চক্রবর্তী লেন।	ক) ০৮.০৭.২০২৪ খ) ৩০.০৪.২০২৪ গ) ৬,২৮,৩১৫.০০ টাকা (ছয় লাখ আঠাশ হাজার তিনশ পনের টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ১০.০৭.২০২৪
স্থান : নবাবহাট/পুরুলিয়া
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি- কাম-এসএআরসি, হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ,পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ই-মেইল- sbi.10263@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি হাওড়া**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতা কে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি- কাম-এসএআরসি হাওড়া**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

ক্র. নং	এ/সি নং সহ ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	শ্রীমতী গীতাঞ্জলি নায়েক বাসস্থান- ১০/৭ শান্তিপল্লী রোড, পর্ণশ্রী, সার্কাস অ্যাভেনিউ, কলকাতা - ৭০০০৬০ **লোন এ/সি- ৪১৭৮৮৮১১০৪২ (এইচবিএল) এবং ৪১৭৯৩২৩৭৩৭৩ (সুরক্ষা)**	**সম্পত্তির বিবরণ:- জমি ও বিল্ডিংয়ের বিবরণ** মৌজা-পানশিলা, জে.এল. নং-৬, রে সা নং-১০৩, তৌজি নং-১৫৫-এ অবস্থিত ৪ (চার) কাঠা এলাকা সমন্বিত পরিমাপের বাস্তু জমির প্লটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার সিএস দাগ নং-২০০(পি) ও ২৮৩(পি) আরএস ও এলআর দাগ নং-৫৫২ এর সাথে সম্পর্কিত এলওপি নং- ২২ এর অধীনে, এলআর খতিয়ান-১১২৫,১৩১৬, পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং-১৯, পৌরসভা হোল্ডিং নং-২৮, পানশিলা গভঃ কলোনি, থানা-খড়দা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১২-এ অবস্থিত এডিএসআরও- সোদপুর এর রেজিস্ট্রেশন এখতিয়ারের অধীনে, সেইসঙ্গে 'সুশীল ভবন' নামে বহুতল যুক্ত নতুন নির্মিত/নির্মীয়মান বিল্ডিং যা নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- **উত্তরে-** রাজ কুমার চক্রবর্তীর এলওপি নং-৯ সম্পত্তি দ্বারা, **দক্ষিণে-** ১৪ ফুট চওড়া পানশিলা গভঃ কলোনি রোড, **পূর্বে-** উপেন্দ্র নাথ মজুমদারের এলওপি নং-২১ সম্পত্তি, **পশ্চিমে-** উষা রানী দত্তের এলওপি নং-২৩ সম্পত্তি দ্বারা। **ফ্ল্যাটের বর্ণনা** ১) পূর্বে উল্লিখিত জমিতে **"সুশীল ভবন"** নাম ও শৈলীর বহুতল বিল্ডিং -এ কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৬৫০ বর্গফুট যুক্ত পূর্ব উত্তর দিকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ টাইলস ফ্লোরিং লিফ্ট সুবিধা ছাড়াই আবাসিক ফ্ল্যাট নং-এবি এর সকল যার মধ্যে আছে ২টি বেড রুম, ১টি ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা, ফিটিংস সহ ১টি বারান্দা এবং সেখানে জমির সমানুপাতিক অ-বিভাজনকৃত শেয়ার এবং সমস্ত সাধারণ পথ এর অধিকার, ড্রেনেজ, ভূগর্ভস্থ এবং ওভারহেড জলাধার, সিঁড়ির কেস, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সমস্ত আরামদায়ক জিনিসের অধিকার যা উল্লিখিত ফ্ল্যাট এর সংলগ্ন এবং উপরে উল্লিখিত প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমিতে অবস্থিত যার অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং অন্যান্য সকল সাধারণ ইউটিলিটি সুবিধা এবং সুবিধা। **ফ্ল্যাটটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত : উত্তরে-** খোলা আকাশ; **দক্ষিণে-** সিঁড়ি এবং গ্যারেজ; **পূর্বে-** খোলা আকাশ; **পশ্চিমে-** অন্য ফ্ল্যাট দ্বারা। ২) পূর্বে উল্লিখিত জমিতে **"সুশীল ভবন"** নাম ও শৈলীর বহুতল বিল্ডিং -এ কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৬৫০ বর্গফুট যুক্ত পূর্ব উত্তর দিকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ টাইলস ফ্লোরিং লিফ্ট সুবিধা ছাড়াই আবাসিক ফ্ল্যাট নং- **এবি-১** এর সকল যার মধ্যে আছে ২টি বেড রুম, ১টি ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা, ফিটিংস সহ ১টি বারান্দা এবং সেখানে জমির সমানুপাতিক অ-বিভাজনকৃত শেয়ার এবং সমস্ত সাধারণ পথ এর অধিকার, ড্রেনেজ, ভূগর্ভস্থ এবং ওভারহেড জলাধার, সিঁড়ির কেস, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সমস্ত আরামদায়ক জিনিসের অধিকার যা উল্লিখিত ফ্ল্যাট এর সংলগ্ন এবং উপরে উল্লিখিত প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমিতে অবস্থিত যার অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং অন্যান্য সকল সাধারণ ইউটিলিটি সুবিধা এবং সুবিধা। **ফ্ল্যাটটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত : উত্তরে-** খোলা আকাশ; **দক্ষিণে-** গ্যারেজ; **পূর্বে -** অন্যান্য ফ্ল্যাট; **পশ্চিমে-** খোলা আকাশ দ্বারা। ২০২৩ সালের দলিল নং-১৯০১০২৭০৬-এর মাধ্যমে **সম্পত্তিটি শ্রীমতী গীতাঞ্জলি নায়েকের নামে আছে,** এআরএ-১ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-এর অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিউরেন্স-এর অফিসে, বুক-১, ভলিউম নং-১৯০১-২০২৩, পৃষ্ঠা ১০১০১৬ থেকে ১০১০৪৩ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত।	১) ১২.০৩.২০২৪ ২) ০৬.০৭.২০২৪ ৩) ৩৭,৩৬,৮৭৭.০০/- টাকা (সাঁইত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশত সাতাত্তর টাকা মাত্র) ১২.০৩.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি সহ
২.	চতুর্ভুজ কর বাসস্থান- প্রযত্নে ভোলা নাথ কর, ২৩২/৩৯,চকপাড়া রোড, পোস্ট ও থানা- বালি, হাওড়া- ৭১১২০৪ **লোন এ/সি- ৪১৯৮২৪৪৬৫৮৭ (এইচবিএল) এবং ৪১৯৮২৪৪৬৮০৪ (সুরক্ষা)**	**সম্পত্তির বিবরণ:- জমি ও বিল্ডিংয়ের বিবরণ** মৌজা-পানশিলা, জে.এল. নং-৬, রে সা নং-১০৩, তৌজি নং-১৫৫-এ অবস্থিত ৪ (চার) কাঠা এলাকা সমন্বিত পরিমাপের বাস্তু জমির প্লটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার সিএস দাগ নং-২০০(পি) ও ২৮৩(পি) আরএস ও এলআর দাগ নং-৫৫২ এর সাথে সম্পর্কিত এলওপি নং- ২২ এর অধীনে, এলআর খতিয়ান-১১২৫,১৩১৬, পানিহাটি পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং-১৯, পৌরসভা হোল্ডিং নং-২৮, পানশিলা গভঃ কলোনি, থানা-খড়দা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১২-এ অবস্থিত এডিএসআরও- সোদপুর এর রেজিস্ট্রেশন এখতিয়ারের অধীনে, সেইসঙ্গে 'সুশীল ভবন' নামে বহুতল যুক্ত নতুন নির্মিত/নির্মীয়মান বিল্ডিং যা **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :- উত্তরে-** রাজ কুমার চক্রবর্তীর এলওপি নং-৯ সম্পত্তি দ্বারা, **দক্ষিণে-** ১৪ ফুট চওড়া পানশিলা গভঃ কলোনি রোড, **পূর্বে-** উপেন্দ্র নাথ মজুমদারের এলওপি নং-২১ সম্পত্তি, **পশ্চিমে-** উষা রানী দত্তের এলওপি নং-২৩ সম্পত্তি দ্বারা। **ফ্ল্যাটের বিবরণ** ১) পূর্বে উল্লিখিত জমিতে **"সুশীল ভবন"** নাম ও শৈলীর বহুতল বিল্ডিং -এ কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৭১০ বর্গফুট যুক্ত দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ২য় ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ টাইলস ফ্লোরিং লিফ্ট সুবিধা ছাড়াই আবাসিক ফ্ল্যাট নং-৩সি২ এর সকল যার মধ্যে আছে ২টি বেড রুম, ১টি ডাইনিং, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা, ফিটিংস সহ ১টি বারান্দা এবং সেখানে জমির সমানুপাতিক অ-বিভাজনকৃত শেয়ার এবং সমস্ত সাধারণ পথ এর অধিকার, ড্রেনেজ, ভূগর্ভস্থ এবং ওভারহেড জলাধার, সিঁড়ির কেস, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সমস্ত আরামদায়ক জিনিসের অধিকার যা উল্লিখিত ফ্ল্যাট এর সংলগ্ন এবং উপরে উল্লিখিত প্রথম তফসিলে বর্ণিত জমিতে অবস্থিত যার অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং অন্যান্য সকল সাধারণ ইউটিলিটি সুবিধা এবং সুবিধা। ফ্ল্যাটটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- **উত্তরে -** অন্য ফ্ল্যাট দ্বারা; **দক্ষিণে-** খোলা আকাশ; **পূর্বে -** অন্য ফ্ল্যাট দ্বারা; **পশ্চিমে-** খোলা আকাশ দ্বারা। ২০২৩ সালের দলিল নং-১৯০৩০৩৮২২-এর মাধ্যমে **সম্পত্তিটি শ্রী চতুর্ভুজ কর -এর নামে আছে,** এআরএ-৩ কলকাতা-এর অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিউরেন্স-এর অফিসে, বুক-১, ভলিউম নং-১৯০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ১৪৩৫৮৬ থেকে ১৪৩৬১১ পর্যন্ত -তে নিবন্ধিত।	১) ১২.০৩.২০২৪ ২) ০৬.০৭.২০২৪ ৩) ২৪,৮১,১২৫/- টাকা (চব্বিশ লক্ষ একাশি হাজার একশত পঁচিশ টাকা মাত্র) ২৬/০৪/২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, ব্যয়, আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি সহ

বিঃদ্রঃ- দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ: ০৬.০৭.২০২৪
স্থান: হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

প্রাথমিক শিক্ষকদের একাংশকে ডিএলএড কোর্স করানোর চেষ্টার অভিযোগে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিএড ও স্পেশাল ডিএলএড কোর্স করে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি পাওয়া শিক্ষকদের এবার জোর করে ডিএলএড কোর্স করানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠল বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগকে সামনে রেখে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত বদলের দাবি তুলে এবার বড়সড় বিক্ষোভে নামল প্রাথমিক শিক্ষকদের ওই অংশ। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চাপিয়ে দেওয়া এই নির্দেশ তাঁরা কোনও ভাবেই মানবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

আদালতের নির্দেশে বেশ কয়েক বছর আগে বিএড ও স্পেশাল ডিএড কোর্স করা প্রায় ২২৫ জন চাকরিপ্রার্থীকে নির্দেশ দেয় বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। তারপর থেকেই ওই চাকরি প্রার্থীরা জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করে আসছেন।

সম্প্রতি এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ডেকে দ্রুত দু'বছরের ডিএলএড কোর্স করার জন্য মৌখিক নির্দেশ দেয় বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। আর এতেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে বিএড ও স্পেশাল ডিএড করে চাকরি পাওয়া ওই প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে।

মঙ্গলবার ওই প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকারা বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের দাবি, আদালতের নির্দেশে অনুযায়ী স্পেশাল ডিএড ও বিএড করে চাকরি পাওয়া ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দু'বছরের ডিএলএড প্রশিক্ষণ নেওয়া শিক্ষকদের সমতুল্য। তারপরেও বেতনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণহীন হিসাবে তাঁদের গণ্য করে আসছে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। এরপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো নতুন করে দু'বছরের ডিএলএড প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। এই নির্দেশ তাঁরা কোনও ভাবেই মানবেন না প্রয়োজনে ফের তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের দাবি, এসবই করা হয়েছে আদালত ও সরকারের নির্দেশিকা মেনে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওই অংশ তা না মানলে আগামী দিনে ওই শিক্ষক-শিক্ষিকারাই সমস্যায় পড়বেন।

অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক!

প্রেমিকাকে শ্বাসরোধ করে খুনে অভিযুক্ত প্রেমিকের আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাজপুর: প্রেমিকার সঙ্গে অন্য যুবকের অবৈধ সম্পর্ক আছে এই সন্দেহের বশে তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। মৃত মহিলার নাম মিনা পণ্ডিত (৪০)। বাড়ি রাজপুর থানার কমলাচক গ্রামে। ঘটনায় রাজপুর থানার পুলিশ মহিলার প্রেমিক রবিন ভাঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিনা পণ্ডিতের স্বামী ও পরিবার আছে। অন্যদিকে রবিন ভাঙ্গিরও স্ত্রী পরিবার আছে। যদিও বছর ৪/৫ দু'জনেই সংসার ছেড়ে কমলাচক খালপাড়ে একটি অস্থায়ী ঘর তৈরি করে থাকতে শুরু করেন। মিনা ধূলোগড়ে একটি কারখানায় রান্নার কাজ করার সুবাদে অন্য একটি ছেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন বলে জানতে পারেন রবিন। যেটা নিয়ে রবিনের সঙ্গে মিনার সম্পর্কে অবনতি হতে থাকে। এরপরেই রবিন মিনাকে খুনের পরিকল্পনা করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে মিনা কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে নিমদিঘিতে বাস থেকে নামার পর রবিন তাঁকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে উলুবেড়িয়া স্টেশনের কাছে নিয়ে আসেন। অভিযোগ, এর পরেই স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে নির্জন জায়গায় রবিন মিনাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে রেললাইনের পাশে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যান। পরে মঙ্গলবার সকালে রবিন উলুবেড়িয়া জিআরপিতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। জিআরপি অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছে। পুলিশ একটি খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চোর সন্দেহে থানায় যুবককে মারে মৃত্যুর দাবিতে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঢোলাহাট: চোর সন্দেহে থানায় তুলে এনে এক যুবককে মারধরের ফলে মৃত্যুর ঘটনায় মঙ্গলবার দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানার সামনে। মৃতের বাড়ির লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের সঙ্গে পুলিশের কার্যত খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। ব্যারিকেড টপকাতে না পারলেও দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এমনকি পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ও জুতো ছোড়ে উত্তেজিত জনতা। অন্যদিকে পুলিশও পালটা ইট ছুড়ে প্রতিরোধ করে। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে দীর্ঘ টালবাহানা চলার পর পুলিশ লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ২২ বছরের আবু সিদ্দিক হালদার স্থানীয় ঘাটবকুলতলা গ্রামের বাসিন্দা। ঢোলাহাট থানার মধ্যে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করার ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ঘটনার সূত্রপাত গত ৩০ জুন। ওইদিন মৃত যুবকের কাকা মহসিন হালদারের বাড়ি থেকে সোনার গয়না চুরি হয়। এরপর পয়লা জুলাই ঢোলাহাট থানার পুলিশ মহসিন হালদার ও তাঁর ভাইপো আবু সিদ্দিককে থানায় তুলে আনে বলে অভিযোগ। মহসিনকে দিয়ে ভাইপোর নামে জোর করে চুরির অভিযোগ লিখিয়ে নেওয়া হয়। অভিযোগ, এরপর আবু সিদ্দিককে থানার মধ্যে দফায় দফায় মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ৪ জুলাই কাকদ্বীপ

মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় আবু সিদ্দিককে। ওইদিন জামিন দেয় আদালত। গুরুতর অসুস্থ আবু সিদ্দিককে মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতলে ভর্তির চেষ্টা হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় পার্কসার্কাসের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় তাঁকে। কিন্তু সোমবার রাত দশটা নাগাদ ওই যুবকের মৃত্যু হয়। এরপর থেকেই ঢোলাহাট থানার পুলিশের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে সরব হন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। তবে বিষয়টি নিয়ে সুন্দরবনের পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও জানিয়েছেন, আদালতে পেশ করার সময় মেডিক্যালে কোনও সমস্যা ছিল না। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে জেলা পুলিশ।

সোপ-ট্যাঙ্ক পরিষ্কারে নেমে মৃত্যু ২ শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: সোপ-ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমে মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের। এদিন এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদের দক্ষিণ বাড়ইবাড়ি এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই শ্রমিকদের নাম বাদল বর্মন (৪০) ও জগাই রায় (২৫)। বাদলের বাড়ি হেমতাবাদ থানার খাদিমপুর গ্রামে অপরজন জগাই হেমতাবাদের ডেহুচি গ্রামের বাসিন্দা। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তড়িঘড়ি তাঁদের হেমতাবাদ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত শ্রমিকদের দেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হেমতাবাদের দক্ষিণ বাড়ইবাড়ি এলাকায় এক বাসিন্দা মাসদুয়েক আগে সোপ-ট্যাঙ্ক তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন তাঁর বাড়িতে। এখনও তা সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ হয়নি। মঙ্গলবার সকালের দিকে ওই শ্রমিকদের মধ্যে একজন সোপ-ট্যাঙ্কটি পরিষ্কার করার জন্য নীচে নামেন। ওই শ্রমিক সোপ ট্যাঙ্কের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় অন্য এক শ্রমিক তাঁকে উদ্ধারের জন্য সেই সোপ-ট্যাঙ্কের মধ্যে নামেন। দ্বিতীয় শ্রমিকও সোপ-ট্যাঙ্কের ভেতরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর জানাজানি হতেই আশপাশ থেকে ছুটে আসে বহু মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান হেমতাবাদ থানার পুলিশ। মৃতদেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ গভর্মেন্টি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। রবিতুল্লা সরকার নামে এক গ্রামবাসী জানিয়েছেন, রেজাউল করিমের বাড়িতে একটি কুয়ো বানানো ছিল। সেই কুয়োটি পরিষ্কার করার জন্য তিন শ্রমিক ডেকেছিলেন।

বসিরহাটে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনি কাণ্ডে গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ছেলেধরা সন্দেহে মাটিয়া থানা এলাকায় গণপিটুনি কাণ্ডে তৎপর পুলিশ। গ্রেপ্তার দুই। ধৃতরা হল তরিকুল মণ্ডল (৩২) ও নাজমুল গাজি (৩৩)। এই দু'জনকে মঙ্গলবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মাটিয়া থানার অন্তর্গত রাজেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মমিনপুর উত্তরপাড়ায় ছেলেধরা সন্দেহের ঘটনায় এক যুবককে বেধড়ক মারধর করেছিল গ্রামবাসীরা। পুলিশ খবর পেয়ে ওই যুবককে উদ্ধার করে পুলিশ জানতে পারে ওই যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন। তাঁর নাম শংকর সর্দার, বাড়ি শাসন থানার কাচকল এলাকায়। এই ঘটনার পর মঙ্গলবার ভোরবেলা ওই দু'জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করল মাটিয়া থানার পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে, তারা কী তথ্য পেয়েছিল এবং কেনই বা মারধর করল সমস্ত বিষয় নজরে আনার চেষ্টা করছে মাটিয়া থানার পুলিশ।

নদীবাঁধ সংস্কার সহ বহু দাবিতে বিজেপির ডেপুটেশন আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলির আরামবাগ মহকুমায় চারটি বিধানসভায় জয়ী বিজেপি। মঙ্গলবার আরামবাগ মহকুমা শাসকের কাছে বেশ কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন দিলেন আরামবাগ খানাকুল এবং গোঘাটের বিজেপির বিধায়করা। স্লোগান দিতে দিতে মহকুমা শাসকের চত্বরে প্রতীকী অবস্থানে বসে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির তিন বিধায়ক। এদিনের এই ডেপুটেশনে ছিলেন খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ ও গোঘাটের বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক।

বিজেপি বিধায়কদের দাবিগুলি ছিল, জরুরিভিত্তিক বাঁধ মেরামত এবং তার সুরক্ষা দ্রুত করা, দলমত নির্বিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ ও ত্রিপল দেওয়া হোক, পঞ্চায়েত অফিসে বিজেপির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রবেশে বাধা দেওয়া চলবে না, সেই সঙ্গে দুর্ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও আরামবাগ মহকুমার যে সমস্ত জায়গায় রাস্তাঘাট ভেঙে গিয়েছে বা নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেই সমস্ত রাস্তাগুলোকে দ্রুত সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হোক। এদিনের এই ডেপুটেশন থেকে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ও গোঘাট বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান শুরু করে সদস্যরা। বিজেপি বিধায়কদের দাবি, যেহেতু আরামবাগ মহকুমা নদীকেন্দ্রিক সেই জায়গা থেকে যে সমস্ত নদীবাঁধগুলি ভেঙে গিয়েছে বা ধসে পড়ছে সেগুলিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত সংস্কার করা হোক। ডেপুটেশন প্রসঙ্গে আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, 'আমরা মূলত বেশ কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে ডিভিটেশন দিলাম। এর আগেও বিডিও থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরে জানানো হয়েছে কিন্তু কোনও সুফল মেলেনি। আজকে আমরা মহকুমা শাসকের কাছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বললাম। এর মধ্যে আমাদের বিজেপির যারা নির্বাচিত সদস্য-সদস্যারা আছেন তাদের সঙ্গে পঞ্চায়েতগুলি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করছে। প্রবেশ করতে তাঁদের বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁদের এলাকায় উন্নয়নের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। গ্রামের মানুষকে তারা প্রকাশ্যে বলছে যে, তোরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছিস তাই তোদের এখানে কোনও উন্নয়ন হবে না। আমরা এটা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি।'

পাশাপাশি খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন,' অতি দ্রুত মহকুমায় যে সমস্ত নদীবাঁধ আছে সেগুলিকে সংস্কার করতে হবে। মুণ্ডেশ্বরী নদী, রূপনারায়ণ ছাড়াও আরও বেশ কিছু নদী আছে, যে নদীগুলোর পার ভেঙে, দুর্বল হয়ে গিয়েছে। হয়তো কিছুদিনের মধ্যে বন্যা এসে যাবে! অতিবৃষ্টি শুরু হলেই বন্যা হয়ে যাবে কিন্তু নদীবাঁধগুলোকে সংস্কারের বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোথাও কোনও সদিচ্ছে নেই। বিভিন্ন জায়গা ভেঙে গিয়েছে, ধসে গিয়েছে। বাঁধ ভেঙে গেলে চাষের জমি নষ্ট হয়ে যাবে, বাড়িঘর নষ্ট হবে অনেক মানুষ গৃহছাড়া হবে। প্রশাসন করছেটো কী, কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আমরা এর আগেও এসডিওকে জানিয়েছি, দুর্যোগের সময় কেন মানুষকে ত্রিপল দেওয়া হবে না, যদিও দেখা যাচ্ছে শাসকদল ত্রিপল নিয়ে নিচ্ছে। তাই আজকে আমরা প্রতিবাদের সামিল হয়েছি, এসডিওকে টেবিল ডেপুটেশন দিলাম। এখন দেখার প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়।'

প্রিয়জনদের সাধ মেটাতে অর্থ জোগাড়ে চুরির রাস্তায় যুবক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রিয়জনদের আবদার মেটাতে অর্থ জোগাড়ে চুরির রাস্তা ধরে বাসুদেব মণ্ডল নামে এক যুবক। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেব হয়ে ওঠে দক্ষিণবঙ্গের এক কুখ্যাত চোর। যে কলকাতার নিউটাউন ও বাগুইহাটি থানা থেকে শুরু করে পূর্ব বর্ধমান ও হুগলি জেলার বিভিন্ন থানার পুলিশ কর্তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। তবে অবশ্য বেশিদিন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে থাকতে পারেনি কুখ্যাত এই চোর। বিভিন্ন চুরির ঘটনায় জড়িত বাসুদেব এখন পুলিশের জালে বন্দি। একাধিক থানা তাঁকে হেপাজতে নিয়ে এখন তাঁর চুরি করা মূল্যবান সরঞ্জাম উদ্ধার করছে। চুরির কিনারা করতে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার পুলিশও বাসুদেব মণ্ডলকে হেপাজতে নেয়। তাঁকে জেরা করে পুলিশ জামালপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় একাধিক চুরির ঘটনায় তাঁর জড়িত থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হয়। এরপর বাসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ একাধিক জায়গায় হানা দিয়ে উদ্ধার করে বহু চোরাই সামগ্রী। যার তালিকায় মোটর বাইক থেকে শুরু করে ল্যাপটপ, আইফোন এবং দামি গুটকা থেকে শুরু করে প্রচুর সিগারেট। সিনেমার নায়কদের মতো চালচলনের বাসুদেব আসলে যে চুরির মাস্টার তা জেনে জামালপুরের বাসিন্দারাও স্তম্ভিত।

এসডিপিও (বর্ধমান দক্ষিণ) অভিষেক মণ্ডল জানিয়েছেন, ধৃত বাসুদেব মণ্ডলের বাড়ি হুগলি জেলার বলাগড় থানার আকতারপুর এলাকায়, জামালপুর থানা এলাকায় হওয়া বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনায় তদন্ত নেমে পুলিশ নিশ্চিত হয় ওইসব জড়িত বাগুইহাটি থানার পুলিশের কাস্টডি থেকে পালানো কুখ্যাত চোর বাসুদেব মণ্ডল। সে ধরা পড়ার পর আদালতে আবেদন জানিয়ে জামালপুর থানা বাসুদেব মণ্ডলকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেপাজতে নেয়। তাকে জেরা করে পুলিশ একাধিক চুরির কিনারা করে। বাসুদের চুরি করা ৭টি মোটর বাইক, একটি আইফোন, একটি ল্যাপটপ, এক কার্টুন সিগারেট, এক কার্টুন রজনী তুলসি নামের গুটকা, ছাতা ২৫টি এবং নগদ ২৪১০ টাকা উদ্ধার করে। এইসব চুরিতে জড়িত থাকার কথা ধৃত বাসুদেব মণ্ডল স্বীকারও করেছে। হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বাসুদেবকে সোমবার বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে এসডিপিও জানিয়েছেন।

জামালপুর থানার পুলিশ কর্তাদের কথা অনুযায়ী, ৩৫ বছর বয়সি বাসুদেব মণ্ডল অত্যন্ত ধুরন্ধর। চুরির কাজ দ্রুত সেরে পালানোর ব্যাপারেরও অত্যন্ত পটু এই যুবক। হুগলির বলাগড় থানা এলাকার বাসিন্দা হলেও বাসুদের তার চুরির কারবার হুগলি জেলাতেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং সে তার এই চুরির কাজের প্রভাব কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও বাড়িয়েছিল। আর তার কারণেই ঘুম ওড়ে পুলিশের। এমন চোরকে পাকড়াও করাটাও পুলিশের কাছে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের হয়ে দাঁড়ায়। তদন্ত চালিয়ে পুলিশ কর্তারা এও জানতে পারেন সিনেমার নায়কদের মতো চালচলনের বাসুদেব মণ্ডলের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে একাধিক মহিলার। বিভিন্ন ড্যান্স বারেও তার যাতায়াত ছিল। এহেন বাসুদেব তাঁর প্রেয়সীদের বাসনা পূরণের জন্যে অর্থ জোগাড় করতে চুরিতে হাত পাকায়। তবে হঠ করেই কোনও এলাকায় গিয়ে চুরি করত না বাসুদেব।

চুরির ঘটনা ঘাটানোর আগে ধুরন্ধর বাসুদেব ওই সব এলাকার অলিগলি সব বুঝে নিতে চাইত। এরজন্য সে বিশেষ পন্থা কাজে লাগাত। কখনও সবজি বিক্রেতা আবার কখনও কল সারানোর মিস্ত্রি বা রাজমিস্ত্রি সেজে বাসুদেব ওইসব এলাকায় রেইকি করত। এইভাবেই সে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চুরিতে আধিপত্য বাড়ায়। কলকাতার নিউটাউন, বাগুইহাটি ছাড়াও হুগলি জেলার বলাগড়, সিঙ্গুর, গুড়াপ, হরিপাল, ধনিয়াখালি,তারকেশ্বর থানার পুলিশের রাতের ঘুম কেড়ে নেয় কুখ্যাত চোর বাসুদেব। এমনকি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার পুলিশও এই চোরকে পাকড়াও করার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। নিউটাউন থানা বাসুদেবকে পাকড়াও করার পর তাঁকে বাগুইহাটি থানা হেপাজতে নেয়। ওই সময় ফন্দি এঁটে বাগুইহাটি থানার পুলিশ কাস্টডি থেকে পালায় বাসুদেব। রিমান্ড থেকে আসামি পালানোর জন্য বাগুইহাটি থানার তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে শাস্তির কোপে পড়তে হয়।

এদিকে পুলিশ কাস্টডি থেকে পালিয়ে বাসুদেব ফের চুরির কাজে নেমে পড়ে। এমতবস্থায় রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকার পুলিশ বাসুদেবকে জালে তোলার জন্য তৎপর হয়। বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ রিষড়া থেকে পাকড়াও করে বাসুদেব মণ্ডলকে। তারপর তার ঠাঁই হয় দমদম সেন্ট্রাল জেলে। এরপর জামালপুর থানার পুলিশও তাকে হেপাজতে নিয়ে একের পর এক চুরির কিনারা করে। দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে চুরির নেটওয়ার্ক বাসুদেব একাই চালাত। সে নাকি বিশেষ গ্যাং তৈরি করেছে। তার সেই গ্যাংয়ের খোঁজখবর চালাচ্ছে পুলিশ।

২১ জুলাইয়ের পর কৃষ্ণনগরে সাংগঠনিক রদবদল, জানান মহুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ২১ জুলাইয়ের পর কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলায় রদবদল হবে বলে জানালেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু ব্লকের নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিলেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। একই সঙ্গে একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের পর সাংগঠনিক রদবদল করবেন বলেও জানালেন তিনি। মঙ্গলবার কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় তৃণমূলের সাংগঠনিক পর্যালোচনা হয় লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে। সেই সাংগঠনিক আলোচনায় উঠে আসে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের যেখানে যেখানে খারাপ ফল হয়েছে সেই বিষয়টি। বিশেষ করে কৃষ্ণনগর শহরাঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ব্যাঙ্কে বিরাট ধস নেমেছে। কৃষ্ণনগর পুরসভা তৃণমূল কংগ্রেসের থাকলেও কৃষ্ণনগরের বেশিরভাগ ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে। আর সিস্টেম অনুযায়ী খুব শীঘ্রই সাংগঠনিক রদবদল হবে বলেই জানালেন মহুয়া মৈত্র।

তবে সাংবাদিকদের সামনে রেখা শর্মা ও দিল্লি পুলিশের এফআইআর নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। মহুয়া বলেন, 'দল যেহেতু জীবিত বস্তু তাই প্রত্যেকটা নির্বাচনের পর আমরা পর্যালোচনা করি। পর্যালোচনার মাধ্যমে অনেক সময় পরিবর্তন করতে হয়। এইভাবে আগামীতেও পরিবর্তন হবে সাংগঠনিক পর্যায়ে। এটা নতুন কিছু নয়।' তবে এদিন সাংগঠনিক আলোচনায় সদর কৃষ্ণনগর শহরকে নিয়ে তিনি যে বেশ অস্বস্তিতে সেটা কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও বেশ কয়েকটি ব্লকেও রদবদল হবে বলে আগাম ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে মহুয়া মৈত্র জয়লাভ করলেও, দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে ফলাফল খুব একটা আশানুরূপ হয়নি কিছু কিছু জায়গায় সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪, [রুল ৮(১)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং কমনভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) ধারার বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বর্ণনা
১	**শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস** পিতা প্রয়াত নীলমণি বিশ্বাস, **(স্বত্বা/ বন্ধকদাতা/জামিনদাতা অ্যাকাউন্ট মেসার্স নিউ লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ,** **ঠিকানা :** ১২/১এ, জামির লেন, বালিগঞ্জ স্টেশনের নিকট, ওয়েস্ট সাইড মলের বিপরীতে, ওয়ার্ড নং ৬৮, কলকাতা : ৭০০০১৯, বেহালা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার, ব্লক ২২, ফ্ল্যাট নং ৫এ, পো এবং থানা : পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং **শ্রীমতি শুক্লা বিশ্বাস (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** স্বামী শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস, ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৫মতল,চিন্ময়ী এনক্লেভ, নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, পর্ণশ্রী পল্লি,কলকাতা : ৭০০০৬০। **শাখা : পর্ণশ্রী পল্লি শাখা**	১৯.০৩.২০২৪ এবং ০৬.০৭.২০২৪	৬৮,২৮,০১১.০০ টাকা **(আটষট্টি লাখ আঠাশ হাজার এগার টাকা)** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ	**বন্ধকদত্ত সম্পদ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) (লিফট সুবিধ যুক্ত) (টাইলস মেঝে), পঞ্চমতল পশ্চিম দিকে ফ্ল্যাট নং ৪০৫ , ২ বেড রুম, ১ লিভিং/ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লু সি এবং একটি ব্যালকনি, জি-৪ তলা ভবন 'চিন্ময়ী এনক্লেভ' নামে নির্মিত জমির পরিমাণ এরিয়া ১৯ ডেসিমেল সমপরিমাণ ১১ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বেহালা, সিএস দাগ নং ৫৭২, ৫৭৩ এবং ৩১৭৯, আরএস দাগ নং ৩২২৪, সিএস খতিয়ান নং ১৮৭০, আরএস খতিয়ান নং ৮৭৬৯,জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, পরগনা -বালিয়া, থানা : পূর্বতন বেহালা, বর্তমানে : পর্ণশ্রী, এডিএসআর অফিস বেহালা, পূর্বতন সাউথ সুবার্বন পুরসভা বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩২ অধীন , পুর প্রেমিসেস নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড (ডাক ঠিকানা : ১৩৬ বনমালী নস্কর রোড), কলকাতা : ৭০০০৬০, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০২-২০১৭,পৃষ্ঠা ৩১৫৩১ থেকে ৩১৫৬৫ দলিল নং ১৬০২০১০৯৯-২০১৭, রেজিস্ট্রিকৃত জেলা সাব রেজিস্টার অফিস ডিএসআর -২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস এবং শ্রীমতি শুক্লা বিশ্বাস। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শঙ্কর চক্রবর্তীর জমি, দক্ষিণে : ২৩ ফুট চওড়া সাগর মান্না রোড, পূর্বে : সাগর অ্যাপার্টমেন্ট, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

তারিখ- ০৬.০৭.২০২৪
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

রেমালে ক্ষতিগ্রস্থ তোরণ সংস্কারের দাবি আরামবাগবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রেমাল ঝড়ের তাণ্ডবের চিহ্ন এখনও রয়ে গিয়েছে আরামবাগে। অথচ সেই চিহ্ন মেরামত বা সংস্কার করার প্রয়োজন আরামবাগ পুরসভা মনে করেনি বলে অভিযোগ।

আরামবাগ শহরকে আধুনিক শহরের রূপ দিতে পারুল এলাকায় সুসজ্জিত একটি বিশালাকার তোরণ নির্মাণ করা হয়। সেই তোরণটি রেমাল ঝড়ে বেহাল হয়ে পড়ে। ভেঙেচুড়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার ভিতর দিয়ে কয়েক হাজার গাড়ি চলাচল করছে। মন্ত্রী থেকে আমলা সবাই যাতায়াত করছেন কিন্তু তোরণ সংস্কারে কারও কোনও হুঁশ নেই বলে দাবি। কবে হবে সংস্কার। সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই বিষয়ে আরামবাগ পুরসভার দায়সাড়া মনোভাবের অভিযোগ।

প্রায় দু'মাস হতে চলল রেমাল ঝড় হয়েছিল

পশ্চিমবঙ্গ। আর তার প্রভাবেই আরামবাগের সৌন্দর্যময় তরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একেবারে ভেঙে না পড়লেও ভেঙেচুর একাকার হয়ে যায়। সৌন্দর্যময় তোরণের রূপ বদলে যায়। আরামবাগের মানুষের দাবি, দুটো তোরণ সংস্কার করা হোক। আগের অবস্থায় নিয়ে আসা হোক তোরণটিকে। আরামবাগের ঐতিহ্যময় তোরণ দেখে ভিন জেলা বা ভিন রাজ্যের মানুষ যেন প্রশংসা করে সেই বিষয়ে আরামবাগ পুরসভাকে দুটো পদক্ষেপ করতে হবে বলে দাবি তোলে আরামবাগের মানুষ।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা তোরণটির বেহাল রূপ দেখে কার্যত হতাশ আরামবাগের মানুষ। এই তোরণটির উদ্বোধন করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে উদ্বোধন হওয়া এই তোরণটির দ্রুত সংস্কারের দাবি আমজনতার। এই বিষয়ে স্থানীয় মানুষ দেবাশিস দে ও মহঃ আনসারিরা জানান, সেই ঝড়ের পর থেকেই তোরণটি বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন। অপরদিকে আরামবাগ পৌরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারি জানান, ইঞ্জিনিয়ার বিষয়টি দেখেছেন। খুব তাড়াতাড়ি মেরামত করা হবে।

SBI

এসবিআই, আরএসিপিসি রাজারহাট (১৬৮২২)
সন্তোষ চেম্বার, ৩য় তল, সিটি সেন্টার-II এর নিকট, নিউ টাউন
কলকাতা - ৭০০১৬১ ই-মেল - sbi.16822@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী** পিতা বিমল চক্রবর্তী **এবং শ্রীমতি পিউ চক্রবর্তী** স্বামী অরিন্দম চক্রবর্তী ডাউন টাউন অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং ৫ এফ, ৬ষ্ঠ তল, ব্লক বি, হোল্ডিং নং ৭৮, ওয়ার্ড নং ৩৩, বারাসত রোড, পূর্বায়ণ, থানা : ঘোলা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১১০ **আরও :** ২বি, ডায়মন্ড প্লাজা, ২য় তল, সোদপুর, ইন্দ্র ব্লক, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিকট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১১০। **আরও ঠিকানা :** এ/১০, রামকৃষ্ণ পার্ক, বারাকপুর-২, সোদপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১১০। **সি কে মার্কেট, (কোড-৪০৫৩৯)**	**তপশিল সি অংশ -১** (অস্থাবর সম্পত্তি দায়বদ্ধ) (অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি, যেমন চলতি সম্পদ, মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি এবং স্পেয়ারস এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি, যা নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে (তপশিল বি) : প্রযোজ্য নয়। **অংশ -২** (সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তি) (অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত যা নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে বন্ধকী নথি/ দলিল (তপশিল বি) (ডক নং তারিখ অধীনে) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫এফ, ৬ষ্ঠতলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, ব্লক -বি, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৮৩০ বর্গফুট, দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লু সি এবং এক বারান্দা (টাইলসের মেঝে) প্রস্তাবিত জি-৫ তলা ভবন নাম **'ডাউন টাউন অ্যাপার্টমেন্ট'** ডেভেলপার এর কাছ থেকে বণ্টিত মতে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত জমির পরিমাণ কমবেশি ১০ কাঠা স্কিম প্লট নং ৭১ এবং ৭২ ভবন অবস্থিত মৌজা : নাটাগড়, থানা : খড়দহ, বর্তমানে : ঘোলা,জেএল নং ১৫, সিএস খতিয়ান নং ৫৬২, আরএস খতিয়ান নং ১২০৩, সংশোধিত খতিয়ান নং ৯৫০ এবং নতুন খতিয়ান নং ২২৭৮ (সংশোধিত), এলআর খতিয়ান নং ২৬৬০, সিএস এবং আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৯৬৯, ব্লক বি, সোদপুর ডেভেলপমেন্ট স্কিম (রেসিডেন্সিয়াল জোন) পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৩ অধীন, হোল্ডিং নং ৭০ বর্তমানে ৭৮, বারাসত রোড, অবস্থিত পূর্বায়ণ, ডিআরও বারাসত অধিক্ষেত্রে, এডিএসআরও সোদপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৪-২০২১,পৃষ্ঠা ১৭১৫৯৮ থেকে ১৭১৬৫০, দলিল নং ১৫২৪০৪৩০৩-২০২১ সালের। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী অনির্বাণ চক্রবর্তী** পিতা শ্রী বিমল চক্রবর্তী এবং শ্রীমতি পিউ চক্রবর্তী স্বামী শ্রী অনির্বাণ চক্রবর্তী। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ৫ই, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা এবং ব্লক এ, **পূর্বে :** লিফট, সিঁড়ি এবং লবি; **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৩.০৬.২০২৪ এনপিএ তারিখ ২৬.০৫.২০২৪	**হাউজিং টার্ম লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪০৩১৮২১৯১৭৪ এবং সুরক্ষা লোন অ্যাকাউন্ট নং ৪০৩২১৬৫৩৭৫৩ (২১,৭৭, ৮৫০.৫৫ টাকা** একুশ লাখ সাতাত্তর হাজার আটশ পঞ্চাশ টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা) ১৩.০৬.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায় দিতে দায়বদ্ধ ১৩.০৬.২০২৪ থেকে

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১০.০৭.২০২৪
স্থান - রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

হাথরাসকাণ্ডে জমা পড়ল প্রথম তদন্ত রিপোর্ট

সাসপেন্ড জেলা প্রশাসনের ছয় আধিকারিক

লখনউ, ৯ জুলাই: উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে 'সৎসঙ্গে' পদপিষ্ট হয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় উঠল অবহেলার অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসনের ছ'জন আধিকারিককে সাসপেন্ড করল যোগী আদিত্যনাথ সরকার। তাঁদের মধ্যে এক জন মহকুমা শাসকও রয়েছেন।

হাথরাসকাণ্ডে তদন্তভার উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এক বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর হাতে দেন আদিত্যনাথ। মঙ্গলবার সকালে সিট হাথরাসের ঘটনার একটি প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেয়। সেই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় ওই মহকুমা শাসকের গাফিলতির কথা। রিপোর্টে বলা হয়েছে, তিনি 'সৎসঙ্গে'র অনুমতি দেওয়ার আগে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি। এমনকি, বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তাদেরও জানাননি। মহকুমা শাসক ছাড়া একজন সার্কেল অফিসারকেও সাসপেন্ড করেছে প্রশাসন। পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাঁরা নিলম্বিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক।

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি (আগ্রা) অনুপম কুলশ্রেষ্ঠ এবং আলিগড়ের ডিভিশনাল কমিশনার চৈত্রা ভি-র নেতৃত্বে এই তদন্ত রিপোর্ট তৈরি হয়। পুলিশের তদন্তকারী দলের সদস্যেরা ১২৮ জন প্রত্যক্ষদর্শী এবং দুর্ঘটনার দিন সেখানে উপস্থিত থাকা পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। তার ভিত্তিতেই রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। পুলিশের দেওয়া রিপোর্টে স্পষ্টই বলা হয়েছে, অতিরিক্ত ভিড়ের কারণেই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে হাথরাসে। ঘটনার পর পুলিশ এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে। সেই এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছিল, 'সৎসঙ্গে' ৮০ হাজার ভক্ত উপস্থিত থাকবেন বলে পুলিশকে জানিয়েছিলেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু দুর্ঘটনার দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন আড়াই লক্ষ মানুষ। 'সৎসঙ্গের' মূল উদ্যোক্তা দেবপ্রকাশ মধুকর-সহ মোট ন'জনকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হলেও অধরাই রয়ে গিয়েছেন ভোলে বাবা। এমনকি, এফআইআরেও তাঁর নাম নেই। তবে ঘটনার পর থেকে ভোলে বাবার প্রতি ক্ষোভ দেখা গিয়েছে তাঁর ভক্তদের মধ্যেই।

পতঞ্জলির ১৪টি পণ্য নিয়ে আইএমএ-কে সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই: যোগগুরু রামদেবের পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ সংস্থার 'বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা' বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে আবার কড়া পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, গত এপ্রিলে উত্তরাখণ্ড সরকারের লাইসেন্সিং বিভাগ পতঞ্জলির যে ১৪টি পণ্য উৎপাদন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল, অবিলম্বে ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম, সমাজমাধ্যম অন্যান্য মাধ্যম থেকে সেগুলির বিজ্ঞাপন মুছে ফেলতে হবে।

ওই প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার সংক্রান্ত পুরো বিষয়টি নজরদারির ভার 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' (আইএমএ)-কে দিয়েছে বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতাকে নিয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, পতঞ্জলির বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল আইএমএ। এই মামলায় পতঞ্জলির আইনজীবী মুকুল রোহাতগি মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপনগুলি ডিজিটাল মাধ্যম থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

কাঠুয়া জঙ্গি হামলায় পাক-যোগ

শ্রীনগর, ৯ জুলাই: জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়াতে সেনা কনভয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনায় পাকিস্তান যোগের ইঙ্গিত। সেনা সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল জঙ্গিরা। শুধু তাই নয়, এই হামলায় আমেরিকার তৈরি অস্ত্র জঙ্গিরা ব্যবহার করেছিল বলে জানা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে এই ঘটনায় প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য।

সেনা সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই হামলা চালানোর জন্য রীতিমতো ছক কষেছিল জঙ্গিরা। যে স্থানে হামলা চালানো হয়, সেখানকার রাস্তা ভাল ছিল না। ফলে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটারের গতিতে চলছিল কনভয়ের গাড়ি। ঠিক সেই সুযোগটাকে ব্যবহার করেই হামলা চালায় জঙ্গিরা। এদিকে মারণ হামলার পর ঘটনার দায় স্বীকার করেছে পাক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের ছত্রছায়ায় থাকা জঙ্গি সংগঠন কাশ্মীর টাইগার। এদিকে ন্যাক্কারজনক এই জঙ্গি হামলার পর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে কেন্দ্র। সন্ত্রাসবাদী হামলায় ৫ সেনা জওয়ানের মৃত্যুতে শহিদের পরিবারের প্রতি শোক প্রকাশ করে বদলা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সচিব গিরিধর আরামানে।

ফ্রান্সে পার্লামেন্ট নির্বাচনে মুখ পুড়ল প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর

প্যারিস, ৯ জুলাই: ফ্রান্সের পার্লামেন্ট নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। দেখা গিয়েছে, কোনও একক দল কিংবা জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ত্রিশঙ্কু পার্লামেন্টে আসন সংখ্যার নিরিখে শীর্ষে বামেরা। অত্যাশ্চর্যভাবে ফলাফলে অতি দক্ষিণপন্থীরা নেমে গিয়েছে তৃতীয় স্থানে। ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মধ্যপন্থী রেনেসাঁ পেয়েছে দ্বিতীয় স্থান। ব্রিটেনের মতোই ফ্রান্সের মানুষ উগ্র দক্ষিণপন্থীদের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছে, মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে 'ন্যাশনাল পপুলার ফ্রন্ট' বৃহত্তম জোট হিসাবে নির্বাচিত হলেও বামপন্থীদের হাতে ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ ম্যাক্রোঁ। পাশাপাশি দক্ষিণপন্থী লো পেন হেরে গিয়েও পিছু হটতে রাজি নন। এদিকে 'ম্যাজিক ফিগার' ২৮৯ থেকে কিছু দূরে সব দলই। বিশেষজ্ঞদের মতে, এহেন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টই। তাঁর মেয়াদ শেষ হবে ২০২৭-এ। এর আগে তিনি সরে দাঁড়াবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই ধরনের নির্বাচনী ফলাফল ম্যাক্রোঁর দল ও তাঁর পজিশনকেই ক্রমশ দুর্বল করে তুলবে। বেকারত্ব ও আরও নানা ইস্যুতে এমনিতেই চাপে পড়তে হয়েছে তাঁকে। তার দলের মধ্যেও অনেকে পছন্দ করছেন না নেতাকে। নির্বাচনের এই ফলাফলে চাপ আরও বাড়ল ম্যাক্রোঁর উপরে।

আমেরিকায় জলে ডুবে মৃত্যু ভারতীয় ছাত্রের

ওয়াশিংটন ডিসি, ৯ জুলাই: ফের আমেরিকায় মৃত্যু ভারতীয় পড়ুয়ার। বন্ধুদের সঙ্গে জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছিলেন সাঁই সূর্য অবিনাশ গাড্ডে। আর সেটাই কাল হল। পা পিছলে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। জানা গিয়েছে, অবিনাশ অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী জেলার বাসিন্দা ছিলেন। ওই ছাত্রের মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়েছে নিউ ইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাস।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, ২০২৩ সালে দুচোখে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে মার্কিন মুলুকে পড়তে গিয়েছিলেন অবিনাশ। বর্তমানে তিনি ট্রাইন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছিলেন তিনি। গত রবিবার তিনি বন্ধুদের সঙ্গে আলবানির বারবেরভিলে জলপ্রপাতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। সেখানে ওঠার সময় পা পিছলে জলে পড়ে যান। সেখানেই ডুবে প্রাণ হারান। পরে তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

মর্মান্তিক এই ঘটনা নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে নিউ ইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাস। এক্স হ্যান্ডেলে তারা জানায়, 'সাঁই সূর্য অবিনাশ গাড্ডের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তিনি ট্রাইন ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন। গত ৭ জুলাই তিনি আলবানির বারবেরভিলে জলপ্রপাতে ডুবে প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁর পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের প্রতি আমাদের সমবেদনা রয়েছে।' দূতাবাসের তরফে আরও জানানো হয়, অবিনাশের দেহ দ্রুত ভারতে ফেরানোর জন্য সমস্তরকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, অবিনাশের সঙ্গেই আরেকজনও ওই জলে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হলেও ভেসে যান ওই ছাত্র। এই ঘটনার তদন্ত জারি রেখেছে পুলিশ। অবিনাশের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁর গ্রামে।

এক বছরে চার কোটি ৭০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান!

রিপোর্টে দাবি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই: বর্তমান ভারতের সবচেয়ে জলন্ত ইস্যু কর্মসংস্থান। অন্তত বিরোধীদের তেমনটাই দাবি। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে উলটো কথা। দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্কের দাবি, স্রেফ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে দেশে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির গতিও গত এক বছরে দ্বিগুণ হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 'ক্লেমস' তথ্যভান্ডারের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২-২০২৩ অর্থভাণ্ডারে দেশে মোট কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল প্রায় ৫৯ কোটি ৬৭ লক্ষ। সেটা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৬৪ কোটি ৩৩ লক্ষ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এক বছরে কর্মসংস্থান বেড়েছে প্রায় ৬ শতাংশ হারে। যে হার কিনা আগের বছর ছিল ৩.২ শতাংশ। অর্থাৎ গত এক বছরে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হারও প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দাবি করছে, গত এক বছরে প্রায় ২৭টি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। ঘটনাচক্রে দিন দুই আগেই বেকারত্ব নিয়ে চাঞ্চল্যকর একটি রিপোর্ট পেশ করছে সিটিগ্রুপ। সেই রিপোর্টে দাবি করা হয়, আগামী এক দশকে হয়তো আর্থিক বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবে দেশ। কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলেও মিটবে না বেকার সমস্যা। এদিন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সিটিগ্রুপের সেই রিপোর্ট কার্যত খারিজ করে দিল। কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক ইতিমধ্যেই বেসরকারি সংস্থার ওই রিপোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট মানলে সিটিগ্রুপের ওই রিপোর্ট ভ্রান্ত বলেই ধরে নিতে হয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Abridged form of e-NIT-06/RAIPUR/2024-25, eNIT-07/RAIPUR/2024-25,
Circulation memo no-342(3)/RGP/ 2024, 343(3)/ RGP/2024, dated-08.07.2024, Online applications are hereby invited from intending bidders for 5 (Five) nos works under Raipur Gram Panchayat. Last date of application 26.07.2024 upto 1.00 PM. Other details may be seen from "http://wbtenders. gov.in" & office Notice Board.
(M) 8145245517
Sd/- Prodhan,
Raipur G.P Domkal, Murshidabad

Office of the MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 02/2024-25
Publishing & Submission Start Date: 9.7.2024 from 4.00 PM
Bid Submission Closing Date: 17.7.2024 up to 12.00 PM
Bid Opening Date: 19.7.2024 after 12.00 PM
Details See In: www.wbtenders.gov.in
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: 01/ANDUL-II GP/2024-2025 & 02/ANDUL-II GP/2024-2025 With Vide Memo No. 152/Andul-II GP/2024-25 & 153/Andul-II GP/2024-25 Dated: 08-07-2024, The Last date for online submission of tender is 16/07/2024 upto 01.00 P.M. For details please visit website:- htpp://wbtenders. gov.in
Sd/-, Prodhan
Andulberia-II Gram Panchayat

Abridged form of e-NIT-02/RAIPUR/2024-25, eNIT- 03/RAIPUR/2024-25, eNIT-04/RAIPUR/2024-25, eNIT-05/RAIPUR/2024-25
Circulation memo no-338(3)/RGP/2024, 339(3)/RGP/2024, 340(3)/RGP/2023, 341(3)/RGP/2023 dated-08.07.2024, Online applications are hereby invited from intending bidders for 25(Twenty Five) nos works under Raipur Gram Panchayat. Last date of application 19.07.2024 upto 1.00 PM. Other details may be seen from "http://wbtenders. gov.in" & office Notice Board.
(M) 8145245517
Sd/- Prodhan,
Raipur G.P
Domkal, Murshidabad

BASUBATI GRAM PANCHAYAT
P.O.- Basubati, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
E-mail ID: gpbasubatisingur@yahoo.in
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from reputed contractors for execution of 11 nos. development work under Fund 15th FC vide NIeT No-136/ BGP/2024 & 137/BGP/2024, Dt.- 09/07/2024. Tenders have been published and for detail information visit our G.P. Office.
Sd/-
Prodhan
Basubati Gram Panchayat

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, NIeT No.- 33/E.O. Kh-II / 2024-25, Date: 08.07.2024. Tender ID: 2024_ ZPHD_709226_1 to 2 for Bridge & Culvert. Last date of bids ends on 23.07.2024 up to 06:00 PM. For detail visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites NIeQ No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ BEUP/NIQ-5/2024-25 for "Supply of "Type C" Basic Life Support Ambulance AC PS ABS BSVI.2 3350 Wheel base as per specification".The intending Bidders are requested to visit the website: https://wbtenders.gov.in for details. Tender id: 2024_ MAD_709489_1.
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

e-Tenders are invited by the D.P.O., WBCADC, Ranaghat-II Project against NIT No.:- 01/2024-2025 Dated : 08.07.2024 for Construction of 1000 Nos. Capacity Poultry Farm at W.B.C.A.D.C. Ranaghat-II Project [amounting to Rs. 15,68,613.00]. Last Date of Submission of Tender Paper - 31.07.2024 up to 04:30 P.M. For details please contact to the Office or Visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Deputy Project Officer
WBCADC, Ranaghat II Project

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(i) N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Grant/N.I.Q.-1/2024-2025
Memo No.- 811/BM/2024-2025 Dated : 02.07.2024
Name of the Work : Upgradation of PTC(P-1) operated, under SWM works, under Bolpur Municipality.
(ii) N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Grant/N.I.Q.-2/2024-2025
Memo No.- 812/BM/2024-2025 Dated : 02.07.2024
Name of the Work : Upgradation of PTC(P-2) operated, under SWM works, under Bolpur Municipality.
(iii) N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT- 14/2024-2025
Memo No. 855/BM/2024-2025 Dated : 04.07.2024
Name of the work : Installation of CCTV & electrical works & pipeline works at Satima Carshed at Satighat under Bolpur Municipality. Last date of Submission : 24.07.2024.
(iv) N.I.T. No.- WBMAD/ULB/BM/W.S. Scheme/NIT- 15/2024-2025
Memo No. 945/BM/2024-2025 Dated : 09.07.2024
Name of the Work : 5 Nos. Procurement of materials for water supply house service connection & others same works (P-1 to P-5) under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 20.07.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : www.bolpurmunicipality.org
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
টেন্ডার নং বিআর-এইচকিউ-কেজিপি-২৪-২৫-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, জেনারেল ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের বিবরণ ঃ** খড়গপুর ডিভিসনে এএক্সইএন/বিআরএল/কেজিপি-র আওতাধীনে বিভিন্ন স্টিল গার্ডার ব্রীজে মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার কাজ (২য় কল)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১১,৫৬,৫৩২.৯৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,০৫,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ৩০.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৮ মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-361)

E- TENDER NOTICE
Tenders through E-Tendering process are invited by the Prodhan, Basantapur Gram Panchayet, Basantapur, Amta-1, Howrah from the bonafied, experienced and resourceful agencies/Registered co-operative societies /bidders having registration in E-Procurement portal for execution of 6 nos of work vide E-NIT No .WB/HWH/AMTA /BGP/24-25/NIT/274/(1-6) DATED 08-07-24 The last date of online bid submission is 16/07/24 respectively. All the Detail information regarding above said E-Tender will be available in website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Basantapur Gram Panchayet
Basantapur, Amta-1, Howrah

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No:- 03/GGP/15 Th. CFC(UN-TIED)/2024-25, & 04/ GGP/ 15Th. CFC (TIED)/ 2024-25, With Vide Memo No. 152/GGP/ 2024- 25, & 153/GGP/2024-25, Dated: 08-07-2024, The Last date for online submission of tender is 16/07/2024 upto 03.00 P.M. For details please visit website:- htpp://wbtenders. gov.in
Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchayat

Tender Notice
Percentage rate e - Tender invited vide NIT No 01/SGP/2024 - 25 (UN Tied) & 02/SGP/2024-25 by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat. Last date of application 16.07.2024 up to 4.00P.M. Intending bidders may download tender documents from htpp:// wbtenders.gov.in or Notice board of the Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchaya
P.O.-Sagarpara,
Dist.-Murshidabar

Officer-in-Charge, GGDCN, invites sealed Tender/ Quotation from suppliers/vendors for AMC of different water purifiers, Computers etc. and purchase various items for the year 2024-25. For details see college notice board or visit college website - http:// muragachhagovtcollege.in.
Sd/-
OIC, GGDCN,
Muragachha, Nadia.

OFFICE OF THE RANINAGAR-II GRAM PANCHAYAT
UNDER RANINAGAR-II DEVELOPMENT BLOCK
KUPTALA, NABIPUR, RANINAGAR, PIN-742308
e-mail: raninagar2@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: 03/2024-25/Rani-II GP & 04/2024-25/Rani-II GP Dated:- 06/07/2024. The last date for online submission of tender is 16/07/2024 (Tuesday); up to 14:00 Hours.
For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Golam Murtaja
(Prodhan, Raninagar-II G.P.)

OFFICE OF THE PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD
WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)
The undersigned is hereby published the e-Tender vide No. 1/PGP/15th FC/2024-25 (Tender ID: 2024_ZPHD_710087_1 to 3) for Construction with Installation of Arsenic free water treatment plant and its operation & maintenance work Bid submission start date (online) 10/07/2024 from 10-00 a.m Bid submission closing date (online) 16/07/2024 upto 3-50 p.m Details of NIe T& Tender documents may be downloaded from "http://wbtenders.gov.in"
Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ০৫/২৪-২৫ তারিখঃ ০৯.০৭.২০২৪ স্টোর্স সামগ্রীর প্রাপ্যতার জন্য। সকল বিবরণ সহ নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য ই-টেন্ডার ইতিমধ্যেই www.ireps.gov.in-তে আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী, যদি থাকে, তবে তা কেবলমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার নং.	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০১২৪৫০১৩	এমআর-৪০০ সিরিজ রেকের জন্য বিভিন্ন স্পেয়ার পার্টস্	১ সেট	১৫.০৭.২০২৪, সকাল ১১টা
০১২৩১৯৬৩সি	প্যাসেঞ্জার সিট	৫ সেট	২৩.০৭.২০২৪, সকাল ১১টা
০১২৩১৮৭৬	হাই ক্যাপাসিটি এয়ার স্প্রিং (১৮০ কেএন)	৪৮ টি	২৯.০৭.২০২৪, সকাল ১১টা

প্রিন্সিপাল সিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Office of the Choa Gram Panchayat
P.O-Choa : P.S-Hariharpara : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No :- 01/CGP/2024-25 , 02/CGP/2024-25, 03/CGP/2024-25, 04/CGP/2024-25, 05/CGP/2024-25 & 06/CGP/2024-25 all Dated: 05/07/2024
Tenders are invited by the Prodhan, Choa Gram Panchayat, Choa, Hariharpara, Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Water treatment plant / Roads /Solar/Others) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, http://wbtenders.gov.in
*Information to bidders :
Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.

Last date and time for downloading of tender documents For NIT01,03,04,05 & 06	16/07/2024 up to 3.00 P.M. (as per Server clock)
For NIT-02	23/07/2024 up to 3.00 P.M. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender For NIT-01,03,04,05 & 06	16/07/2024 up to 3.00 P.M. (as per Server clock)
For NIT-02	23/07/2024 up to 3.00 P.M. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender For NIT01,03,04,05 & 06	18/07/2024 after 3.00 P.M. (as per Server clock)
For NIT-02	25/07/2024 after 3.00 P.M. (as per Server clock)

Sd/- Prodhan
Choa Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নংঃ এমসি/ইএনএইচএম-এইচডব্লুএইচ/৩২/২৪-২৬/আরপিএইচক্লিনিং। বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৪/বি/৫১২২৯৫৭, তারিখ ০৩.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউজকিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করছেন। **বিড বিবরণঃ আইটেম ক্যাটেগরিঃ** পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; সকল প্ল্যাটফর্ম, বুকিং অফিস, প্ল্যাটফর্ম ১ সংলগ্ন বাহিরের বারান্দা, প্ল্যাটফর্ম ১-এর সামনে এন্ট্রান্স এরিয়া, ওয়েটিং হল এবং প্রত্যেক অফিসের ফ্লোর এরিয়া, লোকেশনে ড্রাই স্যুইপিং, পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; ঘষে পরিষ্কার করা; এইচডি স্ক্রাবার ড্রায়ার মেশিন দ্বারা সকল প্ল্যাটফর্মের সকল কোটা স্টোন এরিয়া, বুকিং অফিস, বাহিরের বারান্দা এবং প্ল্যাটফর্ম ১-এর সামনে এন্ট্রান্স এরিয়া ঘষে পরিষ্কার করা, পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; আইআর স্কুইজার এবং ডিজেল অপারেটেড এইচপি জেট মেশিন দ্বারা সকল প্ল্যাটফর্মের চেকার টাইলস্ এরিয়া এবং ম্যাস্টিক কংক্রীটের ওয়েট (ভিজা) ক্লিনিং; আউটডোর, পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; মপ স্টিক এবং লাইট ডিউটি হ্যান্ড স্ক্রাবার দ্বারা ওয়েটিং হলের টাইলস্ এরিয়া এবং কোটা স্টোনের স্ক্রাবিং এবং পোছা, ইন্ডোর; পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; স্টেন সহ এইচপিজে মেশিন বাকেট ওয়াটার রাবিং ব্রাশ দ্বারা সকল প্ল্যাটফর্মের পে অ্যান্ড ইউজ বাদে ওয়াটার বুথ টয়লেট এবং শৌচালয়ের ধোয়ামোছা সহ ওয়েট (ভিজা) ক্লিনিং, পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; টিএক্সআর রুম সিডব্লু স্টাফ রুম সিডব্লু স্টোর রুম বুকিং কাউন্টার সিএইচআই রুম লেডিজ ড্রেস চেঞ্জিং রুম এসএম ক্লার্ক অফিস এসএম স্টোর স্টেয়ার এবং খোলা জায়গা তৎসহ বাকেটের ওয়েট ক্লিনিং, পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; নব নির্মিত টিএক্সআর রুম সিডব্লু স্টাফ রুম সিডব্লু স্টোর রুম বুকিং কাউন্টার সিএইচআই রুম লেডিজ... সহ আইটেম ১ অনুযায়ী প্রত্যেক অফিস লোকেশনের মপ স্টিক দ্বারা ফ্লোর এরিয়া মোছা, পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; ভিআইপি রুম রিটায়ারিং রুম ডর্মিটরী এন্ট্রাস বারান্দা এবং সিঁড়ির ফ্লোর এরিয়ার ড্রাই স্যুইপিং; ইন্ডোর; পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; ভিআইপি রুম রিটায়ারিং রুম ডর্মিটরী এন্ট্রাস বারান্দা এবং সিঁড়ির ফ্লোর এরিয়ার লাইট ডিউটি স্ক্রাবার ড্রায়ার এবং মপ স্টিক দ্বারা স্ক্রাবিং এবং মোছা; ইন্ডোর; পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; স্টেশন প্রেমিসেসে গ্রানাইট টাইল্স ওয়ালস্ পিলার বেঞ্চ ইত্যাদি, লোকেশন প্ল্যাটফর্ম ১ স্টেশন এন্ট্রান্স গেট বুকিং অফিস ইন্সপেক্টর রেস্ট রুম ক্রু লবি ঘষে পরিষ্কার করা, পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; এসক্যালেটর এবং লিফট্ পরিষ্কার করা পরিমাপ এসিপি শীট ২৯৬৬ বর্গফুট ২৭৫৬৫ বর্গ মি. স্টিল বডি ১৯৯০ বর্গ ফুট ১৮৪৯৪ বর্গ মি পরিষ্কারের জন্য উপলব্ধ ফ্যান এবং উপলব্ধ অনুযায়ী সকল লাইট পরিষ্কার করা, পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; তারাপীঠ মন্দিরের কাছে বুকিং কাউন্টারের ওয়েট ক্লিনিং এবং মোছা; ইন্ডোর; পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; প্ল্যাটফর্ম এরিয়ায় কভার্ড ড্রেন থেকে জঞ্জাল এবং পাঁক কাদা পরিষ্কার করা এবং অপসারণ এবং জঙ্গল সহ স্টেশন প্রেমিসেস থেকে নির্দিষ্ট ভ্যাটে জঞ্জাল ইত্যাদি অপসারণ, পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; গুডস্ পার্সেল সার্কুলেটিং এরিয়ার আনকভার্ড ড্রেন থেকে পাঁক কাদা পরিষ্কার করা এবং অপসারণ এবং স্টেশন প্রেমিসেস থেকে জঞ্জাল অপসারণ; আউটডোর, পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; প্ল্যাটফর্ম ১ ২ ৩ ৪ ৫ সংলগ্ন ট্র্যাক এরিয়া গুডস্ অ্যান্ড পার্সেল এরিয়ার ড্রাই ক্লিনিং এবং নির্দিষ্ট ভ্যাটে জঞ্জাল অপসারণ; আউটডোর, পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; এরিয়া সহ রামপুরহাট স্টেশনের হাওড়া এন্ড থেকে ইস্ট কেবিন এবং রামপুরহাট স্টেশনের মালদা টাউন এন্ড থেকে লেভেল ক্রসিং নং ২৩ বিটি পর্যন্ত উভয় আউটসাইড ট্র্যাক এরিয়ার র‍্যাগ পিকিং, পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; প্রতিদিন পিভিসি গারবেজ ডিসপোজাল ব্যাগের ব্যবস্থা সহ স্টেশন প্রেমিসেসের সকল ডাস্টবিন পরিষ্কার করা এবং নির্দিষ্ট ভ্যাটে জঞ্জাল অপসারণ; ইন্ডোর, পরিষ্কার করা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-আউটকাম বেসড্-পাবলিক ট্রান্সপোর্ট প্লেস; স্টেশন প্রেমিসেসে সকল অফিস, স্টেশন বিল্ডিং ফুট ওভারব্রিজ প্ল্যাটফর্ম শেড মহিলা শৌচালয় পুরুষ শৌচালয় টিএক্সআর রুম সিডব্লু স্টাফ রুম সিডব্লু স্টোর রুম বুকিং কাউন্টার থেকে মাকড়সার জাল পরিষ্কার, কালেকশন অ্যান্ড ডিসপোজাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস-সম্পূর্ণ সরঞ্জাম সহ উপযুক্ত গাড়ি তৎসহ ড্রাইভার ক্লিনার এবং শ্রমিক তৎসহ জ্বালানী ইত্যাদি যা প্রতিদিন ভ্যাট এবং স্থান থেকে আনুমানিক ১০৫৬ ঘন মি. জমা করা জঞ্জাল বোঝাই এবং অপসারণ করবে। **অনুমিত বিড মূল্যঃ** ১,১২,৮৪,৪২৬.৫৪২ টাকা। **ইএমডি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি রাশিঃ** ২,০৬,৪২২ টাকা। **ইপিবিজি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইপিবিজি শতকরা (%) ঃ** ৫.০০। **ইপিবিজি-র জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা (মাস)ঃ** ২৬। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ২ বছর। **বিড প্রস্তাব বৈধতা (বন্ধের তারিখ থেকে)ঃ** ৯০ দিন। **বিড বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৪.০৭.২০২৪ তারিখ রাত্রি ৮টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ২৪.০৭.২০২৪ তারিখ রাত্রি ৮.৩০ মিনিট। **বিডদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ৫৭ লাখ টাকা। **একই/সমতুল পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছরঃ** ৩ বছর। **সমতুল পরিষেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড়ঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে স্টার্টআপ ছাড়ঃ** না। **বিড থেকে আরএ সক্রিয়ঃ** না। **বিক্রেতার থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিতে হবেঃ** অভিজ্ঞতার যোগ্যতামান, বিডদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে), অতিরিক্ত নথিপত্র ১ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে), অতিরিক্ত নথিপত্র ২ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে), অতিরিক্ত নথিপত্র ৩ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে), অতিরিক্ত নথিপত্র ৪ (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। * কোনও বিডদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার যোগ্যতায় ছাড় চাইলে সেক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সমর্থিত নথিপত্র ক্রেতা কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **বিডের ধরণঃ** দুই প্যাকেট বিড। **মূল্যায়ণ পদ্ধতিঃ** মোট মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ণ। **কারিগরী মূল্যায়ণ চলাকালীন কারিগরী স্পষ্টীকরণের জন্য অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন। **মূল্যের ব্রেকআপ উল্লেখে আর্থিক নথিপত্র প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ।
HWH-154/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

গম্ভীরেই আস্থা বোর্ডের, জানিয়ে দিলেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি: জল্পনার অবসান। গৌতম গম্ভীরকেই ভারতীয় দলের প্রধান কোচ হিসাবে নিয়োগ করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। বেশ কিছু দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল রাহুল দ্রাবিড়ের পর গম্ভীরকেই কোচ হিসাবে পছন্দ জয় শাহ, রজার বিন্নীদের। ভারতীয় দলের প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনারও দায়িত্ব নিতে আগ্রহী ছিলেন। অবশেষে মঙ্গলবার সরকারি ভাবে গম্ভীরকে কোচ করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন বোর্ড সচিব জয়। গম্ভীরের সঙ্গে লড়াইয়ে ছিলেন আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার ডব্লিউভি রমন।

ভারতীয় দলের কোচ এবং গম্ভীরের মধ্যে বাধা ছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম কর্ণধার শাহরুখ খান। দলকে সাফল্যের রাস্তায় ফেরাতে যে কোনও মূল্যে গম্ভীরকে মেন্টর হিসাবে রেখে দিতে চেয়েছিলেন শাহরুখ। গম্ভীর মেন্টর হয়ে আসায় ১০ বছর পর আবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কেকেআর। শোনা গিয়েছিল, ১০ বছরের জন্য গম্ভীরকে কেকেআরে নিয়ে এসেছেন বলিউড বাদশা। গম্ভীরকে রাখার জন্য যে কোনও অঙ্কের টাকা খরচ করতেও প্রস্তুত ছিলেন তিনি। দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর গম্ভীরকে ভারতীয় দলের জন্য ছাড়তে খুব একটা রাজি ছিলেন না শাহরুখ। শেষ পর্যন্ত দেশের স্বার্থে রাজি হন তিনি।

সূত্রের খবর, আইপিএল ফাইনালের পর গম্ভীরের সঙ্গে একান্তে বৈঠক হয় শাহরুখের। দীর্ঘ বৈঠকের পর রাজি হন শাহরুখ। তাঁর সম্মতি পাওয়ার পর বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন গম্ভীর। তাঁকে পেতে আগ্রহী বিসিসিআই কর্তারাও নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন। বিরাট কোহলিও নাকি গম্ভীরের নাম সুপারিশ করেছিলেন বোর্ড কর্তাদের কাছে। কেকেআর কর্ণধার রাজি হতেই প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ফেলা হয়। নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে গম্ভীর বোর্ডের ক্রিকেট অ্যাডভাইজরি কমিটি কাছে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, কমিটির সদস্যদের পাঁচটি শর্তের কথা জানিয়েছিলেন তিনি। গম্ভীরের শর্তগুলি মেনে নেন বিসিসিআই কর্তারা। উল্লেখ্য, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর দায়িত্বে না থাকার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন দ্রাবিড়।

আইপিএলে মেন্টর হিসাবে সাফল্য, ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং ভারতের ক্রিকেট পরিকাঠামো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকায় গম্ভীর এগিয়ে ছিলেন। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি লিখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর ছিলেন ২০২২ এবং ২০২৩ সালে। দু'বারই লখনউ আইপিএলের প্লে-অফে উঠেছিল। ২০২৪ সালে গম্ভীর কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর হিসাবে দায়িত্ব নেন। প্রথম বছরেই আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শ্রেয়স আয়ারেরা। উল্লেখ্য, গম্ভীর অধিনায়ক হিসাবেও ২০১২ এবং ২০১৪ সালে কেকেআরকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। ২০০৭ এবং ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন গম্ভীর।

গম্ভীরকে শুভেচ্ছা কেকেআরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বড় দায়িত্ব পেয়েছেন গৌতম গম্ভীর। আইপিএল থেকে সরাসরি জায়গা পেয়েছেন ভারতীয় দলে। রাহুল দ্রাবিড়ের পরে ভারতীয় দলের কোচ নিযুক্ত হয়েছেন গম্ভীর। কয়েক মাস আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন তিনি। দলের প্রাক্তন মেন্টরকে নিয়ে মুখ খুলল কেকেআর।

ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে গম্ভীরের নাম ঘোষণা হওয়ার পরে কেকেআর তাদের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে একটি ছবি পোস্ট করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, কোট-প্যান্ট পরে রয়েছেন গম্ভীর। তাঁর কোটের বুকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের লোগো। নীচে রাখা কেকেআরের জার্সি। সেই জার্সির দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে গম্ভীর। পাশে একটি ফ্রেমে এ বারের আইপিএল ট্রফি হাতে সহকারী কোচেদের সঙ্গে রয়েছেন গম্ভীর। তার পাশে রাখা আইপিএল ট্রফি।

দেওয়ালে তিনটি ছবি টাঙানো রয়েছে। দু'টি ছবিতে ২০১২ ও ২০১৪ সালের আইপিএল জয়ী দলের উল্লাসের ছবি। সেই দু'বার অধিনায়ক হিসাবে কেকেআরকে আইপিএল জিতিয়েছেন গম্ভীর। আর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় দলের প্রধান কোচ হিসাবে গম্বীরের নাম ঘোষণা হয়েছে।

এক দিকে টাঙানো রয়েছে ভারতীয় দলের দু'টি জার্সি। সেই জার্সির রং দেখে বোঝা যাচ্ছে, গম্ভীর যখন জাতীয় দলে খেলতেন, তখনকার জার্সি সেগুলি। গম্ভীরের পাশে একটি ট্রলি ব্যাগও রাখা। ছবিতে বোঝানো হয়েছে, কেকেআরের দায়িত্ব ছেড়ে জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে চলেছেন গম্ভীর। তার আগে কেকেআরের জার্সির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি।

ক্যাপশনে লেখা, জাতীয় দলকে কোচিং করানোর থেকে বড় সম্মানের আর কিছু নেই।

গম্ভীরকে কেকেআরের মেন্টর করার সময় শোনা গিয়েছিল, মালিক শাহরুখ খান তাঁকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, গম্ভীরকে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। এ বার আইপিএলে বকলমে গম্ভীরই দলকে চালাচ্ছিলেন। প্রধান কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার থেকে শুরু করে ক্রিকেটারদের গলায় বার বার গম্ভীরের প্রভাবের কথা শোনা গিয়েছে। শাহরুখও গম্ভীরের অবদানের কথা বলেছেন। কিন্তু এক বছর পরেই কেকেআর ছেড়ে নতুন দায়িত্ব নিলেন গম্ভীর। মেন্টরকে ছাড়তে হল কেকেআরকে। গম্ভীরকে নতুন দায়িত্বের জন্য শুভেচ্ছা জানাল তাঁর প্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজ।

সুযোগ পেলে অবসর ভেঙে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ফিরতে রাজি ওয়ার্নার

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ হয়েও যেন শেষ হওয়ার নয় ডেভিড ওয়ার্নারের গল্প। গত জানুয়ারিতে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার জানিয়েছিলেন, ২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনালটাই তাঁর শেষ ওয়ানডে ছিল। আর মাত্রই শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটাই যে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে তাঁর শেষ টুর্নামেন্ট, সেটিও আগেই জানিয়েছিলেন তিনি।

সেই ওয়ার্নার আজ উল্টো পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিলেন। ইনস্টাগ্রামে বিশাল এক পোস্টে ওয়ার্নার লিখেছেন, অস্ট্রেলিয়ার যদি দরকার হয়, তবে তিনি ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলতে প্রস্তুত!

পরের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিটা হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে পাকিস্তানে। নিজের ক্রিকেট ক্যারিয়ার নিয়ে দেওয়া ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন ওয়ার্নার, 'আমি আপাতত ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট চালিয়ে যাব। যদি দলে সুযোগ পাই, তবে (অস্ট্রেলিয়ান হয়ে) চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলতেও রাজি আছি।'

ওয়ার্নারের আশা পূরণ হওয়া কি সম্ভব? উত্তরটা, সম্ভবত না। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অন্য কোনো টুর্নামেন্ট বা সিরিজে যে দলে থাকবেন না ওয়ার্নার। অস্ট্রেলিয়া এ বছরের সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডে ও নভেম্বরে পাকিস্তানে যাবে ওয়ানডে খেলতে। ওই দুই সিরিজে জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্কের সম্ভাবনা আছে ওয়ার্নারের জায়গা নেওয়ার। অস্ট্রেলিয়া কি এক বছরের বেশি সময় ওয়ানডে না খেলা ওয়ার্নারকে দলে নেবে!

গত জানুয়ারিতে অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স কথা বলেছিলেন ওয়ার্নারের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন নিয়ে। ওয়ার্নার চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে থাকতে পারেন কি না, সে প্রশ্নের উত্তরে কামিন্স বলেছিলেন, 'এখন সময় অন্যদের ওয়ানডেতে সুযোগ দেওয়ার, তবে সে যেহেতু ক্রিকেট চালিয়ে যাবে, একদম জরুরি পরিস্থিতিতে তার কথা তো চিন্তা করতেই পারি। তবে ডেভিডকে (ওয়ার্নার) বিশ্বের কোথাও না কোথাও রান করে যেতে হবে। তাই আপনি বলতে পারেন না এটাই শেষ।'

১৬১ ওয়ানডেতে ৪৫.৩০ গড়ে ৬৯৩২ রান করা ওয়ার্নার এই সংস্করণে সেঞ্চুরি করেছেন ২২টি। সেই ওয়ার্নার ইনস্টাগ্রাম পোস্টটা শুরু করেন 'অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি! এত লম্বা সময় ধরে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার অবিশ্বাস্য এক অভিজ্ঞতা ছিল' লিখে।

ওয়ার্নার আবার ক্রিকেট মাঠে ফিরছেন কানাডার গ্লোবাল টি-টোয়েন্টি দিয়ে।

গম্ভীরের বদলে কেকেআরে দ্রাবিড়! মোটা টাকার প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত মরসুমে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই দলের মেন্টর ছিলেন গৌতম গম্ভীর। কিন্তু তিনি ভারতীয় দলের কোচ হবেন। আর এত দিন ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব সামলানো রাহুল দ্রাবিড় চলে আসবেন কেকেআরে।

সদ্য ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন দ্রাবিড়। সেই জয়ের রেশ এখনও কাটেনি। দ্রাবিড়ের মতো অভিজ্ঞ এক জনকে গম্ভীরের জায়গায় দলে পেলে উপকার হবে কেকেআরের। সূত্রের খবর, সেই জন্য দ্রাবিড়কে বিরাট অঙ্কের প্রস্তাব দিয়েছে কেকেআর।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত মেয়াদ ছিল দ্রাবিড়ের। তিনি আর ভারতীয় দলের দায়িত্ব সামলাতে রাজি নন। সারা বছর ধরে কোনও দলকে সামলাতে রাজি নন তিনি। তাই আপাতত হাতে কাজ নেই দ্রাবিড়ের। আড়াই মাসের জন্য আইপিএলে কোনও দলের দায়িত্ব নিতেই পারেন তিনি।

দ্রাবিড় নিজেও মজা করে বলেছিলেন যে, এখন তিনি বেকার। এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, দ্রাবিড়কে কোচ অথবা মেন্টরের দায়িত্ব দিতে পারে কেকেআর। সেটার জন্য তাঁকে ১২ কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

২০১২ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন দ্রাবিড়। তিনি ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে রাজস্থান রয়্যালসের মেন্টর ছিলেন। সামলেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের দায়িত্বও। আবার এক বার আইপিএলে ফিরতে পারেন দ্রাবিড়। মাঝে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি এবং ভারতীয় দলের দায়িত্ব সামলে আরও অভিজ্ঞতা বেড়েছে তাঁর। সেটাই কাজে লাগাতে চাইবে কেকেআর।

'ছ'টার বেশি দেশের টেস্ট খেলার দরকারই নেই', টেস্ট ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত শাস্ত্রী

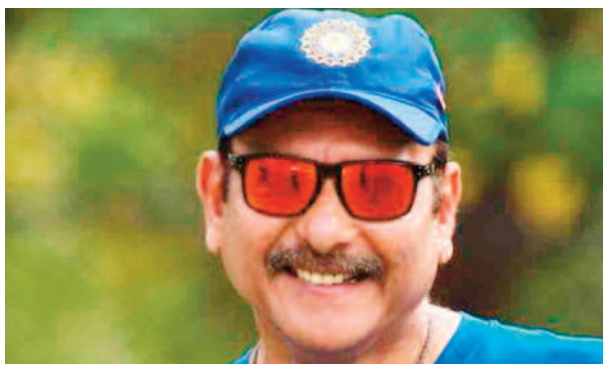

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট ক্রিকেট ধীরে ধীরে আগ্রহের জায়গা হারাচ্ছে। ভারত, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া বাদ দিয়ে অন্য দেশে টেস্ট ক্রিকেট দেখতে মাঠে আসেন খুব কম দর্শক। রবি শাস্ত্রী মনে করেন, দ্রুত কিছু নিয়ম বদল করা দরকার। না হলে টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে মানুষ উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে বলে মনে করছেন ভারতের প্রাক্তন কোচ।

মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন শাস্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, যখন খেলার মান কমে যায়, তখন তা নিয়ে আগ্রহ কমে। দর্শক কমে যায়। যে কোনও খেলার ক্ষেত্রে সেটা ক্ষতিকারক।

এখন ১২টি দেশ টেস্ট খেলে। শাস্ত্রী চান সেই সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হোক। ভারতের হয়ে ৮০টি টেস্ট খেলা শাস্ত্রী বলেন, এখন ১২টি দল আছে। সেটা কমিয়ে ছয় বা সাত করে দেওয়া হোক। সেই সঙ্গে নিয়ে আসা হোক অবনমন এবং উন্নতি। এর ফলে ভাল দলগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। তাতে টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ থাকবে মানুষের।

শাস্ত্রী মনে করেন সব দেশের টেস্ট খেলার প্রয়োজন নেই। ক্রিকেটের বিস্তার করতে ব্যবহার করা হোক টি-টোয়েন্টিকে।

সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার জাস্টিন ল্যাঙ্গার। তিনি মনে করেন বিভিন্ন দেশে হওয়া টি-টোয়েন্টি লিগ নিয়ে উৎসাহী কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকেও বাঁচিয়ে রাখার দিকেও নজর দিতে বলেন তিনি। ল্যাঙ্গারের মতে, গত সপ্তাহে আমরা দেখলাম কত মানুষ ভারতের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে মেতে রয়েছে। এটাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট।

বিশ্বকাপের সেরা বুমরা জুন মাসেরও সেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসির জুন মাসের সেরা পুরুষ ও নারী খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন দুই ভারতীয় যশপ্রীত বুমরা ও স্মৃতি মান্ধানা। এই প্রথম একই মাসে দুই বিভাগেই সেরা হলেন ভারতীয়রা।

সদ্য সমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাত্র ৪.১৭ ইকোনমি রেটে, ৮.২৬ গড়ে ১৫ উইকেট নিয়েছেন বুমরা। ভারতকে শিরোপা জেতাতে বড় অবদান রাখা এই ফাস্ট বোলার টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কারও জিতেছেন।

জুন মাসের সেরা হওয়ার লড়াইয়ে বুমরা পেছনে ফেলেছেন সতীর্থ ও ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক রহমানউল্লাহ গুরবাজকে।

বিশ্বকাপে রোহিত ১৫৬.৭০ স্ট্রাইক রেটে ২৫৭ রান করেছেন। হয়েছেন আসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক। তাঁর নেতৃত্বও সবার নজর কেড়েছে। বিশেষ করে ওপেনিংয়ে নেমে ভারতকে উড়ন্ত শুরু এনে দেওয়া, বোলারদের সঠিকভাবে ব্যবহার ও ফিল্ডার সাজানোয় দারুণ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

আফগান ওপেনার গুরবাজ করেছেন সর্বোচ্চ ২৮১ রান। উইকেটকিপারের ভূমিকায় নিয়েছেন ৬টি ক্যাচ। দলকে প্রথমবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তুলতে তাঁর ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

তবে বুমরা এ দুজনকে ছাড়িয়ে মাসসেরা হয়েছেন মূলত তাঁর 'ইমপ্যাক্টের' কারণে। বিশেষ করে ফাইনালে ৬ উইকেট হাতে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার যখন ৩০ বলে মাত্র ৩০ রান দরকার ছিল, তখন বোলিংয়ে এসে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন তিনিই। নিজের শেষ ২ ওভারে মাত্র ৬ রান দিয়ে নিয়েছিলেন ১ উইকেট।

জুন মাসে বুমরার উইকেট শিকারের শুরুটা হয়েছিল আয়ারল্যান্ডকে দিয়ে। আইরিশদের মাত্র ৯৬ রানে গুটিয়ে দেওয়ার পথে নেন ২ উইকেট। এরপর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে হারতে বসা ম্যাচটাও ভারতকে জেতান বুমরা। ওই ম্যাচে নেন ১৪ রানে ৩ উইকেট। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে উইকেটশূন্য থাকলেও ২৫ রানের বেশি দেননি।

সুপার এইটের তিন ম্যাচে বুমরা নেন আরও ৬ উইকেট। এরপর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালে ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ফাইনালে ২টি করে উইকেট। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বড় দুই ম্যাচে তাঁর ইকোনমি রেট ছিল মাত্র ৪.৫০!

মাসসেরার পুরস্কার জেতার পর বুমরা বলেছেন, 'আইসিসির জুন মাসের সেরা পুরুষ খেলোয়াড় হতে পেরে আমি আনন্দিত। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে স্মরণীয় কয়েকটি সপ্তাহ কাটানোর পর এটা জিততে পারা আমার জন্য বিশেষ সম্মানের। টুর্নামেন্টে আমরা যেভাবে পারফর্ম করেছি এবং ট্রফি উঁচিয়ে ধরেছি, তা ছিল অবিশ্বাস্য। সেই স্মৃতি চিরকাল বয়ে নিয়ে বেড়াব।'

জুনের সেরা খেলোয়াড়ের জন্য মনোনীত অন্য দুজনকে অভিনন্দন এবং পরিবারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বুমরা, 'একই সময়ে চমৎকার পারফরম্যান্সের জন্য আমার অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও রহমানউল্লাহ গুরবাজকে অভিনন্দন জানাতে চাই। পরিশেষে, আমার পরিবার, সতীর্থ ও কোচদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। যাঁরা আমাকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদেরকেও ধন্যবাদ। তাঁদের সমর্থন দেশের হয়ে নিজের সেরাটা দিতে অনুপ্রাণিত করে।'

ভারত নারী দলের ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা জুনের সেরা হওয়ার দৌড়ে পেছনে ফেলেছেন ইংল্যান্ডের মাইয়া বুশিয়ার ও শ্রীলঙ্কার ভিশ্মি গুনারত্নেকে। ঘরের মাঠে গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাই করে ভারতীয় নারী দল। একমাত্র টেস্ট জেতে ১০ উইকেটে। ওয়ানডে সিরিজের তিন ম্যাচে মান্ধানা করেন ৩৪৩ রান, নেন ১ উইকেট। বেঙ্গালুরুতে প্রথম দুই ম্যাচে সেঞ্চুরির (১১৭ ও ১৩৬) পর শেষ ম্যাচে করেন ৯০। আর চেন্নাই টেস্টে এক ইনিংস ব্যাটিং করেই করেন ১৪৯ রান। ব্যাট হাতে অসাধারণ নৈপুণ্যের পর মাসসেরার পুরস্কারটা প্রাপ্যই ছিল ২৭ বছর বয়সী ওপেনারের। মাসসেরার পুরস্কার জেতার পর মান্ধানা বলেছেন, 'আইসিসির জুন মাসের সেরা নারী খেলোয়াড় নির্বাচিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। দল যেভাবে পারফর্ম করেছে এবং আমি তাতে অবদান রাখতে পেরেছি। সব মিলিয়ে আমি সত্যিই খুব খুশি। আশা করি আমরা এই ফর্ম ধরে রাখতে পারব এবং ভারতকে জেতাতে আমি আরও বেশি অবদান রাখতে পারব।'

১৫ বছর আগে মাহির নেওয়া সিদ্ধান্তই তৈরি করেছে অশ্বিনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহেন্দ্র সিংহ ধোনির হাত ধরে একাধিক ক্রিকেটার তৈরি হয়েছে। সেই তালিকায় বেশ উপরের দিকে থাকবে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের নাম। ভারতের অভিজ্ঞ স্পিনারকে আইপিএলের দলে পেয়েছিলেন ধোনি। সেখানে তাঁকে বিশেষ এক ভূমিকায় খেলান। তাতেই বদলে যায় অশ্বিনের খেলা।

শুরুর দিকে অশ্বিন খেলতেন চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন ধোনি। অশ্বিন বলেন, প্রথম বছর মনে হয় ধোনি আমাকে চিনত না। বা হয়তো চিনত, আমি ঠিক জানি না। ধোনি এমনই। আমি ওকে ১৬-১৭ বছর ধরে চিনি। ২০০৮-০৯ সালে ও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে।

অশ্বিন মনে করেন ২০১০ সালের একটি ম্যাচের পর ধোনি ধীরে ধীরে ভরসা করতে শুরু করেন তাঁর উপর। অশ্বিন বলেন, অত দূর মনে হয় ইডেনে শেন বন্ডের বল লেগেছিল ধোনির হাতে। সেই ম্যাচে আমি বন্ডের উইকেট তুলেছিলাম। কিন্তু ধোনি তার পর চোটের কারণে খেলতে পারেনি। সুরেশ রায়না নেতৃত্ব দিচ্ছিল পরের ম্যাচগুলোয়। আমাকে ডেথ ওভারে বল করাচ্ছিল। কারণ সেই দলে ছিল মুথাইয়া মুরলীধরন। পর পর তিনটে ম্যাচে আমার জন্য দল হেরেছিল। বাদ পড়েছিলাম দল থেকে। কিন্তু ধোনি ফিরতেই আমাকে দলে ফেরায়। সেই সঙ্গে নতুন বল তুলে দেয় আমার হাতে। পাওয়ার প্লে-তে অ্যাডাম গিলক্রিস্টের উইকেট তুলে নিয়েছিলাম। ভারতের হয়ে খেলার সময়ও আমার হাতে নতুন বল দিয়েছিল ধোনি। আমার প্রতি বিশ্বাস দেখে অবাক লেগেছিল।দ

ধোনির একটি উপদেশ কোনও দিন ভুলবেন না অশ্বিন। ভারতীয় স্পিনার বলেন, ধোনির একটা উপদেশ চিরদিন মনে থাকবে। ও বলেছিল, আমি সব সময় নতুন কিছু করার চেষ্টা করি। সেটাই আমার শক্তি। এই চেষ্টাটা কখনও বন্ধ না করার কথা বলেছিল ধোনি। কারও জন্য আমি যেন নিজেকে বদলে না ফেলি। অশ্বিন বলেন ১৫ বছর পরেও ধোনি তাঁকে একই কথা বলেছিলেন। দুবাইয়ে একটি ম্যাচের পর দেখা হয়েছিল তাঁদের। সেখানেও ধোনি তাঁকে একই কথা বলেছিলেন। অশ্বিন বলেন, তও বদলায়নি। আমার মনে হয় ধোনি শুধু ক্রিকেট নিয়ে ভাবে না। মানসিক ভাবে শক্তিশালী করে ও। এখন চেন্নাই সুপার কিংসে তুষার দেশপাণ্ডের সঙ্গেও এটাই করে ধোনি। ও বেছে নেয় কোন ক্রিকেটার, কোন জায়গায় খেলার জন্য আদর্শ। তাকে সেই জায়গায় খেলায় ধোনি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**